শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাম্প্রদায়িকতা
ও
সমন্বয়

"গৌড়ীয়" পত্রিকা ও 'গৌড়ীয়মিশনে'র সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

বিরচিত

শ্রীগৌড়ীয়মিশন হইতে তৎসহকারী সম্পাদক
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৩২শে আষাঢ় রবিবার হইতে ক্রমাগত কএক রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" সম্বন্ধে কএকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। উহা ১২শ বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র ১০ম সংখ্যা হইতে ক্রমিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। 'গৌড়ীয়ে'র সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে ও পত্রের দ্বারা অনুরোধ করেন। পরমারাধ্যতম মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গ যাহাতে বহুল প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ডবল ফুলস্কেপ্ ষোল পৃষ্ঠার আকারে ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। কিন্তু, ঐ সকল ফর্ম্মার অধিকাংশ নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, বিশেষতঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুরে একদিন ঐ আরব্ধ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিলে এই গ্রন্থটি পুনরায় মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করি। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য ইহাতে পার্শ্ব-টীকা সংযুক্ত করিয়া ডবল ক্রাউন্ ষোল পৃষ্ঠার আকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপে পুনর্মুদ্রিত হইল। বক্তৃতার প্রসঙ্গ হইতে এই গ্রন্থ লিখিত বলিয়া হয় ত' স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি-দোষ দৃষ্ট হইতে পারে।

'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়' সম্বন্ধে যে ধারণা প্রবল গণমতের স্থির-সিদ্ধান্তরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে নিরপেক্ষতা, সুযুক্তি ও

শাস্ত্র-বিচারের চক্ষে দর্শন ও সেইভাবে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রচলিত গণমত, গতানুগতিকতা, বহু-মানিত মহাপুরুষ, মহাজন অবতার বা জগতের প্রতিষ্ঠাশালী মনীষিগণের ব্যক্তিত্বের মোহ যাহাতে নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধানের পথকে কোনওরূপে আবৃত না করে, সেই দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থে বাস্তব সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, এই গ্রন্থ পড়িয়া কেহ মনে না করেন যে, ইহা তথাকথিত সম্প্রদায়বিশেষের মতবাদ, বা অসাম্প্রদায়িকতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ, কিংবা 'অন্ধ-পরম্পরা'-ন্যায়ে গণমতবাদের অনুকরণ চেষ্টা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যাহাতে এই সকল প্রপঞ্চগত ব্যাধির হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া শ্রৌত-যুক্তি ও সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতার দ্বারা প্রকৃত মঙ্গলের পথের সন্ধান পাওয়া যায়, তজ্জন্যই এই কএকটী পৃষ্ঠা সুধী পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে। এই গ্রন্থের অনেক স্থানের সুযুক্তি প্রচলিত গণমতের নিকট বিপ্লবী বলিয়া মনে হইলেও, প্রচলিত প্রবল ব্যক্তিত্বের মোহকে ভঞ্জন করিতে উদ্যত হইলেও এবং মানব-সমাজের বহু সাধারণ ও ব্যাপক-ভ্রম-প্রদর্শনের দুঃসাহসিকতা বা সৎসাহসিকতার পতাকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলেও সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের নিকট তাঁহাদের সহিষ্ণুতা ও নিরপেক্ষতাই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা, তাঁহারা যেন গণমতকে বহুমানন করিয়া নিরপেক্ষ শ্রৌতসিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ না করেন, বহির্ম্মুখ বহুতে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অদ্বিতীয় সত্যের উপাসক হন, মানব-কল্পিত মহাপুরুষ বা অবতারের দোহাই দিয়া নিরপেক্ষ শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণে বধির না হন। বাস্তবসত্য-স্থাপনকালে পরমত বা বহুর মত খণ্ডন-প্রতিম দৃশ্য দেখিতে পাওয়া গেলেও সত্য চিরকালই সত্য, উহা একাধিক হইতে পারে না। আমরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর উপাসক, আমরা একায়নস্কন্ধী, আমরা বহ্বীশ্বর-পূজক বা বহ্বয়নশাখী নহি। সূর্য্য এক

পূর্ব্বদিকেই উদিত হন; পূর্ব্বদিক্‌ও একটী, উহা দুই বা বহু নহে। অতএব, অব্যভিচারিণী সেবোন্মুখতা লইয়া বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান হওয়াই আবশ্যক; তাহাই এই গ্রন্থের কএকটি পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্রামঘাট, মথুরা
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অবির্ভাব-তিথি;
২৪শে আশ্বিন, ১৩৪৭।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসুন্দরানন্দদাস

সূচীপত্র

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

(পদ্মপুরাণ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

প্রথম প্রসঙ্গ

সমন্বয়-রহস্য

'সম্প্রদায়' ও 'সমন্বয়' শব্দের বিকৃত তাৎপর্য্য

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়ের সমস্যা এবং তাহার সমাধান মানব-মেধাকে যেন একটি সর্ব্বগ্রাসী ভ্রমে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। 'সম্প্রদায়' ও 'সমন্বয়' শব্দের অপব্যবহার, বিশেষতঃ এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য-গ্রহণে বিবর্ত্ত যেন মহামারীর বীজাণুর ন্যায় অধিকাংশ ব্যক্তির হৃদয়কে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। উপনিষৎ-পাঠে জানা যায়,—

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব

পরাৎপর সত্য বা পরম সত্য অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে ঊর্দ্ধ কিছুই নাই। "সকলই সমান" —এই কথাটি অসমোর্দ্ধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মতবাদ। "সকলই সমান"—এই কথাটিতে নির্ব্বিশেষ-মতের অভিব্যক্তি

থাকিলেও ইহা বিচিত্রতা বা বিলাসের বিরোধী। বিচিত্রতায় 'অবম' ও 'পরম' অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিচার সর্ব্বক্ষণ থাকিবেই।

নিত্যধামের প্রতিবিম্ব-প্রদর্শনীস্বরূপ এই জড়জগতেও দেখা যায়,—সকল বস্তু সমান নহে। হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি সমান হয় না। বিদেশীয় ছোঁয়াচ লাগিয়া রাজনীতি ও সমাজনীতির সাম্যবাদ ধর্ম্মনীতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিতেছে। ধনিককে শ্রমিকে বিলয় করিবার চেষ্টা অর্থনীতির সাম্যবাদ হইতে পারে; কিন্তু পরমেশ্বরকে জীবে বিলয় বা জীবকে পরমেশ্বরে লয় করিবার সৌসাদৃশ্যময় সাম্যবাদ অপ্রাকৃত পরমার্থ-নীতিকে আক্রমণ করিতে পারে না। যে কুক্ষণে অর্থনীতি ও পরমার্থ-নীতিকে সমান-দর্শনে দর্শন করিবার বহির্ম্মুখতা পিশাচীর মত মানব-মেধাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সেই কুক্ষণ হইতেই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাময় সাম্যবাদ 'সমন্বয়' শব্দের অপব্যবহার করিয়াছে।

অর্থনীতি ও পরমার্থনীতি এক নহে

'সমন্বয়' শব্দের অর্থ

অনু—ই+অল্ ভাবে='অন্বয়'। এই 'অন্বয়' শব্দের অর্থ কোষকারগণ এইরূপ করিয়াছেন,—পরস্পরসম্বন্ধঃ; পদানাং পরস্পরাকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা চ। 'সম্' উপসর্গের সহিত 'অন্বয়' শব্দযোগে 'সমন্বয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পরস্পরের সম্যক্ সম্বন্ধ, পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা বা যাহার যেরূপ আসন, তাহাকে সেইরূপ আসন সম্যগ্‌ভাবে প্রদানই 'সমন্বয়'। 'সমন্বয়' শব্দের পর্য্যায়ে 'সঙ্গতি', 'পরস্পর মিলন', 'অবিরোধ' প্রভৃতি শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কর্ত্তাকে কর্ত্তার স্থানে, কর্ম্মকে কর্ম্মের স্থানে, ক্রিয়াকে

ক্রিয়ার স্থানে স্থাপন করাই অন্বয়। কর্ত্তাকে 'কর্ম্ম' বলা বা কর্ম্মকে 'কর্ত্তা'র আসনে আসীন করা 'অন্বয়' নহে, সমন্বয় ত' দূরের কথা।

পরমেশ্বর কর্ত্তা, জগৎ তাঁহার কর্ম্ম, সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া। জগৎকে 'পরমেশ্বর' বা পরমেশ্বরকে 'জগৎ' বলিলে অন্বয় হইল না। জগৎ পরমেশ্বরের বাহ্য অঙ্গের শক্তি-প্রসূত বলিয়া পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র না হইলেও স্বয়ং পরমেশ্বর নহে। যাঁহারা শাস্ত্রের সেই সুসূক্ষ্ম বিচার-সমূহ ধরিতে পারেন না, তাঁহারাই কর্ত্তা ও কর্ম্মকে একাকার করিয়া ফেলেন এবং 'গোলে হরিবোল' বা 'গোঁজামিল' দেওয়াকেই 'সমন্বয়' বলিয়া মনে করেন। 'সমন্বয়'-শব্দের ব্যবহারে ব্যভিচার ও গলদ এখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

গোঁজামিল' ও 'সমন্বয়' এক নহে

শাস্ত্র অনেকস্থানে বস্তুশক্তি ও বস্তুকে অভিন্ন বলিয়াছেন বলিয়া 'বস্তু-শক্তিই স্বয়ং বস্তু,'—এইরূপ এক অজ্ঞতাপূর্ণ গোঁজামিল যাঁহারা দিতে বসিয়াছেন, তাঁহারাই 'সমন্বয়'-শব্দের অপব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন।

বস্তুশক্তি ও বস্তু

'সমন্বয়'-শব্দটি বেদান্তসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। পরস্পর অবিরোধ, সঙ্গতি ও একতাৎপর্য্যপরতা অর্থে বেদান্তে 'সমন্বয়' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কাণের গহনা পায়ে, বা পায়ের গহনা কাণে পরিলে সমন্বয় হয় না। সমন্বয়ই সৌন্দর্য্য, সমন্বয়ই পরমচমৎকারিতাপূর্ণ রসস্বরূপ। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমে সমস্ত রসের সমন্বয় হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বসমন্বয়

গোঁজামিল দেওয়াটা অবিরোধ নহে, সঙ্গতিও নহে। তদ্দ্বারা পরস্পর মিলন হয় না। বিচিত্রতাকে রক্ষা করাই

শব্দ-তাৎপর্য্যের বিচিত্রতা

সঙ্গতি, অবিরোধ বা সমন্বয়। রাজপ্রতিনিধিই স্বয়ং সম্রাট্ বা একজন দফাদার বা চৌকিদারই সম্রাট্, এ কথা বলিলে কেবল যে সম্রাটের অবমাননা হয়, তাহা নহে, প্রকৃত সত্যেরও অপলাপ হয়—সঙ্গতির বিচ্যুতি ঘটে—অবিরোধে বিরোধ উপস্থিত হয়।

যাঁহারা সম্রাটের সংবাদ রাখেন না, সেইরূপ অজ্ঞ গ্রাম্য-লোক দারোগা বা দফাদারকেই তাঁহাদের শাসক-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া 'সম্রাট্' মনে করিতে পারেন বা সেই নামে অভিহিত করিতে পারেন ; কিন্তু অনভিজ্ঞের সেই অজ্ঞতাকে প্রকৃত তথ্যের সহিত মিল করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, অজ্ঞ গ্রাম্য লোক যাঁহাকে 'সম্রাট্' বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি 'সম্রাট্' হইতে স্বতন্ত্র নহেন, সম্রাটেরই অধীন একজন অতি কনিষ্ঠ ভৃত্য। এজন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন,—

'মামেব'-পদের তাৎপর্য্য

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি **মামেব** কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অন্য দেবতার ভক্তগণ পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করেন। কেন না, আমি ভিন্ন দেবতাগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সম্রাট্ আছেন বলিয়াই 'দারোগা', 'দফাদার' বা 'চৌকিদারে'র মূল্য বা তত্তৎ নামের অস্তিত্ব ও সার্থকতা। দফাদার বা চৌকিদারকে সম্মান প্রদর্শন করিলে রাজাকেই সম্মান করা হয় সত্য, কিন্তু যে-ব্যক্তি বা যাঁহারা 'ইনি সম্রাটের দফাদার'—ইহা না জানিয়া দফাদারকেই স্বয়ং স্বতন্ত্র সম্রাট্-হিসাবে সম্মান করিতে যান বা দফাদারকেই 'স্বতন্ত্র

সম্রাট্’ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ঐরূপ সম্মান-প্রদর্শন প্রদর্শনকারীর দিক্ হইতে “অবধি-পূর্ব্বক” কার্য্য হইয়া থাকে।

ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ) বলিলেন,—“অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ।”

বিষ্ণুই পরম

ঋঙ্‌মন্ত্র বলেন,—“ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।”

বিষ্ণুর পরমপদ

আমি যদি সেখানে গায়ের জোরে বলি,—“বিষ্ণুকে ‘পরম’ বলিব কেন, আর পারসীকগণের বা অন্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষের উপাস্য ‘অগ্নি’ প্রভৃতি দেবতাকে ‘অবম’ অর্থাৎ কনিষ্ঠ কিম্বা পরম ও অবমের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই বা গণন করিব কেন? তাহাতে সকলকে সমান বলা হইবে না।” সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া বেদের বাক্যকে অবহেলা করাই যদি আমার উদারতার মন্ত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেখানে সত্যানুসন্ধিৎসার সরলতা অপেক্ষা লোকপ্রিয়তানুসন্ধিৎসার সঙ্কীর্ণতাই বড় হইয়া উঠিল। বেদ বা শ্রুতি ‘পরম,’ ‘অবম,’ তন্মধ্যবর্ত্তী এবং অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব-সমূহের কথা জানাইয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে সমন্বয় বা অবিরোধই সাধন করিয়াছেন। অর্থাৎ সম্রাটের আসনে সম্রাট্‌কে, রাজ-প্রতিনিধির আসনে রাজ-প্রতিনিধিকে এবং তন্নিম্নবর্ত্তী তত্তৎ অধিকারিগণকে তাঁহাদের যথাযোগ্য আসনে স্থাপন করিয়াছেন। কাহারও মাতা-পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, মাতুল এবং বাহিরের অপরিচিত পুরুষ বা বাজারের বারবনিতা যদি কোন মেলায় একত্র সমবেত হন, তাহা হইলে

সত্যানুসন্ধিৎসা ও লোকপ্রিয়তা

যথাযোগ্য আসন

উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদারতা এক নহে

পিতার আসনে খুল্লতাত বা অপর কোন পুরুষকে, মাতার আসনে বারবনিতাকে, এইরূপ একের আসনে অন্যকে স্থাপন করিয়া "সকলই সমান"—এই তথা-কথিত সমন্বয়ের মত প্রচার করিলেই কি তাহা প্রকৃত 'সমন্বয়,' 'অবিরোধ' বা 'উদারতা' হইবে?—না, তাহাতে আরও অধিকতররূপে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিরোধ ও জগজ্জঞ্জালই উপস্থিত হইবে?

এই অবিরোধ বা প্রকৃত সমন্বয়-সংরক্ষণের জন্যই আবহমান কাল হইতে সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে সম্প্রদায়-প্রণালী প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। উপনিষৎ-পাঠে জানা যায়,—

সনাতন সম্প্রদায়প্রণালী

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥

(মুণ্ডক ১।১।১)

অর্থাৎ বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।
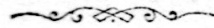
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

সম্প্রদায়

ব্রহ্মা সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্ত্তক। 'সম্প্রদায়' শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে জানা যায়,—সম্-প্র-দা + কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্। কোষকারগণ বলেন,—গুরু-পরম্পরায় আগত সদুপদেশ কিংবা শিষ্ট-পরম্পরায় অবতীর্ণ উপদেশ বা আম্নায়ই সম্প্রদায়। যে সত্যকে সম্যগ্‌রূপে প্রদান করে, তাহাই সম্প্রদায়।

'সম্প্রদায়' শব্দের ব্যুৎপত্তি

ভারতের আস্তিক-সমাজে কোন-দিনই সম্প্রদায়-প্রণালীকে আক্রমণ করিবার বিচার ছিল না। প্রতীচ্য-মনোভাবে আক্রান্ত হইবার পর—বিদেশীয় নাস্তিক্য-সাম্যবাদে সংক্রামিত হইবার পরই সম্প্রদায়-প্রণালীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা ভারতে দেখা দিয়াছে। যদিও সৎসম্প্রদায়ের বিকৃত অবস্থা এবং কল্পিত ও আধুনিক-কালে সৃষ্ট বহু অসৎসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিবার প্রবৃত্তিকে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তথাপি প্রকৃত রোগটি কোথায়, তাহার নিদান স্থির-মস্তিষ্কে নিরূপণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিরূপের দৃশ্য দেখিয়া স্বরূপকে আক্রমণ করিতে যাওয়া কতটুকু বিজ্ঞতার পরিচায়ক? বাজারে ভেজাল মালের চালান এবং নানা-প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, কিংবা ব্যাঙ্কিং কার-বারের মধ্যে স্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা ননাপ্রকার অসদুপায়

সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালী-আক্রমণের ইতিহাস

সৎসম্প্রদায়-উচ্ছেদের (?) চেষ্টা কি মঙ্গল-জনক?

অবলম্বনের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় বলিয়া বাজার-প্রণালী বা রাজকীয় ব্যাঙ্কিং-প্রণালীকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিলে আদৌ কোন ভাল দ্রব্য সাধারণের পক্ষে সুলভ বা অর্থাদি সংরক্ষণ ও প্রবর্দ্ধনের কোন সুযোগই থাকিবে না। সাধারণের নিকট অনাবিল ও অটুটভাবে সত্যের অমৃতফল পৌঁছাইয়া দিতে হইলে সৎসম্প্রদায়-প্রণালী ব্যতীত সুন্দর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না।

সৎসম্প্রদায়-প্রণালীই সুবৈজ্ঞানিক প্রথা

আজ যদি সোভিয়েট্‌গণের ন্যায় চিত্ত-বৃত্তি সৎসম্প্রদায়-গুলিকে কামানের দ্বারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে উড়াইয়া (?) দিত, তাহা হইলে উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার অনেক ডাকিনী-যোগিনীর নৃত্য হয় ত' আমরা সেই শ্মশান-ভূমিতে দেখিতে পাইতাম ; কিন্তু ব্রহ্মার হৃদয়ে যে পরম-সত্যের বাণী প্রকটিত হইয়াছিল, ব্রহ্মা নারদকে যে বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন, নারদ ব্যাসের কর্ণাঞ্জলিতে যে উপদেশামৃত ঢালিয়াছিলেন, ব্যাস শুকদেবকে যে ভাগবতামৃত-ফলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই নিগমকল্পতরুর গলিত ফল বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যেরূপভাবে মহামহাপ্রসাদরূপে আমার বা আমাদের নিকট পর্য্যন্ত সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-পরম্পরা-খাতের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই প্রসাদের অস্তিত্ব সৎ-সম্প্রদায়-ব্যতীত আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইতাম ? আমরা পরমেশ্বরের প্রণীত ধর্ম্মের সন্ধান না পাইয়া মনোধর্ম্মের তাণ্ডবকেই—উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্দ্রিয়তর্পণকেই উদারতার দেবতা বলিয়া বহির্ম্মুখ গণমতের ঢাকঢোল বাজাইয়া সুবিধাবাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা (বর্ত্তমানে সৎ-সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ইহাই

শ্রৌতপথ-সংরক্ষণই সৎ-সম্প্রদায়ের কার্য্য

সৃষ্টি করিতেছে।) করিতে বাধ্য হইতাম। এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিয়াছে?—একমাত্র সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালী। এজন্যই শাস্ত্র গাহিয়াছেন—

সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র ও সাধন

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

স্কুল-পালানো ছেলে স্কুলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়াও মনে মনে আনন্দানুভব করে; কেন না, 'বিদ্যালয়' নামক একটা প্রতিষ্ঠান থাকায় তাহার যথেচ্ছাচারিতা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপর যেন একটা কৃতান্ত চাপিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে সে যথেচ্ছা-চারিতার অবাধ প্রশ্রয় পাইয়া বগল বাজাইতে পারে; সেইরূপ সৎসম্প্রদায় ধরাপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া গেলে নাস্তিকতার সাম্যবাদ 'সমন্বয়ে'র নামে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিতে পারিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই সকল মনোভাব হইতেই তথা-কথিত সমন্বয়বাদ, তথাকথিত সাম্যবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, আচার্য্য-বিরোধি-মতবাদ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

সৎ-সম্প্রদায়-বিরোধিগণ ক্লীব বা নির্ব্বিশেষবাদী

সৎসম্প্রদায়-প্রণালী অস্বীকার করিলে একদিকে যেরূপ মনোধর্ম্মের তাণ্ডব অবাধ-গতিতে জয়-যাত্রায় বহির্গত হইতে পারে, আবার অন্য দিকে সৎসম্প্রদায় না থাকিলে সৎ-সাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম আচার্য্যের অনুগত হইবার বাধ্য-

বাধকতাও থাকে না। তাহাতে কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে শাসক ও নিয়ামকপদে বরণ করিতে হয় না, তিলক-মালা প্রভৃতি 'দীক্ষার জ্বালা'গুলিকে এড়াইবার একটি ছল বাহির করিয়া লওয়া যায়, কিংবা আমাদেরই মনোধর্ম্মের স্তাবককে 'উদার-পন্থী উপদেশক' বলিয়া দাঁড় করাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি চালান যায়। আরও, সাত্বত-সম্প্রদায়-প্রণালী প্রচারিত না থাকিলে পরাৎপর-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ করিয়া গড়িবার বেশ সুযোগ উপস্থিত হয়। পরাৎপর-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ বা ক্লীব করিতে পারিলে আমাদের ইন্দ্রিয়-চালনা অবাধ-গতিতে চলিতে পারে। যত কিছু সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় বিষয়-ভোগ আমাদেরই একচেটিয়া করিয়া লইতে পারি, আর ঠুঁটোরাম ব্রহ্মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইতে পারি!

পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টার মূলে অভিসন্ধি

আজকাল উদারপন্থিনী নারী-প্রগতির স্রোতঃ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন,—"একটি নারী তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে কেন একটি-মাত্র পুরুষ বিশেষের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবেন? ইহাতে তাঁহার অতিমানবতার অঙ্কুর যে অকালে ম্লান-হইয়া যাইবে! তরুণ-লতিকা যে-স্থানে নব নব সহকার-তরু পাইবে, সে-স্থানেই তাহার অবগুণ্ঠিত চেতনকে মুক্ত করিয়া বিলাইয়া দিবে।"

উদারপন্থা

সে-দিন একখানি সংবাদপত্রে জনৈকা আধুনিক শিক্ষিতা যুবতী যে একটী উদারতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যুগোচিত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের উদারতা, সর্ব্ব-সমন্বয় বা অসাম্প্রদায়িকতা সেইরূপ আদর্শের বলিয়াই মনে হয়।

যুবতীটি সর্ব্বসমন্বয়ের যে একটী উদার ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় এইরূপ—

জনৈকা উদারহৃদয়া (?) মহিলার উক্তি

"আমি নির্ম্মম একনিষ্ঠবাদী সতীত্বের বিনাশ-যজ্ঞে ব্রতী। উন্নত-হৃদয়া তেজস্বিনী রমণীই সতী। এই সতীত্ব স্বামী থাকা, না থাকা বা দু'দশ গণ্ডা স্বামী বাহুল্যে কিছু আসে যায় না। একেরই ভোগ্য,—এ সঙ্কীর্ণতা প্রকৃতির নিয়মে নাই। হে বাঙ্গালার তরুণীগণ, তোমাদের * * * জীবন কি একজনের ভোগে ফুরিয়ে দেবে ? এ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা তোমাদের জন্য নয়।"

আজকালকার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্তগণ ঐরূপ মহিলা অপেক্ষাও অধিকতর চতুর, সে-বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কারণ, তাঁহারা বলিবেন,—"আমরা পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম বা প্রভুনিষ্ঠার বিরুদ্ধবাদী নহি। তবে তোমার স্বামীই স্বামী, আর কাহারও নিজ-রুচিগত স্বামী হইতে পারিবে না, এই গোঁড়ামি অস্বীকার করি।"

'যা'র যা'র স্বামী তা'র তা'র'

যাহারা বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রশ্রয় প্রদান করার জন্য সংখ্যাধিক্যের ভোট-লাভ করিয়া জগতে উদার বলিয়া প্রচারিত, তাহারা "যা'র যা'র স্বামী, তা'র তা'র কাছে, যা'র যা'র নিষ্ঠা তা'র তা'র কাছে, যা'র যা'র রুচি, তা'র তা'র কাছে"—এরূপ মতবাদ প্রচার না করিলে তাহাদের মিথ্যা পক্ষটীকে রক্ষা করিতে পারে না। সকল পক্ষই যদি ঠিক্ না হয়, সকল স্বামী-অভিমানী যদি 'স্বামী' না হয়, সকল স্ত্রীই যদি 'সতী' বলিয়া প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে যাহার যাহা অসত্য-পক্ষ,

যাহার যাহা ব্যভিচার, তাহা কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আর সকলকে সমান না বলিলে অসত্য অপরের আক্রমণ হইতে কখনও নিস্তার পাইতে পারে না। জগতে অসত্যের পক্ষপাতী যখন প্রায় শতকরা ৯৯ জন বা ততোঽধিক, তখন 'সকলই সমান' বলিলে সেই শতকরা ৯৯ জন বা ততোঽধিকের নিকট হইতে যে সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যায়, তাহাই বিরাট্ গণমতমূর্ত্তিতে লোকের চক্ষুতে ধাঁধাঁ জন্মাইয়া দেয়—মানব-মনীষাকে বিহ্বল করিয়া দেয় —আপাত-উত্তেজনাময়ী একটা শক্তির আবেগে সকলের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

গণমতবাদের মোহনী শক্তি

পূর্ব্বোক্ত মহিলার মুখে যে উদারতার উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ উত্তেজনা যখন ধর্ম্মের ভাব্না দিয়া, লোক-মোহকর শাস্ত্রের দোহাই দিয়া জগতে প্রচারিত হয়, তখন উহা বাঙ্গালার প্রাকৃতভাব-প্রবণতা-সুলভ এবং সমগ্র পৃথিবীর বহির্ম্মুখতা-সুলভ রুচিতে অভিনন্দিত হইয়া থাকে। আমাদের এই কলিযুগোচিত উদ্দাম ইন্দ্রিয়গতিকে যাঁহারা প্রশ্রয় দিতে পারেন, তাঁহারাই আমাদের নিকট আমাদের বান্ধব, আমাদের নেতা, আমাদের বীর, আমাদের অ্যাপোথিওসিসের নায়ক।

ভাবপ্রবণতা বা কামুকতা

আমরা মুখে সর্ব্বসমন্বয় বলি, কিন্তু কার্য্যে রুই-কাত্লার থাক্, রুই-কাত্লার শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে আবার ছোট-বড়-বিচার, এমন কি, বাস্তব-সত্য শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশী ভাব, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব-সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি দেখিতে ত্রুটী করি না! কাজেই

শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিও সাম্প্রদায়িক!

তখন আমাদের সর্ব্বসমন্বয়ের মৌখিকতার গুপ্তরহস্য উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। 'সকলই সমান'—এই কথাটি নিরপেক্ষ-বিচার-বিশ্লেষণাগারে বিশেষরূপে বিশ্লিষ্ট হইলে আর কপটতা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। অন্যান্য মত সাম্প্রদায়িক; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র ন্যূনাধিক সকলেই সাম্প্রদায়িক; আর আমাদের অসাম্প্রদায়িক মনগড়া ভগবান্, এরূপ নিন্দা-বন্দনায় 'সবই সমান' এই সর্ব্বসমন্বয়ের প্রতিজ্ঞা থাকিল কোথায়? হে সাম্যবাদিন্, সর্ব্বসমন্বয় করিতে গেলে তোমাকে মুখ বন্ধ করিতে হয়। তুমি সর্ব্বসমন্বয় বিধান করিয়াছ, অপরে করিতে পারে নাই—এই কথাটি বলিতে গেলেই আত্মস্তুতি করার দরুণ তোমার সর্ব্বসমন্বয়ের সৈকতী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যায়। তবে তুমি এই কথা বলিতে পার,—যখন আমার মতে চরমে সকলই ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইবে —চরমে সকলই 'ফক্কাকার' হইবে, তখন আমার পায়ের জুতাকেও যদি 'ভগবান্' বলিয়া মই দিয়া উঁচুতে উঠাইয়া সকলের সম্মুখে মহামহা-ভগবান্‌রূপে প্রচার করিতে পারি এবং আমার 'জুতা-ভগবানে'(?)র সঙ্গে 'সত্য-ভগবানে'র সমন্বয় করিবার পাষণ্ডতা দেখাইতে পারি, তাহাতে আমাকে ত' এই যুগের সংক্রামক-মোহে মুগ্ধ জগতের কোন বোকা লোকই ঠকাইতে পারিবে না। আমার মতে যখন সত্য-ভগবান্‌ও ভাঙ্গিয়া যাইবে, জুতাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন এক হাতে জুতা ও আর এক হাতে আমার কল্পিত ভগবানের আদর্শ রাখিয়া 'জুতা—ভগবান্ (?), ভগবান্—জুতা (?)', এরূপ সমন্বয়মন্ত্র-সাধনের দ্বারা সকল লোকের

সর্ব্বসমন্বয়বাদের অযৌক্তিকতা ও কপটতা

চিজ্জড় সমন্বয়-বাদের মন্ত্র

মনোরঞ্জন করিবার এবং গণগড্ডলিকাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় আপত্তি কি ? যেখানে চরমে শূন্য, চরমে নির্ব্বিশেষ, সেখানে জুতাকেও 'ভগবান্' বলা যায়, মাকেও বামা বলা যায়, বামাকেও মা বলা যায় ; সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতাই —উদারতা, শাস্ত্রের শাসনে শৃঙ্খলিত হওয়াই গোঁড়ামি, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বিরোধী—সাম্প্রদায়িকতা ; কেন-না তিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়া নিজের দিকে ঝোল টানিয়াছেন ! আর 'শ্রীকৃষ্ণ কেবল এইরূপ কথা অর্থবাদ-মূলে বা কল্পিত-নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য বলিয়াছেন', যদি এইরূপ কুব্যাখ্যান্তর করিয়া শাস্ত্র না মানার অপ্রতিষ্ঠা হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমারই মনঃকল্পিত মতকে অর্থাৎ চরমে নির্ব্বিশেষকে স্থাপন করার চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতা হইল না !

চরমে নির্ব্বিশেষ !

এইরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মোন্মত্ততার মনোভাব বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর ন্যায় ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও স্পষ্ট-বৌদ্ধবাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বস্ত্রের বয়নের ন্যায় ওতপ্রোতভাবে যুগের ইন্দ্রিয়-লালসাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ; আর সেই বিদেশীয় মনোভাব, প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষাক্ত বাষ্প আপাত উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া গণ-রুচির ইন্ধনসরবরাহজীবী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া কলিবিষকে আরও সমষ্টিগত সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছে।

বিদেশীয় বহির্ম্মুখ-মনোভাব

তৃতীয় প্রসঙ্গ

'সমন্বয়' শব্দের অপব্যবহার

দুঃখের বিষয় আজ-কাল 'সমন্বয়' শব্দটির অপব্যবহার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের শতকরা প্রায় শত জনের মধ্যেই ব্যাপক ব্যাধি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা তাঁহারা আদৌ শুনিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রবণের প্রথম দ্বারেই তাঁহারা পাষাণ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। "প্রকৃত বিষয়টি কি শোনা যাউক, তা'র পরে না হয় দেখা যাইবে প্রকৃত সত্যের স্বরূপ কি ?"—এরূপ যুক্তিযুক্ত বিচারটিকেও না জানি, কোন্ মায়াবী জগতের অভিজ্ঞ বিচারকগণের বিচারশক্তি হইতে হরণ করিয়া লইয়াছে ! কাজেই প্রথম প্রবেশের মুখেই বৌদ্ধ সাধকগণের গুহার দ্বারে পাষাণ চাপা এবং কাণে তূলা, নাকে তূলা প্রদানের ন্যায় দৃশ্য দেখিয়া বাস্তবসত্যের প্রচারকগণকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

শ্রৌতবাণী-শ্রবণে বধিরতা

শাস্ত্রের দুই একটি শ্লোকের বিকৃত তাৎপর্য্য এবং পরবর্ত্তি-কালের রচিত কয়েকটি শ্লোক ও কতকগুলি লৌকিক উদাহরণ আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদের বিপুল ব্যবসায়ের বিস্তারের মূলধন হইয়াছে। উহাদের লৌকিক উদাহরণ বা গণমনোরঞ্জনকারী নায়কগণের কতিপয় উক্তি বহির্ম্মুখ মানব-রুচির অনুকূল মতের বীজাণু ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সৎশাস্ত্রীয় যুক্তিযুক্ততার প্রমাণ দেখা যায় না। এজন্য,

লৌকিক উদাহরণ ও যুক্তি সমন্বয়-বাদের মূলধন

উহাদের সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আমরা কেবল ইহা দেখাইতে পারিব, গণমতের সমর্থিত এ সকল ধর্ম্ম-প্রচারক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া লোকপ্রিয়তার খিদমদগারী করিয়াছেন। যাহাদের নিকট তাঁহারা মহাধার্ম্মিক, মহাসমন্বয়ের আচার্য্য প্রভৃতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই এই দেবীধামের কারাগারের ন্যূনাধিক কয়েদী। রাজদ্রোহী কয়েদীর গণমতদ্বারা রাজভক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—স্বরাট্ পুরুষের নিরঙ্কুশ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার সৌন্দর্য্য সমর্থিত হইতে পারে না।

গণমতই বহির্ম্মুখমত

যে কএকটি শাস্ত্রীয় শ্লোক অবলম্বন করিয়া আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদ 'জগাখিচুড়ী'র মহোৎসবের ঢোল দিয়াছেন, তন্মধ্যে কএকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ঐ সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য কিরূপ বিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল।

সমন্বয়বাদের শাস্ত্রপ্রমাণ

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

(গীঃ ৪।১১)

অর্থাৎ যাঁহারা যে ভাবে আমার প্রতি শরণাগত হন, তাঁহাদিগের প্রতি আমি সেইরূপই ফল বর্ষণ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

(পুষ্পদন্ত-মহিম্ন-স্তোত্র)

অর্থাৎ বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব—নানাবিধ পথ আছে। কেহ একটি পথকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে সুগম মনে করে। মানবের রুচি বিচিত্র ; কেহ বা সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিলপথে চলে, কিন্তু সকলেরই গম্য তুমিই, —যেমন সকল নদীর গম্য সমুদ্র।

পুষ্পদন্ত মহিম্ন-স্তোত্রের প্রমাণ

আর একটি শ্লোক সমন্বয়বাদিগণের পরম প্রমাণ এবং ঐ মতবাদ-প্রচারের সমর্থকরূপে শ্রুত হয়।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

যাঁহাকে শৈবগণ 'শিব' বলিয়া উপাসনা করেন, বৈদান্তিক-গণ 'ব্রহ্ম' বলেন, বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধ' বলেন, প্রমাণ-নিপুণ নৈয়ায়িকগণ 'কর্ত্তা' বলেন, জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ 'অর্হৎ' বলেন, মীমাংসকগণ 'কর্ম্ম' বলেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমা-দিগকে বাঞ্ছিতফল প্রদান করুন।

একমাত্র হরিই বাঞ্ছিতফল-দাতা

উপরি-উক্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটি পরমপ্রামাণিক গীতা-গ্রন্থের শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোকটি পরবর্ত্তিকালে কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচিত হইয়া সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ে আদৃত হইতেছে। যাহা হউক, উপরি-উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে এমন কোন কথাই নাই, বিশেষতঃ প্রথম দুইটি শ্লোকে এমন কোন ইঙ্গিতও

উক্ত প্রমাণদ্বয়-বিচার

নাই, যাহা বিকৃত তাৎপর্য্যরূপে পরিণত না করা পর্য্যন্ত আধুনিক একাকারের ধর্ম্ম সমর্থিত হইতে পারে।

'যে যথা' 'তান্ তথা'

গীতার শ্লোকটি অতি সুকৌশলে তথাকথিত সমন্বয়বাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছে। "যে যথা", "তান্ তথা" এই উক্তি-টিকে আধুনিক অনুস্বার-বিসর্গ-জানা সম্প্রদায় পর্য্যন্ত দৈবী মায়াবিমোহিত হইয়া কিরূপ কদর্থ করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! 'যে' (যাহারা) 'যথা' (যেরূপ ভাবে) 'মাং' (আমার প্রতি) 'প্রপদ্যন্তে' (প্রপন্ন বা শরণা-গত হন), 'তান্' (তাহাদিগকে) 'অহং' (আমি) 'তথৈব' (সেইরূপ ভাবেই—অর্থাৎ তাহাদের প্রপত্তি-অনুযায়ীই) 'ভজামি' (ভজনা করি অথবা ফল দান করি)। হে পার্থ, 'মনুষ্যাঃ' (মনুষ্যগণ) 'সর্ব্বশঃ' (সর্ব্বপ্রকারে) 'মম বর্ত্ম' (আমার পথ) 'অনুবর্ত্তন্তে' (অনুসরণ করে)।

প্রপত্তির তারতম্যে ফল-তারতম্য

উপরি-উক্ত শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, যিনি **যেরূপ-ভাবে শরণাগত** হন, তিনি **সেইরূপই ফল** লাভ করেন। সুবিচারক বা নিয়ামক সাধু ও চোর উভয়কেই সমান ফল দান করেন, ইহাই কি তাৎপর্য্য? যিনি ষোল আনা শরণাগত হন, যিনি এক আনা শরণাগত হন, আর যিনি কপট-শরণাগতি প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রপত্তির পরিমাণানুযায়ী কাহাকে ষোল আনা অনুগ্রহ, কাহাকে এক আনা অনুগ্রহ এবং কাহাকেও বা কপট অনু-গ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা ভগবান্ বলেন নাই,—ষোল আনা শরণাগতি, এক আনা শরণাগতি ও কপট শরণাগতি —সকলেরই মূল্য এক এবং সকলেরই প্রাপ্যফল এক।

অতএব সকলই সমান নহে

সকলেই কৃষ্ণেরই পথ অনুসরণ করে বটে, কিন্তু কেহ সমগ্রভাবে তাঁহার পথে চলে, কেহ আংশিক ভাবে চলে, কেহ বা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথকেই 'পথ' মনে করিয়া চলে। "ঐ সকল পথিককে ভগবান্ একই পুরস্কার দিবেন, সকল পথিকই ঠিক্, তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, কম-বেশী নাই।",—এরূপ বিচারই কি সেই শ্লোকের উদ্দেশ্য ? "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই শ্লোকের প্রায় সমজাতীয়ই শ্রীগীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" শ্লোক। এইরূপ অর্থ না হইলে গীতার অন্যান্য শ্লোকের সহিত ঐ শ্লোকের ভাবার্থের সঙ্গতি হয় কিরূপে ?

গীতার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-বিচার

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥
(গীঃ ৭।৩)

অতি অল্পসংখ্যকই তত্ত্বদর্শী হন

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥
(গীঃ ৭।২৩-২৫)

যিনি যাহাই ভজন করুন, সকলেরই ফল একই হইলে বা সকলেই ভগবান্‌কে ভজন করিলে একজনের আরাধনার ফল অন্তবৎ অর্থাৎ নশ্বর—আর একজনের আরাধনার ফল অবিনশ্বর হয় কেন ? সকল মনুষ্যই যদি তাঁহার পথ

সকল সাধনের ফল এক নহে

"তত্ত্বতঃ" উপলব্ধি

অবিকৃতভাবেই অনুসরণ করেন, তাহা হইলে "সিদ্ধগণের সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার ভগবৎস্বরূপকে '**তত্ত্বতঃ**' জানেন।"—এই কথার সার্থকতা কি ? তিনি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত হইয়া জড়মায়াবদ্ধ সাধারণের চক্ষুঃ হইতে গুপ্ত থাকেন কেন ? এমন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও (?) আছেন, যাঁহারা তাঁহার 'মানুষী তনু'কে অবজ্ঞা করেন ; তাঁহাদিগের ঐরূপ ভজনা (?) কি ভগবানেরই ভজনা ? তাঁহাদের রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতির সহিত তথাকথিত সমন্বয় করিতে গেলে ভগবানের নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে লুপ্ত করিতে হয় !

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

(গীঃ ৯।১১-১২)

গীতায় 'গুহ্য', 'গুহ্যতর', 'গুহ্যতম'-শব্দের প্রয়োগ

সকলের ভজনফলই বা সকল ভজন ও ভজনপ্রতিম-চেষ্টার ফল যদি সমান হয়, সকল ধর্ম্মই যদি সমান হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ গীতায় (গুহ্য) ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিয়া পরমাত্মজ্ঞানের কথা বলিবার সময় বলিলেন কেন ?—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং **গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং** ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

(গীঃ ১৮।৬৩)

আবার ইহার পরও **"সর্ব্বগুহ্যতম"** শব্দ প্রয়োগ করিলেন কেন ?

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীঃ ১৮।৬৪-৬৬)

'তরপ্' ও 'তমপ্' তারতম্য বা উচ্চাবচ-বোধক

গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম ও সর্ব্বগুহ্যতম এই শব্দগুলি কি সবই একার্থবোধক ? তরপ্ ও তমপ্ প্রত্যয় কি তারতম্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় নাই ? শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের ব্যবহৃত এই-সকল শব্দ কি নিরর্থক ? কাহার কথা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব ? শ্রীভগবানের বাণী, না মনোধর্ম্মীর উক্তি ? আর, সকল ধর্ম্মই সমান হইলে, সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একমাত্র শরণাগতিমূলক সর্ব্বগুহ্যতম ভক্তিধর্ম্ম ("মন্মনা ভব মদ্ভক্তো") বরণ করিবার চরমোপদেশ দিলেন কেন ? **'পরবিধির্বলবান্'**—এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ধর্ম্ম অপেক্ষা অখণ্ড-ভক্তিযোগ বা শরণাগতিরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয় নাই কি ? গীতায় যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির উপদেশ রহিয়াছে, তাহাও ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশক হইলেই তাহার সার্থকতা—ইহাই গীতার সমগ্র তাৎপর্য্যের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

'পরবিধির্বলবান্' এজন্য শরণাগতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকের **"অসংশয়ং সমগ্রং** মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু" বাক্যে 'অসংশয়ং' ও 'সমগ্রং'

কথার তাৎপর্য্য কি? সকল উপায়েই তাঁহাকে জানিতে পারা গেলে, আর সকল উপায়ই সমান হইলে ভগবান্ 'অসংশয়' ও 'সমগ্র' কথাটি বলিবেন কেন? ইহা দ্বারা কি জানা যাইতেছে না যে, **অসমগ্র ও অনিশ্চিতরূপে** তাঁহাকে জানিবার প্রণালীও মানবের চেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে; কিন্তু সমগ্রভাবে জানিবার প্রণালী—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে" শ্লোকেই ব্যক্ত। সেই প্রপত্তি আবার অনেক-প্রকার। যিনি যে পরিমাণে প্রপন্ন হন, তিনি সেই পরিমাণেই ভগবানের কৃপা বরণ করিবার যোগ্য হন; যাঁহারা হৃত-জ্ঞান হইয়া অন্য দেবতাতে প্রপন্ন হন, তাঁহাদের ফল 'অন্তবৎ' (গীঃ ৭।২০-২৩)। তাহা হইলে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকের তাৎপর্য্য কি দাঁড়াইল? 'সব মতই একাকার'—ইহাই স্থাপিত হইল কি?

'অসংশয়' ও 'সমগ্র' শব্দ-সমূহ কি নিরর্থক?

পূর্ব্বে পুষ্পদন্তমহিম্ন-স্তোত্রের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই বা কি প্রকারে "সকল ধর্ম্মই সমান, সকল মতই সমান"—তথাকথিত সমন্বয়বাদীর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে?

'ভগবান্ সর্ব্বগম্য' বাক্যের বিচার

"বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাবিধ পথ আছে; কোন মানব সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিলপথে চলে; কিন্তু সকলেরই গম্য ভগবান্। চার্ব্বাক্-ব্রাহ্মণ বেদ, সাঙ্খ্য, পাশুপত, বৈষ্ণব কোন পথই মানেন না, বৌদ্ধগণ আদৌ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না; অথচ বেদকে আমরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু বলি। 'চার্ব্বাক্', 'বৌদ্ধ' প্রভৃতির গম্য কি ভগবান্ নহেন?"

'সকলের গম্যই বেদপ্রতিপাদ্য ভগবান্'—ইহা সত্য বটে ; কিন্তু গম্য হইলেই কি চার্ব্বাক্ বা বৌদ্ধ চার্ব্বাকৃত্ব ও বৌদ্ধত্ব সংরক্ষণ করিয়াই পরাৎপর-তত্ত্বকেই লাভ করেন ?

চার্ব্বাক্‌ও স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস

শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, স্বরূপে সকলেই নিত্য-কৃষ্ণদাস—"জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্যদাস।" স্বরূপ-বিচারে চার্ব্বাক্-অভিমানীর স্বরূপও কৃষ্ণদাস এবং অর্হৎ, জৈন, বৌদ্ধ, কালাপাহাড় বা যেখানে যত ভণ্ড, পাষণ্ড, এমন কি ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিও স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস ; কিন্তু তাহারা যখন স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপে চার্ব্বাক্‌ত্ব বা 'কালাপাহাড়'ত্ব বা ভণ্ডত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তখন কি তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্তের সহিত সমান আসন না দিলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামি হইয়া যাইবে ?

চার্ব্বাক্ বা কালাপাহাড়ের নাস্তিকতা কৃষ্ণদাস্য নহে

সমন্বয়বাদী বলেন,—"যাঁহার যেরূপ রুচি, তিনি সেই পথটিই গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত না হয় সদর দরজা দিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়াছেন ; কালাপাহাড় বা সুলতান মামুদ না হয় পায়খানার দরজা দিয়া (ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ ধ্বংস (?) করিবার জন্য) ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াছেন। উভয়েই যখন ঠাকুর-ঘরেই ঢুকিয়াছেন, তখন উভয়ের উদ্দেশ্যই এক—উভয়ে এক পরাৎপর তত্ত্বকেই লাভ করিবেন !"

পায়খানার দরজা দিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ

"মা ছেলেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মাছ রাঁধিয়া খাইতে দেন। কাহাকেও মাছের পোলাও দেন, কাহারও পেটে পোলাও সহ্য হয় না দেখিয়া মাছের ঝোল দেন, কেহ বা মাছ ভাজা খাইতে ভালবাসে, তাহাকে মাছ ভাজা দেন।" "এক কালীঘাটে যেমন কেহ নৌকায়, কেহ ষ্টীমারে, কেহ

ঘোড়ার গাড়ীতে, কেহ হাঁটাপথে যাইতে পারে, আবার আধুনিক যান্ত্রিকযুগে বাস্, এরোপ্লেন্ প্রভৃতি নানাপ্রকার যান-বাহন সৃষ্ট হওয়ায় সেগুলি দিয়াও যাওয়া যায় ; প্রগতির যুগে আরও কত কি যান-বাহনের সৃষ্টি হইবে, তাহা বর্ত্তমানে কেহ কল্পনাও করিতে পারে না, সেগুলি দিয়াও কালীঘাটে যাওয়া যাইবে ; সেইরূপ যত প্রকার ধর্ম্ম মানব সৃষ্টি করিয়াছে ও ভবিষ্যৎকালে সৃষ্টি করিবে, সকলই এক গন্তব্য পথে লইয়া যাইবে।"

"যে-যেমনে পারে, ট্রেণে ইষ্টিমারে"

মোটা বুদ্ধিতে এই কথাগুলি শুনিলে বক্তাকে কোন্ শ্রোতা 'বাহাবা'র ডালি উপহার দিতে প্রস্তুত না হইবেন? এত সোজা, সরল কথায় ধর্ম্মের জটিল সমস্যা ও বিবাদের মীমাংসা! কোনও লোকেরই অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই! কারণ ইহাতে সকলের সকল মনোধর্ম্ম—সকলের সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণই ষোল আনা বজায় থাকিল!

লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এক নহে

ধর্ম্ম ও ভগবান্ যেন আমার বা আমাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত—বাগানের মালী! আমার যেটি রুচি, তাহাকেই আমি ধর্ম্ম বলিব এবং সেই ধর্ম্মের মন্ত্রৌষধি-বলে বশীভূত হইয়া ভগবান্ আমার ইন্দ্রিয়-রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী ('অর্ডার-সাপ্লায়ার') হইয়া পড়িবেন! আমার রুচি হইল, —"আমি পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয় দেখিব ; আলালের ঘরের দুলালের মত ঘোর অমাবস্যা-রাত্রিতে আমার রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারিণী মাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিব, —'মা, আমি এখনই রোদে ব'সে পিঠে খাবো' ; আর অমনি মরীচিমালী পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন—আমার আজ্ঞা

অধোক্ষজ স্বরাট্-পুরুষ খানাবাড়ীর রাইয়ত নহেন

পতিপালনের জন্য আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া আমার সেবা করিবেন!"

নির্ব্বিশেষবাদীর রুচি,—ভগবান্‌কে বিনাশ করা; বৌদ্ধের রুচি,—বেদকে পোড়াইয়া দেওয়া; কালাপাহাড়ের রুচি,—ভগবদ্বিগ্রহ ও মন্দিরকে ধ্বংস করা; নব্য-ব্রহ্মবাদীর রুচি,—ভগবদ্বিগ্রহকে কল্পিত নিরাকার-আকারে আকারিত করা; মীমাংসকের রুচি,—ভগবান্‌কে কর্ম্মের অঙ্গ বলা; কর্ম্মজড়ের রুচি,—ভগবন্নামকে শব্দমাত্র মনে করা; মায়াবাদীর রুচি,—অধোক্ষজ ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে অক্ষজ জগতের বস্তুর ন্যায় অনিত্য ও নশ্বর বলা। এই বিভিন্ন রুচি-অনুসারে যিনি যে মতটিই গ্রহণ করুন না কেন, তদ্দ্বারা সকলেই পরাৎপর তত্ত্বকেই লাভ করিবেন! কেবল একটা কোন বিশেষ মত বা পথ অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল! কেবল নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠিবে বা পূর্ব্বদিকে গেলেই সূর্য্য-দর্শন হইবে—এরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কেন? এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল! পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকের লোক কি সৃষ্টিছাড়া—জগৎছাড়া? তাঁহাদের যখন রুচি হইয়াছে,—'আমরা পশ্চিম দিকেই সূর্য্য দেখিব বা উত্তর ও দক্ষিণ দিকেই সূর্য্য দেখিব, তখন তিন দিকের লোকের রুচির আদেশ অবহেলা করিয়া আমাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত—অর্ডার-সাপ্লায়ার্ সূর্য্যমহাশয় কি কেবল পূর্ব্বদিকেই উদিত হইতে পারেন? নিশ্চয়ই নহে। তিনদিকের লোক-সংখ্যার দল যখন ভারী, তখন গণমত বা গণরুচির চাপে

বহির্ম্মুখতার রুচি

পূর্ব্বদিকেই সূর্য্যোদয়

ইহা তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা

বাধ্য করিয়া—ভোটযুদ্ধে পরাজিত করিয়া সূর্য্যের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাকে বিনষ্ট করিব এবং আমাদের রুচির গোলামি করাইবার জন্য ভগবান্ মরীচিমালীকে আমরা যেদিকে ইচ্ছা করিব, সেই দিকেই উদয় করাইব! তিনি যে আমাদের রুচির যন্ত্র, আমাদের বহির্ম্মুখরুচিই যে যন্ত্রী বা পরমেশ্বরের নিয়ামক!'

পরমেশ্বরের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা স্বীকার করাই আস্তিকতা

যাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে—'ধর্ম্ম-জিনিষটি মানুষের রুচি হইতে উদ্ভূত, ধর্ম্ম-জিনিষটি মানবের কল্পিত'; তাঁহারা এইরূপই সিদ্ধান্ত করিবেন। এরূপ নাস্তিক্য-মত অর্থাৎ যে-মতে পরমেশ্বরের **সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা অকপটে** স্বীকৃত হয় না, কেবল সকল দলের লোকের মনস্তুষ্টি করিয়া কল্পিত মতের প্রতিষ্ঠাই সংগৃহীত হয়, প্রেয়ের অভিলাষকে রুচির আসনে অভিষিক্ত করিয়া রুচি-বিরোধী শ্রেয়ঃ পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ মত কেবল ভারতে সৃষ্ট হয় নাই, ভারতের বাহিরে নাস্তিক-সমাজেও যথেষ্ট প্রচারিত রহিয়াছে।

ফায়ার্‌ব্যাকের মতবাদ

হেগেলের প্রিয় শিষ্য লাড্‌উইগ্ ফায়ার্‌ব্যাকের মতে পুরাতন দার্শনিকগণের ঈশ্বরের স্থানে হেগেল কেবল এক 'Absolute Idea' বসাইয়াছেন। তিনি বলেন,—'ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমরা যে কিছু ধারণা পাই, সবই আসিয়াছে একটা না একটা ধর্ম্ম হইতে। প্রত্যেক ধর্ম্মই আবার মানুষের সৃষ্ট—ঈশ্বরের নয়। কেন-না, যাঁহার যেরূপ রুচি, যাঁহার যে ঈশ্বরটি ভাল লাগে, তিনি সেরূপ ইষ্ট বা ঈশ্বর কল্পনা করেন। কাজেই আমরা দেখি, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন

মানুষের রুচিই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্রী (?)

নাই, মানুষই তাহার নিজের কল্পনা বা ধারণার ছাঁচে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছে।' তিনি আরও বলেন,—'ধর্ম্মের মূল-নীতিগুলি ঈশ্বরের আইন নয়, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও রুচির অনুযায়ী সৃষ্ট আইন।'

ফায়ারব্যাকের কথাগুলি কারল্‌মার্কস্‌ আর একটু অন্য আকারে বলিলেন। মার্ক্‌ বলেন,—"মানুষ সমাজবদ্ধ ; কেবল ব্যষ্টি-মানুষের রুচি অনুসারে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মের প্রতি মানুষের রুচি সামাজিক অর্থাৎ সমাজের বিশেষ বিশেষ রুচি-অনুসারেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া থাকে।"

কারল্‌মার্কসের মতবাদ

মানবের রুচি-অনুসারেই সৃষ্ট বা মানবের প্রেয়ঃপ্রসূত ধর্ম্মকে যাঁহারা ধর্ম্ম বলেন, তাঁহাদের বিচারে 'সকল ধর্ম্মই সমান' এইরূপ মতবাদ দৃষ্ট হয়। একটু অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে সকলেই জানিতে পারিবেন, যাঁহারা "সকল ধর্ম্মই সমান"—এই মত পোষণ করেন এবং স্ব-স্ব রুচি-অনুসারে বাজার হইতে স্বধর্ম্মটি পছন্দ করিয়া কিনিয়া ল'ন, তাঁহারা চরমে ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক্য মতকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন—"চরমে যখন কিছুই থাকিবে না, সবই ফক্কাকার বা শূন্য হইয়া যাইবে, তখন সাময়িকভাবে প্রেয়োরুচির অনুকূল ও খিদ্‌মদ্‌গার-স্বরূপ যাহাকেই হউক, একজনকে ঈশ্বর বা ভগবান্‌ বলিয়া মানিয়া লওয়া যাউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? কালীই মানি, আর শিবই মানি, গণেশই মানি, আর সূর্য্যই মানি, কিম্বা কল্পিত বিষ্ণুই মানি, বেদই মানি, আর না-ই মানি, যখন চরমে কিছুই থাকিবে না, সকলই

নির্ব্বিশেষ-বাদের কপটতা

বিচিত্রতা-রহিত—বিশেষ-রহিত একাকার হইয়া যাইবে, ছাদে উঠিলে যখন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়াই ফেলিতে হইবে, তখন সেই অনিত্য জিনিষগুলির জন্য আর মায়া-মমতার দরকার কি ? তাহাদিগকে যে কোন একটা নাম দিয়া—যে কোনও একটা রূপ দিয়া— যে কোনও একটা ধর্ম্ম-কর্ম্ম নামে ব্যাখ্যা করিয়া চরমে একাকারের লক্ষ্যের দিকে অভিযান করাই প্রয়োজন !"

নির্ব্বিশেষ মত

কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ অনিত্য উপায় বা উপেয় গ্রহণ করেন না, যাঁহারা কল্পিত ঈশ্বর বা ইষ্ট বরণ করেন না, যাঁহারা প্রেয়ের ইষ্ট বা ধর্ম্ম ও মানুষের রুচির অনুগত ঈশ্বর বা তৎপ্রাপ্তির পথ অবলম্বন করেন না, যাঁহারা পরমেশ্বরের রুচি-অনুযায়ীই তাঁহার স্বরূপ, সেই স্বরাট্ পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুযায়ীই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিত্যপথ বা প্রণালীকে—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের প্রণীত ধর্ম্মকে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পরম প্রিয় প্রতিনিধি আচার্য্যের আনুগত্যে বরণ করেন, তাঁহারা কোন দিনই "সকল ধর্ম্মই সমান" এবং "সকলের একই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন"—ইহা বলেন নাই। তাই, দেখিতে পাওয়া যায়, সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের কোনটিই এরূপ নাস্তিক্য-মত পোষণ করেন না ; কেন না, বেদমন্ত্রে সূরিগণ বিষ্ণুর পরমপদকেই ভজন করিয়াছেন।*

সাত্বতাচার্য্যগণের বিচার

---

*"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥"
(ঋক্ ১।২২।২০)

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥" (ভাঃ ১।২)

সকলই শ্রীবাসুদেবে সমন্বিত

কর্ম্মজ্ঞান-কাণ্ডাত্মক বেদচতুষ্টয় বাসুদেবতাৎপর্য্যবিশিষ্ট, বেদোক্ত নিখিলযজ্ঞসমূহ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রসমূহ বিষ্ণুতাৎপর্য্যময় এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান-সমূহও বিষ্ণুভক্তি-তাৎপর্য্যময়। এই প্রকার জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেব-কেই লক্ষ্য করে, অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্য হরিভক্তি-তাৎপর্য্যময়, তপস্যাও হরিপ্রীতিই লক্ষ্য করে, দানব্রতাদি-বিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র হরিভক্তিকে উদ্দেশ করে এবং শ্রীবাসুদেবকেই একমাত্র গতি বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্র কীর্ত্তন করে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ঐকান্তিকী শ্রীবিষ্ণূপাসনার কথাই বলিয়াছেন; বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে কোনদিনই সমান করেন নাই। শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দিব্যসূরি বা আলোয়ার্‌গণ শ্রীব্যাসের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বকপোল-কল্পনা-বলে বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাকে সমান আসন প্রদান করেন নাই। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রত্যেক দেবতারই বিশিষ্ট স্থান প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি এবং ব্যাসের অসংখ্য প্রমাণের দ্বারা পরমেশ্বর বিষ্ণুর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা জানাইয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়েও অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান বলা হয় নাই। শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ও আচরণে কোথায়ও বেদ-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার

সহিত সমান জ্ঞান করা হয় নাই। শ্রীব্যাসদেব শ্রীবিষ্ণুর সহিত দেবতান্তরের সাম্য-বুদ্ধিকে পাষণ্ডতার চরম বলিয়াছেন,—

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী নারকী

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জল-বুদ্ধি, সকলকল্মষ-নাশী বিষ্ণুনামমন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

'পাষণ্ডী'

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

(বৈষ্ণবতন্ত্রবচন)

যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

কিন্তু লোক-পিতামহ জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা, ব্যাস, শিব, নারদ বা সাত্বত আচার্য্যগণ বা বেদোল্লিখিত সূরিগণ অপেক্ষাও আমরা আমাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান্ মনে করি!

"বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা সকলই সমান"—যাঁহারা এই স্বকপোলকল্পিত মত পোষণ করেন, তাঁহারা বলেন যে,—শ্রীচৈতন্যদেব শিবমন্দির, দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়াছিলেন এবং তত্তদ্দেবতাগণকে নমস্কার, বন্দনা ও তৎসমক্ষে নৃত্যাদি

করিয়াছিলেন। কেহ বা বলেন,—গোপীগণ কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন, গোপেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন; শচীমাতা ষষ্ঠীপূজা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের আচরণই প্রমাণ করিয়াছে যে,—'সকল দেবতাই সমান।'

শ্রীচৈতন্যের শিব ও দেবীমন্দিরে গমন

যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত মতবাদের চস্‌মা পরিয়া মোটা-বুদ্ধিতে ঐ সকল আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনাই প্রমাণ করিবে।

শ্রীচৈতন্যদেব বা পরমেশ্বরের সেবক কেহই অন্যান্য দেবতাকে অবজ্ঞা করেন না বা তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরের সমানও বলেন না; কেন না,—

হরিই সদারাধ্য; দেবতান্তরের নিন্দা অকর্ত্তব্য

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫৩ শ্লোকধৃত পাদ্মবচন)

ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর; অতএব তিনি সর্ব্বদা আরাধ্য। কিন্তু, ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণ কখনও অবজ্ঞার পাত্র নহেন।

শ্রীচৈতন্যের আচরণের তাৎপর্য্য

লোক-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেব যে দাক্ষিণাত্যের বা অন্যান্য স্থানের শিবমন্দির, দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াছেন, তাহা শিব বা শক্তিকে **স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বিচারে নহে।** "শিব ও শক্তি—বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী। তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের আজ্ঞাবাহক,"—এই বিচারেই বৈষ্ণবমূর্ত্তি-দর্শনার্থ গিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তির শিব বা

শ্রীচৈতন্যদেব শৈব, শাক্ত সকলকেই বিষ্ণুপাসক করিয়াছেন

শক্তিতে স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিরূপ অবৈধী বৃত্তি ছিল—(গীঃ ৯।২৩), তাঁহাদের সেই বৃত্তিকে বিদূরিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়াছিলেন। যদি শক্তি এবং শিব বিষ্ণুরই আর একটি স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপ বা বিষ্ণুর সহিত সমানই হইবেন এবং তাহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইবে, আর সেরূপ সিদ্ধান্ত লইয়াই শ্রীচৈতন্যদেব শিব ও কাত্যায়নী, কোথায়ও বা কার্ত্তিকাদি দেবতার মন্দিরে গমন করিবেন, তাহা হইলে তিনি শৈব, শাক্ত বা দেবতান্তরের উপাসকগণকে নিশ্চয়ই বলিতেন,—"তোমরা যে উপাসনা করিতেছ, তাহা ঠিক্‌ই আছে—ইহা পরমেশ্বরেরই উপাসনা।" কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সকলকেই গীতোক্ত "বিধিপূর্ব্বক" উপাসনার উপদেশ দিলেন কেন? অর্থাৎ শিব ও শক্তিকে 'স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর' না বলিয়া একমাত্র বিষ্ণুপাদপদ্মকেই পরমেশ্বর এবং বিষ্ণুপাদপদ্মেরও মূল শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিলেন কেন? আর তত্তৎ স্থানের শৈব ও শাক্তগণকেই বা বৈষ্ণব করিলেন কেন? *

---

* শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি' দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥

গোসমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি' তাঁ'রে করিলা বন্দন॥

অমৃতলিঙ্গ শিব দেখি' বন্দন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল॥

—চৈঃ চঃ ম ৯।৭৪—৭৬

ব্যেঙ্কট ভট্টকে মহাপ্রভু জানাইলেন যে, শ্রীনারায়ণ পরমপুরুষ বিষ্ণু। বিষ্ণুতত্ত্বে কোনপ্রকার ভেদ নাই। ভগবান্ দুইটি বা বহু নহেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ততঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু, 'শিব,' 'শক্তি' বা অন্যান্য দেবতা-সম্বন্ধে সে বিচার নহে। তাঁহারা শক্তিমান্ নহেন, তাঁহারা শক্তিতত্ত্ব। অতএব অন্যান্য দেবতা স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম পরাৎপরতত্ত্ব নহেন; আবার, তাঁহারা পরাৎপর-তত্ত্বেরই শক্তি, সেবক বা অধীন বলিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্রও নহেন।

বিষ্ণুতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ আদিকেশবের মন্দির হইতে "ব্রহ্মসংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ আনয়ন করেন। ঐ শাস্ত্র অতীব প্রাচীন প্রমাণের মধ্যে গণিত। যাঁহারা বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুই ঐ গ্রন্থের রচয়িতা, তাঁহাদের কথাও যদি মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি কোনও অসুবিধা হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত বা তাঁহার প্রদত্ত সেই গ্রন্থে শ্রীমন্মহা-প্রভুরই হৃদয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে। ঐ গ্রন্থে আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদকে সুযুক্তি-দ্বারা ছেদন করা হইয়াছে,—তথাকথিত অবৈধ পঞ্চোপাসনাকে সম্যক্ প্রকারে নিরাস করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে পরিস্ফুট

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।

দুর্গার স্বরূপ

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা' ; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শিবের স্বরূপ

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না ; সেইরূপ যিনি কার্য্য-বশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

গণেশের স্বরূপ

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্য-কালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভ-যুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।

সূর্য্যের স্বরূপ

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য—জগতের চক্ষুঃস্বরূপ ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা—৪৪, ৪৫, ৫০, ৫২ শ্লোক)

সনাতনধর্ম্ম-রক্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কোন দিনই শ্রীব্যাসের বাক্য বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধমত প্রচার করিয়া বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাকে সমান বলিতে পারেন না। ঐ সকল মত পরবর্ত্তিকালে দুরভিসন্ধিযুক্ত মানবের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে।

শিব বিষ্ণু-চরণামৃতের সেবক

"যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধি-কৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।"—(ভাঃ ৩।২৮।২২) অর্থাৎ ভগ-বচ্চরণ-প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবপর্য্যন্ত 'শিব' (মঙ্গলময়) হইয়াছেন।

"অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্॥ তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্। অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্॥"— (ভাঃ ১০।৬৩।৪৩-৪৪)

হে দেব! আমি ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশুদ্ধচিত্ত-মুনিগণ—আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্য্যামী, প্রিয়তম,

ঈশ্বর আপনার শরণাগত রহিয়াছি। আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, শান্ত, বৈষম্যবুদ্ধিরহিত, প্রিয়তম, অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর, সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য এবং জগৎ ও জীবসমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আমরা জন্মজন্মান্তরে ভক্তিযোগ-লাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি।

সাত্বত আচার্য্যগণের প্রতি দোষারোপ

কেহ কেহ এরূপও বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব বা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ সকলেই ন্যূনাধিক গোঁড়ামি করিয়া গিয়াছেন; কেহই সমন্বয় করিতে পারেন নাই! এখন গোঁড়ামির যুগ চলিয়া গিয়াছে; বিংশ শতাব্দীতে ঐ সকল সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির অচল মুদ্রা চলিবে না।" এই গোঁড়ামির সংকীর্ণতা বিদূরিত করিয়া মহাসমন্বয়ের (?) বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য আবার কেহ কেহ অবতারও (?) সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং "বেদ, ভাগবতাদি পুরাতন, সুতরাং অচল (!) শাস্ত্র; পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বর্ত্তমানযুগে অচল মহাজন (!)" প্রভৃতি প্রলাপ প্রচার করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই!

মহাজনগণের নিকট অপরাধ

আধুনিক কালের তথাকথিত সমন্বয়বাদ আন্দোলনের নায়ক-মহাশয়গণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত হইতেও অতিরিক্ত বাড়িয়া অধিক উদারতা দেখাইয়াছেন বলিয়া বিংশ-শতাব্দীতে তাঁহাদের বহু আধুনিকতাবাদী মনোধর্ম্মী স্তাবক হইয়া পড়িয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য এম্-এ "সাহিত্য" নামক পত্রে দেখাইয়াছিলেন,—এইরূপ আধুনিক সমন্বয়বাদের (?) সৃষ্টির পূর্ব্বেও শক্তি-উপাসক রামপ্রসাদ ও

ত্রিপুরার দেওয়ান রামদুলাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐরূপ জড়ীয় সমন্বয়বাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।* আমরা পৃথিবীর সর্ব্বদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ইতিহাস হইতেই দেখাইয়া দিতে পারিব যে, ঐরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ছলনায় প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাপূর্ণ নির্ব্বিশেষবাদ সর্ব্বযুগেই প্রচারিত ছিল ও প্রচারিত হইতেছে।

সমন্বয়বাদে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা

চতুর্থ প্রসঙ্গ

ভগবানের রচিত ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম

সাত্বতধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে তফাৎ এই যে, মনোধর্ম্ম ব্যষ্টি বা সমষ্টি-মানবের সৃষ্ট। যেমন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হেগেলের শিষ্য ফায়ার্‌ব্যাকের মতে 'পরমেশ্বর মানবকে সৃষ্টি করেন নাই, মানবই পরমেশ্বর ও ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিয়াছে'; কিন্তু, শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম তাহা নহে।

সাত্বতধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম

---

* "ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।"

—রামপ্রসাদ

*　　*　　*　　*

"মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফিরিঙ্গি যারা—মা
আল্লা ব'লে ডাকে তোমায় সৈয়দ পাঠান মোগল কাজী
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে' মন আমার হ'য়েছে পাজি।"

—দেওয়ান রামদুলাল

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ॥"
(ভাঃ ৬।৩।১৯)

সনাতন ধর্ম্ম সাক্ষাদ্‌ভগবৎ-প্রণীত

সত্যধর্ম্মটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ-প্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চিতরূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধর ও চারণদিগের কথা আর কি বলিব?

লোকপ্রিয় কবি, সাহিত্যিক, মনোধর্ম্মে সিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে, পরমধর্ম্মের কথা জানিবেন, তাহার কী তাম্রশাসন আছে? অধিক কি, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্মের কথা জানেন না।" লোকে জানে না বলিয়াই "অজানতঃ লোকস্য বিদ্বান্ চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"—সমগ্র অজ্ঞলোকের জন্যই বিদ্বান্ ব্যাস সাত্বত-সংহিতা রচনা করিয়াছেন। সেই সাত্বত-সংহিতায় স্বয়ং ভগবৎপ্রোক্ত সকল-কপটতা-রহিত পরম-ধর্ম্মের কথা (ভাঃ ১।১।২) বর্ণিত হইয়াছে।

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ

যাঁহারা জগতের মনোধর্ম্মে ভরপূর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা ভাগবতধর্ম্মের বিপ্লবাত্মিকা কথাসমূহ শুনিয়াই প্রথম-মুখে মনে করিতে বাধ্য হইবেন,—"ভাগবত-ধর্ম্মটা গোঁড়ামির ধর্ম্ম; তাঁহাদের ধর্ম্মই উদার ও ঠিক্, আর সব বেঠিক্! এ কি কখনও গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু?"

কিন্তু যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মকে গোঁড়ামির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ংই সেই অপরাধটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও গর্হিতভাবে কেন ও কোথায় করিতেছেন, তাহা একটু সুস্থচিত্তে বুঝা আবশ্যক।

বস্তুতঃ ভাগবতধর্ম্ম অসত্যকে 'সত্য' না বলায়, কিংবা পরমসত্যকে সাধারণ লৌকিক সত্যের সহিত সমস্তরে স্থাপন করিবার অন্যায় গোঁড়ামি না করায়, ভাগবতধর্ম্মকে "গোঁড়ামির ধর্ম্ম" বলা কেবল স্ব-স্ব অজ্ঞতা-মাত্রই নহে কি? এ সকল কথা তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও তাঁহাদের ছোঁয়াচে আক্রান্ত মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় আত্যন্তিকভাবে আলোচনা করুন—সদ্‌যুক্তির সহিত বিচার করুন, গোঁড়ামি কাহাদের, বুঝিতে পারিবেন।

গোঁড়ামি কাহাদের?

জগতে মনোধর্ম্মী লোকের দল ভারী। সেই দলের লোক-সংঘট্ট যাহাকে বা যাহাদিগকে লোকখ্যাতিরূপ বংশদণ্ডের উপরিভাগে উঠাইয়া স্বয়ং-সিদ্ধ 'মহাপুরুষ', 'ঋষি' বা 'অবতার' খাড়া করাইয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের মত প্রমাণাস্ত্ররূপে কল্পিত হইবে বলিয়াই কি সাত্বত-শাস্ত্রের বাস্তব পরমসত্য ভ্রান্ত ও গোঁড়া হইয়া পড়িবে? এইরূপ ভ্রম দৈবী মায়া ব্যতীত সমষ্টি ও ব্যষ্টি-মানবের ঘাড়ে আর কে চাপাইতে পারে?

মনোধর্ম্মী গণমতের 'মহাপুরুষ'

মায়াকে মানুষ যে-সকল বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে দেখিতে চা'ন, মায়াও মোহিতকে অধিকতর মুগ্ধ করিবার জন্য সেই মোহিনী মূর্ত্তি স্বীকারেই 'রাজী' হন; কেন-না, বিমুখ-মোহিনী মায়ার নিত্য বাস্তব স্বরূপ নাই; তিনি ছায়া-রূপিণী।

মানুষের কল্পিত ঈশ্বর মায়ামাত্র

কিন্তু পরাৎপরতত্ত্ব ভগবানের নিত্যস্বরূপ আছে, নিত্যধাম আছে, নিত্যপরিকর আছে, নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আছে। মানুষ কল্পনা করিয়া পরাৎপরতত্ত্বের রূপ সৃষ্টি করিতে বা ভাঙ্গিতে পারে না—মানুষের পরিকল্পনার রূপে তিনি 'রাজী' * হন না। কারণ বদ্ধ জীব যাহা কল্পনা করে, তাহা সকলই 'পুতুল', 'ব্যুৎপরস্ত' বা বিরূপ ; তাহা কখনই ভগবানের 'স্বরূপ' হইতে পারে না। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন,—

ভগবানের নিজস্ব স্বরূপ

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥" (ভাঃ ২।৯।৩১)

আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হও।

স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার নিত্যস্বরূপ নির্ম্মল সেবোন্মুখ বেদদৃক্ (শ্রৌত সেবোন্মুখ) চক্ষুর নিকট প্রকাশ করেন ; জীব কল্পনা-বলে প্রাকৃত বা স্থূল মাংসচক্ষুর্দ্বারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ স্বরূপ প্রস্তুত বা দর্শন করিতে পারে না। তাঁহার নিত্য-নাম, নিত্য-রূপ, নিত্য-গুণ, নিত্য-পরিকর, নিত্য-লীলা, নিত্য-ধাম, নিত্য-কাম তিনি স্বয়ংই কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দিলে শুদ্ধ সেবোন্মুখ আত্মা জানিতে পারিবেন।

---

* "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা",—তাঁহাদেরই এই কথা যাঁহারা মায়ার বহুরূপিণী মূর্ত্তির ছলনাকে মনোধর্ম্মের কারখানায় সৃষ্টি করিয়া তত্তৎ-কল্পনা বা ছলনাকে উপভোগ্য রূপ মনে করেন এবং তাহাকেই 'সাধকের হিত' বলেন ; পরন্তু তাহা মহা অহিত !

"মা ছেলেদের যাহার যেরূপ পেটে সহ্য হয়, তাহাকে সেরূপ মাছ পাক করিয়া দেন!" সাধারণ অনভিজ্ঞ-'লোক-ভুলান' এই যুক্তিটির মধ্যে যে-সকল মস্ত ভুল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয়, উপমার মোহে পড়িয়া অনেকেই ধরিতে পারেন নাই। "মা ছেলের হজমশক্তির **যোগ্যতা বা অধিকার**-অনুসারেই কাহাকেও মাছের পোলাও দেন, কাহাকেও মাছের ঝোল দেন, কাহাকেও মাছ ভাজিয়া দেন।" ইহা দ্বারা কি সকলেরই একই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? মাছের পোলাও খাইয়া সুস্থ ছেলের যে স্বাদ, তৃপ্তি ও পুষ্টি-লাভ হয়, অসুস্থ রুগ্ন ছেলে কি সেই স্বাদ, তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ করিতে পারে? পোলাওএর মধ্যে যে-সকল মূল্যবান্ ও পুষ্টিকর দ্রব্য আছে, মাছের সাধারণ ঝোলে কি তাহা পাওয়া যায়? হইতে পারে, যে ছেলে মাছের ঝোল খায়; তাহার যোগ্যতায় সে ততটুকুই মাত্র হজম করিতে পারে; কিন্তু তাহার অধিকার বা যোগ্যতা কম বলিয়া পোলাওএর অধিকতর উপাদেয়ত্ব ও অধিকতর পুষ্টিকরত্ব এবং সুস্থের পক্ষে উপযোগিত্ব কি অস্বীকৃত হইবে? ইহা দ্বারা বরং ঝোল-খাওয়া ছেলের অধিকার ছোট এবং অধিকারানুযায়ী ফল-প্রাপ্তিও ছোট,—ইহাই প্রমাণিত হয়। ঝোল-খাওয়া ছেলে "আমি পোলাও খাইয়াছি" বলিলেই কি সে পোলাওএর ন্যায় স্বাদ ও পুষ্টিকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবে বা সুস্থ বলিয়া গণিত হইবে? কাজেই সুস্থ বা মুক্তের জন্য যে পরম-ধর্ম্ম, তাহার যে পরম উপাদেয়ত্ব, তাহার সহিত অসুস্থ

লোক-ভুলান যুক্তিতে ভ্রান্তি

অধিকার ও যোগ্যতা

বা বদ্ধের অধিকারের ধর্ম্ম বা ফলপ্রাপ্তি কি সমান হইতে পারে?—ইহা মনোধর্ম্মীর উপমা-দ্বারাই প্রমাণিত হইল। অতএব গীতায় যে-সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্", সেই সকল অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গী আর "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অধিকারী এক শ্রেণীর নহে; অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী বা নির্ব্বিশেষজ্ঞানী ও পূর্ণ শরণাগত ভগবদ্ভক্ত; ইঁহাদের প্রয়োজন বা প্রাপ্য ফলও একই পরাৎপর বস্তু নহে।

বিভিন্ন অধিকারীর প্রাপ্য ফলেও পার্থক্য

পূর্ব্বোক্ত উপমার সমর্থনকারী হয়ত' বলিবেন,—"ছেলে মাছের পোলাওই আহার করুক, আর মাছের ঝোলই আহার করুক, উভয়তঃই মাছই ত' খাওয়া হইল, সেইরূপ যে যে-অধিকার লইয়াই ভজন করুক, ভগবানের ভজনই ত' হইল? (এস্থলে "ভজন" না বলিয়া ভোগ বা ভোজন বলিলেই ভাল হয়।) উভয়েরই মাছ খাওয়া হইল বটে, কিন্তু এক ছেলে যে মধুরতা ও পুষ্টিকরত্ব উপভোগ করিতে পারিল, অপরে তাহা পারিল না। ভগবান্‌কে ভোগ করিতে গেলে ভগবানের ভজন হয় না; ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিধান করিলেই ভগবানের ভজন হয়। যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মাপ-কাঠি দিয়া ভগবান্ বা ধর্ম্মকে মাপিবার চেষ্টা, সেখানেই ঐ সকল উপমার উদ্গার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তথা-কথিত সমন্বয়বাদিগণের মতে মৎস্য, মাংস বা নিরামিষ, গ্রহণ করিয়াও সাধুর সদাচার সংরক্ষণ করা যায়; কারণ, এই সকল আচার বাহিরের; অন্তরে কেবল নির্ব্বিশেষবিচার নাস্তিকতাটি থাকিবে!—ইহারই নাম 'সুবিধাবাদ' বটে!

সুবিধাবাদ

ভগবদ্বস্তু দুইটি,—ইহা কেহই বলেন না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু, অদ্বয়তত্ত্বের 'কেবল ব্রহ্ম-ভাবটি সমগ্র ভগবদ্ভাব'—এরূপ কুবিচারও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞের নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অন্য দেবতাকে ভজন করিলে **তাঁহাকেই** ভজন করা হয়, সত্য; কিন্তু তাহা **অবিধিপূর্ব্বক** পূজা হয়, তদ্দ্বারা পরমধর্ম্মের যাজন হয় না। সেখানে শ্রীধরস্বামী বলেন,—ঐরূপ শ্রদ্ধা-দ্বারা **গতাগতির নিবৃত্তি হয় না।**

অদ্বয়তত্ত্বের ব্রহ্মভাব

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ" শ্লোকটির উদ্দেশ্য শ্রীগীতার "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্যে গৃহীত হইলে কোনই গোলমাল নাই, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সুন্দর সঙ্গতি ও সমন্বয়ই হইল! কিন্তু এই সকল শ্লোককে অত্যন্ত মোটা ভোগবুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে। বিরোচন যেরূপ ব্রহ্মার শ্রুতি-উপদেশ দেহাত্মবাদের আধারে গ্রহণ করিয়া "দেহই ব্রহ্ম" বুঝিয়াছিলেন, দেহীর অন্তর্য্যামী অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মকে ধরিতে পারেন নাই, অথবা যেরূপ মায়াবাদিগণ—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রের তাৎ-পর্য্যকে বিকৃত করিয়া জীবব্রহ্মৈক্যবাদ কল্পনা করিয়াছেন, কেহ কেহ জীবকেই 'ব্রহ্ম' মনে করিয়াছেন, 'ব্রহ্মের অধীনই জীব',—সেই বিচারে ব্রহ্ম ও জীব সমজাতীয়,—ইহা ধারণা করিতে পারেন নাই, তেমনই গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের ঐ সকল শ্লোকের বিকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া—"যে কোন দেবতার ভজন করিলে কৃষ্ণেরই ভজনা হয়। ভগবান্‌কে যে ভাবেই

মনোধর্ম্মে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা

ব্রহ্ম ও জীবের সমজাতীয়ত্ব

ডাকা যায়, তিনি তাহাতেই 'রাজী' হন, মগের 'ফরাতারা', আর সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর পরমেশ্বরের উপলব্ধি একই জিনিষ ; বৌদ্ধের শূন্যবাদ, বাউলের দেহতত্ত্ববাদ, সহজিয়ার ভণ্ডামি, নেড়ানেড়ীর ব্যভিচার, গৌরনাগরীর সম্ভোগবাদ ও রসবিরোধ, সখীভেকীর মাটিয়া বুদ্ধি ও শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুভূতিকে একই জিনিষ বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি বিরোচনের বুদ্ধিরই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ নহে কি ?"

শ্রৌত ও অশ্রৌত মতের একাকার

গীতাদি-শাস্ত্রের শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য ভোগবুদ্ধির আধারে বিকৃত হওয়ায় যে কিরূপ অসৎসঙ্কীর্ণতার উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐরূপ বিচার যে কিরূপ পাষণ্ড-ধর্ম্মাশ্রিত, তাহা শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ "ভক্তিসন্দর্ভে" দেখাইয়াছেন। যাঁহারা "অপূর্ব্বকেই" স্বতন্ত্র বিচার করেন, "অপূর্ব্ব" যে পরমেশ্বর বিষ্ণুর আশ্রিত ইহা জানেন না, তাঁহারা তথা-কথিত সমন্বয়বাদীর বিচারে ভগবানেরই উপাসনা করিতে-ছেন, সিদ্ধান্তিত হইলেও 'অপূর্ব্ব' কাহার আশ্রিত, ইহা না জানার দরুণ তাঁহারা ভগবদুপলব্ধি হইতে ভ্রষ্ট এবং পাষণ্ডমার্গাশ্রিত,—ইহা প্রদর্শন করিয়াই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"অপূর্ব্ব"

"পরদেবতাত্বে হেতুঃ—সর্ব্বদেবতা-লিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতা-প্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যে অর্থা ইন্দ্রাদি-দেবতাস্তেষাং নিয়াম-কতয়া তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাশ্রয়ত্ব-মিত্যর্থঃ। 'উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু ॥' ইতি।

পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণবমার্গাদ্ ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ (৯।২৩-২৪) 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥' ইতি।

বিষ্ণুই পরম দেবতা কেন ?

অতো বাস্তববিচারে সর্ব্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবস্যন্তীতি অভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ (ভাঃ ১০।৪০। ৯-১০) 'সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্। যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥ যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥" —(ভক্তিসন্দর্ভ ২২৩ সংখ্যা)

—বিষ্ণুর পরমদেবত্ব-বিষয়ে কারণ এই,—"সর্ব্বদেবতার লিঙ্গস্বরূপ" অর্থাৎ সেই সেই দেবতার প্রকাশক 'মন্ত্রসমূহের' ইন্দ্রাদি দেবতারূপ যে অর্থসমূহ, তাহাদিগের নিয়ামকরূপে (তিনি) অবস্থিত। অতএব যজ্ঞে তিনিই তর্পণীয় এবং এবং তিনিই ফলদাতা বলিয়া ভগবানেরই ফলাশ্রয়ত্ব সঙ্গত।

সর্ব্ব-নিয়ামক

এ স্থলে বিষ্ণুকে যাগাদির অঙ্গিরূপেই লাভ হয়। অতএব যাগাঙ্গরূপে তাঁহার ভজনে দোষই লক্ষিত হয়। এ-সম্বন্ধে পাদ্মোত্তর খণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"যে ব্যক্তি (অপর) দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে 'পাষণ্ডী' অথবা কর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনমতাবলম্বী বলিয়া জানিবে।"

"পাষণ্ডী" অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট। শ্রীগীতায় এ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক

"পাষণ্ডী"

অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও মোক্ষপ্রাপকবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে।” “আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা)—এইরূপ তাত্ত্বিক জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা তত্ত্ববস্তু হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ সংসারগ্রস্ত হয়।”

বিষ্ণুই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা

অতএব বাস্তব-বিচারে অখিল বেদমার্গ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইতেছে, এই অভিপ্রায়েই শ্রীমান্ অক্রূর বলিয়াছেন,—“হে প্রভো, যাহারা নানাদেবতার ভক্ত, তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্যদেবতায় আসক্ত, তথাপি তাহারা সকলেই সর্ব্বদেবময় ঈশ্বর আপনারই ভজন করিয়া থাকে।”

অক্রূরের উক্তি

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষোক্ত শ্লোকটি গীতার “যেহপ্যন্য-দেবতা” শ্লোকটির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। “পার্ব্বত্য-নদীসমূহ বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমুদ্রে গিয়াই পতিত হয়; কিন্তু পর্ব্বতগুলি সমুদ্রকে লাভ করিতে পারে না। মানুষ যাহারই অর্চ্চন করুন না কেন, কৃষ্ণই সর্ব্বভোক্তা বলিয়া সমস্তই কৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি বা যাহারা কৃষ্ণকে ‘স্বতন্ত্র পরমেশ্বর’ উপলব্ধি না করিয়া ঐরূপ পূজা করে, তাহাদের পূজা অবিধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ পূজকগণ ভগবদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হন না—তাঁহাদের পরম-মঙ্গল লাভ হয় না।

সকল পূজাই শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত

সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তুকে লাভ করিতে হইলে, পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে, পরমপুরুষ বিষ্ণুরই পূজা করিতে হইবে। তাঁহার আংশিক, অসমগ্র, অসম্যক্ বা বিকৃত স্বরূপে প্রপন্ন

হইলে ভগবান্‌ও সেরূপ-ভাবেই ভজনা করিবেন। ষোল-আনা অর্থাৎ পূর্ণবস্তুকে ষোল-আনাভাবে অর্থাৎ পূর্ণ শরণাগতির সহিত ভজনা না করিয়াও—চৌষট্টি পয়সা না দিয়াও একটা পূর্ণ টাকাই পাইব বা পাইয়াছি, এরূপ কল্পনা নিরর্থক।

পূর্ণ শরণাগতিতে পূর্ণ বস্তু-প্রাপ্তি

এজন্য ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ একটি পরমসত্যবাণী ঘোষণা করিয়াছেন,—"**জগতে যত ধর্ম্ম আছে, সকলগুলি কোথায়ও বা বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কোথায়ও বা বিকৃতি। 'সোপান'-স্থলে আদরণীয়, বিকৃতিস্থলে পরিত্যাজ্য।**" এই কথাটি কতদূর সত্য এবং মূল্যবান্, তাহা তথাকথিত সমন্বয়বাদের ভূত অকৃত্রিম ওঝার কৃপায় মানবমেধার ঘাড় হইতে বিতারিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝা যাইবে না।

গত ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের মাসিক বসুমতীর ১৮৯—১৯০ পৃষ্ঠায় 'হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটী বিশেষত্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধে কোনও এক লেখক বলিয়াছেন,—"একটা কোন বিশেষ মত বা পথ অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এই ভুল ধারণা হিন্দুর চিত্তে স্থান পায় না। অপরধর্ম্ম স্বাবলম্বী ও নিজধর্ম্মমত অনুসারে ভজনা করিলে ঈশ্বর লাভ করিতে পারে। একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই * * * মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতানুসারে সাধনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। কারণ, তিনি প্রত্যেক সাধনাতেই ঈশ্বর লাভ (?) করিতে সমর্থ (?) হইয়াছেন। * * কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য।"

আধুনিক সমন্বয়-বাদের যুক্তি

উক্ত লেখক 'মাসিক বসুমতী'তে সকল মতকেই সত্য বলিয়াছেন ; কিন্তু 'দৈনিক বসুমতী'র গত ৬ই আষাঢ় (১৩৪৩) তারিখের সংখ্যায় 'গীতার গান্ধীভাষ্য'-শীর্ষক প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবী-বিখ্যাত ও বহুলোক-পূজিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-মত-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের মত বা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত ও তদ্দ্বারা ঈশ্বর-লাভ সম্ভব হয়, তাহা বুঝা যায় না। কারণ, উক্ত লেখক কেবল যে "রাজা রামমোহন রায় মদ্য পান করিতেন, যবনী উপপত্নী সেবা করিতেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান"—ইহা বলিয়া রাজার ব্যক্তিগত চরিত্রকে গর্হণ করিয়াছেন, তাহা নহে ; পরন্তু "তাঁহার মতবাদ ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধে"—এই কথাও স্পষ্ট-ভাবে বলিয়া রাজা রামমোহনের মত সনাতনধর্ম্ম-মত-বিরোধী, ইহাও বলিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত লেখকের নিকট জিজ্ঞাস্য—সনাতনধর্ম্ম-মত-বিরোধী বা বৈদিকমত-বিরোধী, কিংবা ব্যাস-বাল্মীকির বিরোধী বা কোন অনাচারী লোকের প্রবর্ত্তিত মত অনুসরণ করিয়াও কি একই অদ্বয় পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় ? হিন্দুধর্ম্ম-মতানুসারে যাহা 'নিষিদ্ধ মাংস' বলিয়া বিবেচিত, অন্যধর্ম্মমতানুসারে তাহাই আবার 'ধর্ম্মসিদ্ধ' বলিয়া গৃহীত। আবার কেহ কেহ বলেন,—'খাওয়া দাওয়ার' সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এজন্য 'যত মত তত পথ'-মতবাদী আধুনিক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েও মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন 'হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে! আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত দশনামী

সমন্বয়বাদের অসঙ্গতি

বেদবিরোধী, ব্যাসবিরোধী মতবাদও কি সিদ্ধান্ত ?

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে কিন্তু 'মৎস্য-মাংসাদি-ভোজনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই', ইহা স্বীকৃত হয় না, বেদও কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতা 'মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ' (মনুসংহিতা, ৫।১৫) এবং শ্রীমদ্ভাগবত—'পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্' (ভাঃ ১১।৫।১৪) * প্রভৃতি বাক্যে 'মৎস্য-মাংসাদি-ভোজনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই'—বলেন না। যাঁহারা এই মতের বিরোধী তাঁহারা যে মহাজন ও সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী, ইহা স্পষ্ট। যদি ব্যাস-বাল্মীকির মত, বৈদিক মত বা সনাতনধর্ম্মমতের বিরোধিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া—সনাতনধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ আচার প্রতিপালন করিয়াও পরমেশ্বর-লাভ হয়, তাহা হইলে হিন্দু বা বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেই বা আপত্তি কি ? তিনি বৈদিক আচারের কঠোরতার মধ্যে না গিয়া, যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কেবল ধর্ম্মমতবিশেষের মুদ্রা অঙ্গে ধারণ করিয়া সেই মতের যথাযথ অনুসরণেই ত' পরমেশ্বর-লাভ করিতে পারেন ? ইহাতে অনেকে সনাতন-ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া নানা-প্রকার নবীন বা কল্পিত ধর্ম্ম-

মৎস্যাদিভোজন ব্যাস, মনু প্রভৃতির বিরুদ্ধ মত

যথেচ্ছাচারিতাও কি ঈশ্বর-লাভের একটি উপায় ?

---

* অনুবাদ—মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী ; (যেহেতু মৎস্য গরু, শূকরাদি যাবতীয় প্রাণিমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্য-ভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়।) অতএব মৎস্য-ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ যে-সকল লোক পশুদিগকে হনন করে, সেই-সকল পশু পরকালে তাহাদিগের হননকারীকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে।

মত গ্রহণ করিবারও যুক্তি পাইতে পারিবে। সকল মতেই যখন পরমেশ্বর-লাভ হয়, অথচ ঐ সকল মতে আহার-বিহারাদির কঠোরতার কোন বাধ্য-বাধকতা বা 'কুসংস্কার' (?) মানিয়া লইতে হয় না, তখন একমাত্র বৈদিক সনাতন-ধর্ম্মের এত কঠোরতা-বরণের প্রয়োজনীয়তা কি? সনাতন বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগকারিগণ এই অতি সহজযুক্তিটি প্রদান করিয়া বলিতে পারেন যে, 'ভগবান্‌-লাভই মুখ্য প্রয়োজন, কোন ধর্ম্মবিশেষের 'ছাপ' অঙ্গে প্রদান করা মুখ্য প্রয়োজন নহে।'

লোকপ্রিয়তা ও বাস্তব সত্য

'মাসিক বসুমতী'র উক্ত সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত লেখক আরও লিখিয়াছিলেন,—"আমার ধর্ম্মমতই সত্য, অপরধর্ম্মমত সকলই মিথ্যা, ইহাতে অপরধর্ম্মাবলম্বীর সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেয়।" এই কথাটি প্রথমমুখে শুনিতে খুবই যুক্তি-যুক্ত মনে হয়; কিন্তু এখানে বিচার্য্য এই যে—'আমরা সত্য চাহিব? না—সত্যকে বলি দিয়াও লোকের সহিত পরস্পর অবৈধ আপোষ করিয়া বিনা-উদ্বেগে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চাহিব?' যদি লোকের দ্বারা বহুমানিত হইয়া বা কোন উদ্বেগগ্রস্ত না হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জগতে বাস করা অর্থাৎ জগদ্‌ভোগই আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, তাহা হইলে 'বাস্তবসত্যানুসন্ধান' কথাটি কেবল মৌখিক ও গৌণ হইয়া পড়িবে। প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে হইলে, অপর ধর্ম্ম দূরে থাকুক, অনেক সময় নিজের পরমপ্রেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, এমন কি, সামাজিক পূজনীয় ব্যক্তিবর্গের সহিতও মতভেদ উপস্থিত হয়। পরমপূজ্য ধার্ম্মিক (?) পিতৃদেব হিরণকশিপুর মত অনুসরণ

করিলেও ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে, ইহা প্রহ্লাদ বিচার করিতে পারেন নাই বা হিরণ্যকশিপুর মতকে 'অসত্য' বলিলে পিতার সহিত কলহের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে,—এরূপ বিচার করিয়া তিনি কশিপুর মতামতের প্রতিবাদ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই, বরং 'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা' শ্লোকে জানাইয়াছেন যে, হিরণ্যকশিপুর মত অনুসরণ করিলে কাহারও কোনদিন মঙ্গল হইবে না। যজ্ঞপত্নীগণ তাঁহাদের পতিগণের আদেশ লঙ্ঘন ও তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিয়াও কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই "পাছে অপরের সহিত কলহপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য 'তুম্‌ভি চুপ্‌, হাম্‌ভি চুপ্‌' মত-অবলম্বনে অপর ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ না করাই ভাল"—এইরূপ আলস্য ও জাড্যপূর্ণ দুর্ব্বল অবৈধ বিচার বা সত্যবিমুখতা প্রদর্শন করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করও অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনমতাদির প্রতিবাদ করিয়াছেন, আচার্য্য রামানুজ ও মধ্ব শঙ্করাচার্য্যের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং স্পষ্টবৌদ্ধমত, জৈনমত, বিদ্ধ-শৈব, বিদ্ধ-শাক্তমতাদির খণ্ডন করিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদকে, বৌদ্ধমতকে, সুফি-মতকে, বিদ্ধ-শৈব ও বিদ্ধশাক্তাদি মতকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরোধি-মত বলিয়া স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। সে-জন্য শ্রীচৈতন্যদেব কোথায়ও 'প্রেমাবতার'এর পরিবর্ত্তে 'কলহের অবতার' বলিয়া খ্যাত হন নাই। অসত্যের নিরপেক্ষ প্রতিবাদপূর্ব্বক সত্যের প্রতিষ্ঠাই প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর, 'তুম্‌ভি চুপ্‌ হাম্‌ভি চুপ্‌', নীতি—আপাতমনোহারিণী প্রচ্ছন্ন-হিংসা।

প্রহ্লাদ, যজ্ঞপত্নী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতির আদর্শ

'প্রেমাবতার' কি 'কলহের অবতার'?

গত ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসের 'উদ্বোধন' নামক পত্রে (৮২-৮৩ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "যত মত তত পথ'' মতবাদ অবৈদিক মতবাদেরই প্রতিধ্বনি—এই খাঁটি কথাটি পূর্ব্বপক্ষচ্ছলে উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ ত' খণ্ডিত হয় না-ই, পরন্তু পূর্ব্বপক্ষই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার পূর্ব্বপক্ষে বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্ম—বেদৈকগম্য" (margin note)

"ধর্ম্ম—বেদৈকগম্য। বেদাতিরিক্ত বা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনও ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। এইজন্য বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, পারস্য ও মুসলমান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম যথার্থ ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। তাহারা নীতিবিশেষ বা সামান্যধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। * * অতএব 'যত মত তত পথ' * * বৈদিক ধর্ম্মের সহিত অবৈদিক ধর্ম্মের বিরোধ অপনোদন করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার মতই প্রদর্শিত কারণে অবৈদিক মত ইহাই বলিতে হইবে।"

এখন রাজেন্দ্রবাবু ঐ পূর্ব্বপক্ষ-খণ্ডনের চেষ্টায় বলিতেছেন,—

"অন্যধর্ম্মমত গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার কিছুদূর পর্য্যন্ত !" (margin note)

"'যত মত তত পথ' ঠিক্ গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত নহে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার কিছুদূর পর্য্যন্ত। গন্তব্যস্থলের কিছু পূর্ব্বেই সকল পথ মিলিয়া একমাত্র জ্ঞানপথেই পরিণত হইয়াছে। * * বাটীতে যাইবার জন্য একই জ্ঞানপথ এবং সেই জ্ঞানপথে উপনীত হইবার পূর্ব্বে 'কর্ম্ম', 'ভক্তি' প্রভৃতি,

অথবা 'বৌদ্ধ', 'জৈন' প্রভৃতি নানা ধর্ম্মই নানা পথ বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না।"

সুবুদ্ধি পাঠকগণ এখানেই 'যত মত তত পথ' মতবাদের কপটতা ও প্রচ্ছন্ন অবৈধ গোঁড়ামি ধরিতে পারিবেন। এদিকে ইঁহারা মুখে বলিতেছেন,—'সব মতই পথ'; কিন্তু কার্য্যতঃ যে কপটতাটি ইঁহাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল, (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ মতই একমাত্র মত বা পথ), সেই প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামিটিই কার্য্যকালে 'পারার ঘা'র মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা মুখে যতই বলুন না কেন, 'বৌদ্ধ', 'জৈন' 'খৃষ্টীয়' ও 'মুসলমান' ধর্ম্ম পথ-বিশেষ, কার্য্যতঃ ইঁহারা নিজেদের প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামিকেই বড় করিয়া অন্তরে স্থান দিয়াছেন। অপর মতকে 'পথ' বলা কেবল লোকরঞ্জন ও 'তুম্‌ভি চুপ্‌, হাম্‌ভি চুপ্‌' নীতি পরিপোষণের একটি কৌশল মাত্র। ইঁহারা বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি 'সামান্য ধর্ম্মে'র সহিত ভক্তিকে তুলনা করিয়াছেন, অর্থাৎ 'উহা পথরূপী পথ নহে', তাহা ভগবানের সাক্ষাৎ সম্মুখে যাইতে পারে না, তাহা 'দ্বাররূপী পথ' বলিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির দূরে অবস্থান করে। ঐ-সকল কষ্টকল্পিত ওকালতি-দ্বারা 'যত মত তত পথ' কথাটি যে কিরূপ অযৌক্তিক ও অবৈদিক তাহাই প্রমাণিত হয়।

"যত মত তত পথ"
মতবাদের অসঙ্গতি,
কপটতা ও
গোঁড়ামি।

"তুম্‌ভি চুপ্‌, হাম্‌ভি
চুপ্‌," নির্ব্বিশেষ-
নীতি !

"'পথরূপী পথ" ও
"দ্বাররূপী পথ'' !

"'যত মত তত পথ' ঠিক্ গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত নহে; কিন্তু, গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার কিছুদূর পর্য্যন্ত। শেষে জ্ঞানপথ।"—ইহাই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু শ্রীধর স্বামীর দোহাই দিয়া বলিতে চাহেন। কিন্তু, জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় সহস্রস্থানে বলিয়াছেন,—'কর্ম্ম' 'যোগ'

ও 'জ্ঞানপথ' সাক্ষাৎ পথ নহে—'ভক্তিপথ'ই একমাত্র সাক্ষাৎ পথ।

"শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতুঃ— প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-লক্ষণং কপটং যস্মিন্‌ সঃ। 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি * * এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্‌। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ * * * অনেন জ্ঞান-কাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্‌।"—(শ্রীধরঃ ভাঃ ১।১।২)

শ্রীল শ্রীধরস্বামী ভক্তি-পথকেই সাক্ষাৎ পথ বলেন

তাৎপর্য্য—পরমসুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ কপটতা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'প্র'-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে, সেই পরম ধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণময়। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র-সমূহ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইল। জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র-সমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।

মোক্ষাভিসন্ধির কপটতা-নিরাস

পুনরায় স্বামিপাদ বলিতেছেন,—

"দেবতাকাণ্ডবিষয়গতশ্রৈষ্ঠ্যমাহ কিং বেতি। পরৈঃ শাস্ত্রৈঃ তত্তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো হৃদি কিং বা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরী-ক্রিয়তে। বা-শব্দঃ কটাক্ষে। কিন্তু, **বিলম্বেন কথঞ্চিদেব, অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণাদে-বাবরুধ্যতে** ননু ইদমেব তর্হি কিমিতি সর্ব্বে ন শৃণ্বন্তি? তদাহ—কৃতিভিরিতি। শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ।"

তাৎপর্য্য—অন্যান্য শাস্ত্র ও তৎকথিত সাধনসমূহের দ্বারাই বা কি হৃদয়ে ঈশ্বরকে সত্যই ধারণা করা যায়? এই কথায় বহ্বীশ্বর-পূজা-প্রতিপাদক শাস্ত্র অপেক্ষা ইঁহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। 'বা'-শব্দ কটাক্ষে। তৎসমুদয়-দ্বারা বহু বিলম্বে অতি সামান্য কোন প্রকারে ঈশ্বরের ধারণা হয়; কিন্তু, এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছুগণ **তৎক্ষণাৎই** ঈশ্বরকে ধারণা করেন। তাহা হইলে সকলেই কেন ইঁহা শ্রবণ করেন না? তদুত্তর এই যে, ভাগবত-শ্রবণেচ্ছা বহু পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এই জন্য 'কৃতী' শব্দের প্রয়োগ।

শ্রবণাখ্যা ভক্তিতে সাক্ষাদ্ ভগবদ্দর্শন

শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

শ্রীধরস্বামিপাদ-কর্তৃক নির্ব্বেদজ্ঞান-নিরাস

"**কিং জ্ঞানশ্রমেণ। ভক্তিং বিনা জ্ঞানন্তু নৈব সিধ্যেদিত্যাহ** শ্রেয়ঃসৃতিমিতি। শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গ-লক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাম্; তাং তে তব ভক্তিমুদস্য ত্যক্ত্বা শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা, তেষাং ক্লেশলঃ ক্লেশ এবাবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—**যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাং-স্তুষানেব অবঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্, এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় প্রযতন্তে তেষামপীতি।** ভক্ত্যৈব জ্ঞানং নান্যথেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি। * * ইহলোকে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তো যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাৎ ত্বদর্পিতেহাঃ ত্বয্যর্পিতা * * কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া ভক্ত্যৈব বিবুধ্য আত্মানং জ্ঞাত্বা অঞ্জঃ সুখেনৈব তে পরাং গতিং প্রাপ্তাঃ।"

—(শ্রীধরঃ—ভাঃ ১০।১৪।৩,৪,৫)

আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্ব্বত্রই ভক্তির নিত্যত্ব ও সার্থকতা

এতৎ-সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনঃ" ও "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ" (ভাঃ ১০।২।৩২,৩৩) শ্লোকের শ্রীধর-টীকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীধরস্বামী "শেষে জ্ঞানপথ" ইহা সিদ্ধান্ত করা দূরে থাকুক, নিরপেক্ষা ও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়-উপেয়-স্বরূপা ভক্তি-ব্যতীত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান আত্মপাতক বলিয়াই জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী...... শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" (গীঃ ৬।৪৬,৪৭), "ক্লেশোঽধিকতর-স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" (গীঃ ১২।৫) এবং গীতার "সর্ব্ব-গুহ্যতমং" (গীঃ ১৮।৬৪) উপদেশ—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" (গীঃ ১৮।৬৫,৬৬) প্রভৃতি মূল শ্লোকগুলি শ্রীধরের টীকার সহিত আলোচনা করিলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর কথিত "শেষে জ্ঞানপথ, ইহা শ্রীধরস্বামী বলিয়া গিয়াছেন"—এইরূপ কাল্পনিক মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। মহাজন-শিরোমণি স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানবাদিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ও নাস্তিকতা

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮,১৬৯)

বৌদ্ধগণ বেদ-বিরোধী স্পষ্ট নাস্তিক ; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী শ্রৌতব্রুব প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক। তথাকথিত সমন্বয়বাদী

"যত মত তত পথ" মুখে স্বীকার করিয়া—সকলের মতেই আপাততঃ "হঁা জী, হঁা জী" করিয়া, "শেষে বা চরমে জ্ঞান-পথই পথ" বলায়, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতায় চরমে যে শরণাগতিরূপা ভক্তিপথকেই একমাত্র পথ বলা হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করায় চিজ্জড়সমন্বয়বাদ অশাস্ত্রীয়, অবৈদিক মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

চরমে নির্ভেদজ্ঞানপথ গীতার শিক্ষা নহে ; শরণাগতিই চরমশিক্ষা

পঞ্চম প্রসঙ্গ

প্রকৃত সমন্বয়

শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু তাঁহার সন্দর্ভে তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের ভ্রম চারিশত বৎসর পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গুম্ফিত করিয়া রাখিয়াছেন। তথাকথিত মনোধর্ম্মী সমন্বয়বাদী ভোগবুদ্ধিতে শাস্ত্রের কথাগুলিকে কিরূপ বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি শাস্ত্রবিচার ও যুক্তিদ্বারাই দেখাইয়াছেন,—

প্রকৃত সমন্বয়বাদের সুসিদ্ধান্ত

"সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা ॥
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল।
দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্ত্রাদিজন-নামভিঃ ॥" ইতি।
"ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতা-ভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ ॥" ইতি।

তাদৃশ-সৌরাদীনাং তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন কেবলং তদ্ধেতুকৈব। কিন্তু ভগবৎপ্রীত্যর্থকৃত-তজ্জাতশুদ্ধভক্তিদ্বারা বা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র-মরণাদি-প্রভাবেণ বা ; যথা তত্রৈব বর্ণিতয়োর্দেবশর্ম্ম-চন্দ্রশর্ম্ম-নাম্নোঃ সূর্য্যমারাধয়তোঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতা—

বিষ্ণুভক্তের অসমোর্দ্ধ-বৈশিষ্ট্য

"তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ ধর্ম্মশীলতয়া পুনঃ।
বৈকুণ্ঠভবনং নীতৌ মৎপরৌ মৎসমীপগৌ॥
যাবজ্জীবন্তু যত্তাভ্যাং সূর্য্যপূজাদিকং কৃতম্।
তেনাহং কর্ম্মণা তাভ্যাং সুপ্রীতো হ্যভবং কিল॥" ইতি।

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

যেরূপ বর্ষার জল নদী-প্রভৃতি বিভিন্ন জলাশয়কে আশ্রয় করিয়া সাগরে গমন করে, সেরূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত—সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। দেবদত্ত-নামক কোন এক ব্যক্তিই যেরূপ পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধু-প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হন, সেরূপ আমি এক ভগবান্ই লীলাক্রমে সূর্য্যাদি পঞ্চবিধ নামে ও পঞ্চরূপে আবির্ভূত হই। সৌরই হউন, শৈবই হউন, ব্রহ্মার উপাসকই হউন, শাক্তই হউন, আর অন্যদেবতার ভক্তই হউন,—ইঁহারা কেহই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভক্তের তুল্য হইতে পারেন না।

পূর্ণভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ-নির্দ্দেশ

ইহার কারণ, **কেবল সূর্য্য**, কেবল শিব, **কেবল ব্রহ্মা বা শক্তিকে আরাধনা করিয়া সেই আরাধনা-প্রভাবেই তাঁহাদের পূর্ণ-ভগবৎস্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটে না ;** কিন্তু যদি তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে সেইরূপ **শুদ্ধভক্তি-দ্বারা অথবা**

শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগাদি-প্রভাবেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

সূর্য্যপূজক দেবশর্ম্মা ও চন্দ্রশর্ম্মা নামক দুইজন ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত উপরি-উক্ত উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ। এ-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"সেই বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রভাবে এবং ধর্ম্মশীলতা-হেতু বিপ্রদ্বয় আমার সঙ্গী অনুচরগণের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-ভবনে নীত হইয়াছিলেন। এই বিপ্রদ্বয় যাবজ্জীবন সূর্য্যপূজাদি করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাদের প্রতি প্রীত হইয়াছিলাম। ইঁহারা মায়াপুরী বিষ্ণুক্ষেত্রে পূজা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণলীলায় সত্রাজিৎ ও অক্রূর নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পুণ্ডরীকেরও পিতৃসেবা-হেতু ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনায় ভগবৎপ্রাপ্তি শ্রীগীতোপনিষদাদিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে—

দেবশর্ম্মা ও চন্দ্রশর্ম্মার উপাখ্যান

"হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাঁহারা অন্যদেবতাকে ভজনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ সিদ্ধিপ্রাপক বিধি পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজন করেন। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—এরূপভাবে আমাকে জানিতে না পারিয়া অন্য দেবতার উপাসকগণ স্ব-স্ব স্থান হইতে চ্যুত হন অর্থাৎ সংসার-গতি লাভ করেন। ইন্দ্রাদি দেবতার পূজকগণ সেই সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি-দ্বারা পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকেই প্রাপ্ত হন, যক্ষ, রক্ষঃ, বিনায়কাদি ভূতপূজকগণ ভূতগণকেই লাভ করেন; আর আমার ভজনকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তর-পূজা

সাত্বতগণ সকলেই বিষ্ণুর উপাসক

অতএবোক্তং শ্রীসত্যব্রতেন (ভাঃ ৮।২৪।৪৯) —
"ন প্রসাদাযুতভাগলেশমন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে॥"

শ্রীব্রহ্মশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত, (ভাঃ ২।৭।৫) —
"স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ।" (ভাঃ ১২।১৩।১৬) —
"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। অতএব দ্বাদশে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বচনম্ (ভাঃ ১২।১০।৩৪) —

মার্কণ্ডেয় ঋষির বাক্য

"বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণকামাভিবর্ষণাৎ। ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥" ইতি।

ত্বয্যপি তৎপর ইত্যর্থঃ। অতএবাষ্টমে প্রজাপতিকৃত-শিবস্তুতৌ (ভাঃ ৮।৭।৩৩)—"যে ত্বাত্মারামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বম্" ইতি। চতুর্থে শ্রীমদষ্টভুজং প্রতি প্রচেতোভিরপি (ভাঃ ৪।৩০।৩৬)—"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন" ইতি।

প্রচেতোগণের আচরণ

বৈষ্ণবস্য সতঃ সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিলাভঃ প্রত্যবায়শ্চ ; যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণু-সামান্যদর্শিনঃ॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎস্যদেব-প্রতি শ্রীসত্যব্রত বলিতেছেন,— "অখিলদেবতা, পিত্রাদি যাবতীয় গুরুবর্গ, সমগ্র রাজন্যবর্গ —ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষরূপে যে

ভগবানের অনুগ্রহের অযুত ভাগের এক অংশও জীবের প্রতি প্রদর্শন করিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।"

শ্রীব্রহ্মা ও শিবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই ভজন করিবে। "যেহেতু সেই আদিদেব ব্রহ্মাই ভজনশীলগণের পরমগুরু অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম ভজনোপদেষ্টা; সুতরাং বৈষ্ণব এবং 'বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভুই শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে ব্রহ্মা ও শিবের বৈষ্ণবত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির এইরূপ বাক্য দেখা যায়,—"কামের সম্পূর্ণ ফল-দাতা ভগবৎপরায়ণ আপনার নিকট আমি এই একটিমাত্র বর প্রার্থনা করি যে, ভগবান্ ও বিষ্ণুর প্রতি এবং ভগবদ্ভক্তগণ ও ভাগবত-শ্রেষ্ঠ আপনার (শিবের) প্রতি আমার অস্খলিতা ভক্তি হউক।"

শিবাদি-দেবতা বিষ্ণু-সেবকজ্ঞানেই আরাধ্য

চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টভুজ ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে শিবভক্ত প্রচেতোগণ বলিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্ নারায়ণ! আপনার প্রিয়সখা শিবের ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবে আমরা দুশ্চিকিৎস্য জন্ম ও মৃত্যুরূপ সংসারব্যাধির সদ্‌বৈদ্যস্বরূপ জীবের একমাত্র গতি আপনাকে অদ্য প্রাপ্ত হইলাম।" বিষ্ণু ও শিব—উভয়ের সমদর্শনকারী ব্যক্তির ভক্তি-লাভ হয় না, বরং তাহাতে অপরাধ হয়। "যে মূর্খগণ বিষ্ণুর সহিত অন্য-দেবতার সমবুদ্ধি করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতার সমান মনে করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।"

বিষ্ণু ও শিবে সমদর্শনকারী অপরাধী

এস্থানে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন,—"ব্রহ্মা, রুদ্র ও নারায়ণকে সমবুদ্ধি করা যদি পাষণ্ডতাই হয় এবং সেইরূপ অপরাধের দ্বারা যদি কখনও ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি-লাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি না ঘটে, তবে শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ইঁহাদের সম্বন্ধে যে, অভেদদর্শন-বোধক বাক্য দেখা যায়, সে-সকল বাক্যের সঙ্গতি কি ?" ইহার মীমাংসা শ্রীল জীবপ্রভু শাস্ত্রীয়-যুক্তি ও বাক্যদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন,—

অভেদ-দর্শনবোধক শাস্ত্র-বাক্যের সঙ্গতি

"শাস্ত্রে যে-সকল অভেদ-দর্শন-বোধক বাক্য দেখা যায়, তাহা শমগুণ-সম্পন্ন শান্তরসের নিরপেক্ষ জ্ঞানিগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে। কেন না, দ্বাদশস্কন্ধে মার্কণ্ডেয়-উপাখ্যানে শ্রীশিব বলিয়াছেন,—"শান্তরসের নিরপেক্ষ উপাসকগণ কেবল আমাতে ও বিষ্ণুতে সম-দর্শন কেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুক্কুর, হস্তী, গরু—সকল ভূতেই সমদর্শন করিয়া থাকেন। জগতে অশান্ত ব্যক্তিগণ যে বিষম দর্শন করেন, সেরূপ দর্শন তাঁহাদের নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান্‌কে উপেক্ষা করেন বা তাঁহার অধীন আধিকারিক দেবতাগণকেই 'স্বয়ং ভগবান্' বলেন।"

সমজাতীয়ত্ব-দর্শন ও স্বতন্ত্র-পরমেশ্বররূপে দর্শন

সমজাতীয়ত্বে দর্শন ও 'স্বতন্ত্র পরমেশ্বর'-রূপে দর্শন এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা। শান্তরসের নিরপেক্ষ জ্ঞানী ভক্ত সমজাতীয়ত্বে অভেদ দর্শন করেন ; কিন্তু শিব, ব্রহ্মা বা অন্য দেবতাকে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বয়ং-ভগবান্ বলেন না, যেহেতু দ্বাদশ-স্কন্ধে মার্কণ্ডেয়-উপাখ্যানের শিববাক্য হইতেই প্রমাণিত

হয়। শ্রীশিবের "স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ" (ভাঃ ১২।১০।২১) এই বাক্যটির দ্বারা 'সমদর্শী ব্যক্তিগণও শ্রীহরিকেই স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন' ইহা বলা হইয়াছে। আবার "পার্থিবাদ্দারুণো" (ভাঃ ১।২।২৪-২৭) শ্লোকেও তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীশিবও বলিয়াছেন,—

শিবের উক্তি

"যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মপুরাণোক্ত শিব-বাক্য)

অর্থাৎ যিনি আমাকে (শিবকে) কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত।

"পরব্রহ্মস্বরূপস্য তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তম্।"

বাসুদেব-বিজ্ঞান

কেননা, পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবের বিজ্ঞান-লাভ হইলেই সকল বস্তুর বিজ্ঞান-লাভ হয়। অতএব শিবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই ভজন করা সঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবত এইজন্য উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"

(ভাঃ ১২।১৩।১৬)

অর্থাৎ নদীগণ-মধ্যে যেমন বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, দেবগণ মধ্যে যেমন শ্রীভগবান্ অচ্যুতই সর্ব্ববন্দ্য, বৈষ্ণবগণ-মধ্যে যেমন শ্রীভগবদভিন্ন-বিগ্রহ শম্ভু বরেণ্য, পুরাণসকলের মধ্যে সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কেহ কেহ বলেন,—"বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রের বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় ; আবার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের শাস্ত্র হইতে দেখাইয়া থাকেন,—'হরিই সাক্ষাৎ শিব এবং শিবই সাক্ষাৎ হরি।' উভয়ের মধ্যে যে ভেদ কল্পনা করে, সে নারকী।

"যা'র যা'র শাস্ত্র তা'র তা'র নিকট বড়!"

'গৌতমীয় কল্পে'র বাক্যে দেখা যায়,—"যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা।" শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন।"

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং স্বয়ং ব্যাসদেব এই-সকল বাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া চিৎসমন্বয় বিধান করিয়াছেন, চিজ্জড়-সমন্বয় করেন নাই।

"অভেদোক্তয়স্তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিঃ সঙ্গচ্ছতে। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্ক ইত্যাদি-স্মৃত্যানুগুণ্যাৎ। তস্মাৎ বিষ্ণুরেব সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধম্।"
—(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।৯)

"তদায়ত্ত-বৃত্তিকত্ব"

শাস্ত্রে যে কোথায়ও কোথায়ও বিষ্ণুর সহিত শিব, ব্রহ্মাদি-দেবতার অভেদোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব দ্বারা, সঙ্গত হইয়া থাকে অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদি-দেবতা বিষ্ণুর আয়ত্ত, অধীন বা বশীভূত বলিয়াই তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলা হয়। যেমন বড়লাট্ বা ভাইসরয়্কে সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়াই অনেক সময় সম্রাট্ও বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সম্রাটের অধীন বা আয়ত্ত থাকায়ই লাট্ সাহেবকে সেই নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"আমি শ্রীহরির নিয়মানুসারেই সৃষ্টি করি এবং হরও তাঁহার নিয়মানুসারে সংহার করিয়া থাকেন। ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরি পুরুষরূপে বিশ্বের পালন করেন। ব্রহ্মাদি দেবতা সেই বিষ্ণুর তেজেই তেজোযুক্ত।"—ইত্যাদি স্মৃতিসকল ঐ সিদ্ধান্তের পোষকতা করে, অতএব শ্রীবিষ্ণুরই সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর আজ্ঞাধীন ভৃত্য

"সহস্রনামস্তোত্রে সর্ব্বশিবশম্ভুরুদ্রাদিশব্দা বিষ্ণুনামানি পঠ্যন্তে। তেষাং প্রবৃত্তনিমিত্তানি চোক্তানি ব্রহ্মাণ্ডে। রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ।" ইত্যাদি।—(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।১২)

সহস্রনামস্তোত্রে 'সর্ব্ব', 'শিব', 'শম্ভু', 'রুদ্র' প্রভৃতি শব্দসমূহ বিষ্ণুর নাম বলিয়া কথিত হয়। ঐ সকল নামের প্রয়োগের কারণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে। রুদ্রকে দ্রাবিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনকে 'রুদ্র' বলা হয়, নিয়মনহেতু তাঁহাকে 'ঈশান' বলা হয়, মহত্ত্বপ্রযুক্ত 'মহাদেব' বলা হয়, তিনি সুখাত্মক বলিয়া 'শিব', সকলের সংহারহেতু বলিয়া 'হর', বৃংহণ-হেতু 'ব্রহ্ম', ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' নামে কথিত হন।

শিব, শম্ভু, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি নাম বিষ্ণুরই প্রদত্ত নাম

"নারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি স্বনামানি দ্রুহিণাদিভ্যো দদাবিতি চোক্তং স্কান্দে। ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরমিতি। ব্রাহ্মে চ—চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশব ইতি। স্বকীয়ানি রুদ্রবিরিঞ্চ্যাদীনি।"—(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।১৩)

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কএকটি নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসকল ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে প্রদান করিয়াছেন। রাজা যেমন নিজের পুরী অর্থাৎ রাজধানী ব্যতীত অন্য নগরসমূহ অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতিকে বাসের জন্য প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ নিজের কএকটি বিশেষ নাম ব্যতীত অন্যান্য নামগুলি অপরাপর দেবতাকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"কেশব ব্রহ্মাকে 'চতুর্ম্মুখ' প্রভৃতি এবং শিবকে 'রুদ্র' প্রভৃতি স্বকীয় নামসমূহ প্রদান করিয়াছেন।"

শ্রীভগবানের নিজস্ব নাম

মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যবাখ্যানে উক্ত আছে,— "শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন ও রুদ্রের অঙ্গ হইতে বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা কহিয়াছিলেন। অতএব রুদ্রই —পরমেশ্বর।"

'রুদ্রই পরমেশ্বর' শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি

ভগবান্ ভক্তের পূজা শিক্ষা দিবার জন্য কোন কোন স্থানে ঐরূপ করিয়াছেন এবং কোথায়ও বা স্বভক্ত ব্যতীত সকামজীব সকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনার দৃঢ়তা সংস্থাপনার্থ ভগবান্ স্বয়ং স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনা করেন। এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রুদ্রেরও অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে অঙ্গীকার বা সৎকার করেন।

'নারায়ণীয়ে' অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে ঐ বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে—

"অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন।
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্॥

ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্॥
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ।
অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্॥"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।২২)

ভগবানের ভক্তপূজা-লীলার তাৎপর্য্য

হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজার অভিনয় করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি, লোকসকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে। কারণ, প্রমাণই পূজ্য। আমি ভক্তের পূজা করিয়া ভক্তপূজা শিক্ষা দান করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকে রুদ্র বলিয়া পূজা করি।

শ্রীবিষ্ণু সকলেরই অন্তর্য্যামী ও প্রাণস্বরূপ—

"বিশ্বেষামন্তর্য্যাম্যহমতস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং মদংশমহং পূজয়ামি। রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং তদন্যথা ব্যাকুপ্যেত্তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি স্বোৎকৃষ্টস্যাভাবাদেব তদ্ বুদ্ধ্যাহং ন কিঞ্চিদ্ভজামি কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্ফুটম্। ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা—তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহি-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥"—(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।২৩)

রুদ্রাদি দেবতা ভগবদধীন বিচারে পূজ্য

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,—"আমি বিশ্বের অন্তর্য্যামী। তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় আমি অভিন্ন রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। রুদ্র প্রভৃতি দেবতাসকল আমার অধীনবিচারে পূজ্য,—এই প্রমাণ আমি করিয়াছি।

আমি যদি রুদ্রকে পূজা না করি, তবে ঐ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়। এজন্য আমি তাহাদিগের পূজা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই। অতএব, উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। **আমার অধীন ভক্ত বলিয়াই আমি লোকশিক্ষাকল্পে রুদ্রাদি দেবতার পূজা করি।**" ব্রহ্মা ঐ স্থানেই রুদ্রকে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্য্যামী একমাত্র বিষ্ণু। যথা,—"বিষ্ণু তোমার, আমার ও অন্য দেহিগণের অন্তর্য্যামী। তিনি কোনরূপে কাহারও ভোগ্য বস্তু নহেন। তিনি সকলের নিয়ন্তা।"

রুদ্রাদি দেবতার অন্তর্য্যামী বিষ্ণু

"শতপথে চ শ্রূয়তে। ভূতানাং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোঽসিঞ্চৎ। তৎ সংবৎসরে কুমারোঽজায়ত সোঽরোদীত্তং প্রজাপতিরব্রবীৎ,—কুমার কিং রোদিষি যৎ পশো বিজাতোঽসীতি। সোঽব্রবীদনপহতপাপ্মা বা অহমস্মি নাম মে ধেহি পাপ্মনোঽপহত্যা ইতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তস্য তন্নামাকরোদগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ—জ্যায়ান্ বা অহমস্মি দেহ্যেবং নামেতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্ভবোঽসীতি সর্ব্বোঽসীতি ঈশানোঽসীতি পশুপতিরসীতি উগ্রোঽসীতি ভীমোঽসীতি মহাদেবোঽসীতি। প্রজাপতির্দেবানসৃজন্তে পাপ্মনা সংবীতা অজায়ন্ত বিরূপাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়ামোঘায় কর্ম্মাধিপতয়ে সোঽব্রবীদ্বরং বৃণীষ্ব অহমেব পশূনামধিপতিরসানীতি তস্মাৎ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিরিতি।

যজুর্ব্বেদস্থ 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র প্রমাণ

ইহ হি পরস্য ভগবতঃ পরমকরুণত্বং তস্মাদ্‌ব্রহ্ম-রুদ্রয়োরুৎপত্তিঃ। রুদ্রাৎ ব্রহ্মণো ভীতিঃ রুদ্রস্যানপহত-পাপ্মত্বঞ্চাবগম্যতে ন চৈবং বিষ্ণোঃ শ্রূয়তে; তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুশ্চোরেষু মিলিতো রাজেব জগৎকার্য্যায় দেবেষু প্রবিষ্ট-স্তস্য স্বেচ্ছাভিব্যক্তির্জন্মেত্যভিধীয়তে। যচ্চ দিব্যমিতি জ্ঞানান্নৃণাং জন্মনিবৃত্তিরিতি শ্রীভগবতাভিহিতম্। জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যাদি। তস্মাৎ ত্রিমূর্ত্তিমধ্যেঽবতীর্ণো বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধং তস্য দেবতাবিশেষত্বম্।”—

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।৪০, ৪১)

ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য-বিচার

যজুর্ব্বেদ-শতপথে ষষ্ঠ কাণ্ডে তৃতীয় ব্রাহ্মণে এই মন্ত্র শ্রুত হয় যে,—ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি সমস্ত জীবের পতি, তিনি সম্বৎসরাখ্য যোনিতে রুদ্রাত্মক বীর্য্য আধান করিলেন। তাহাতে কুমারের উৎপত্তি হইল। তিনি উৎপন্ন হইয়া ক্রন্দন করিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন?” কুমার বলিলেন,—“আমি নাম-করণ ব্যতীত নিষ্পাপ হইতে পারিতেছি না, অতএব ক্রন্দন করিতেছি।” প্রজাপতি বলিলেন,—“যেহেতু তুমি রোদন করিতেছ, অতএব তোমার নাম রুদ্র হইল।” তিনি বলিলেন,—“আমি সকলের জ্যেষ্ঠ, অতএব তদনুসারে আমার অন্য নাম হউক।” প্রজাপতি বলিলেন,—“সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব—এই সমস্ত তোমার নাম হইল।” তৎপর প্রজাপতি দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন। অকৃতনাম সেই দেবতাসকল পাপযুক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ রুদ্রের অনুগামী হইলেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন,—“তুমি

‘রুদ্র’ নামের উৎপত্তি

বর গ্রহণ কর।” রুদ্র বলিলেন,—“আমি পশু অর্থাৎ জীব-গণের পতি হইব।” ব্রহ্মা বলিলেন,—“তাহাই হউক।” তদনুসারে রুদ্র পশুপতি হইলেন।

ত্রিদেবের মধ্যে বিষ্ণুর প্রবেশের কারণ

এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই পরম কারণ। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্রের উৎপত্তি, রুদ্র হইতে ব্রহ্মার ভয় ও রুদ্রের অনপ-হতপাপত্ব। কিন্তু বিষ্ণুর সম্বন্ধে তাহা শ্রুত হয় না। অতএব বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি **চোরের মধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য দেবতাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন**। তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে আবি-র্ভাবকে জন্ম বলা হয়। সেই ভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদিতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হইলে জীবের জন্মাদির নিবৃত্তি হয়; ইহা গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। অতএব ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে অবতীর্ণ বিষ্ণুই সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ইহাই সিদ্ধ হইল। বিষ্ণু দেবতা হইয়াও বিশেষ-দেবতা।

বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য

জীব, শিবাদি দেবতা, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের গুণতারতম্য।

‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু মীমাং-সক-বাক্য হইতে দেখাইয়াছেন যে,—ব্রহ্মা, শিব, গণপতি, সূর্য্য, শক্তি, ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিষ্ণুর, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণের গুণ-তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। অতএব বিষ্ণুর সহিত শিবাদি দেবতা কখনই সমান হইতে পারেন না।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥

বিষ্ণুর ৫০ গুণ বিন্দুরূপে জীবে

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী ॥

৫৫ গুণ আংশিক ভাবে শ্রীশিবে

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ ॥

৬০টি গুণ শ্রীনারায়ণে

অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ ॥

অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ।

৬৪টি গুণ পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণে আছে

লীলা-প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ১১-১৮ সংখ্যা)

কৃষ্ণের ৬৪টী গুণ

এই নায়ক কৃষ্ণ—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজাঃ, (৫) বলবান্, (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ-অদ্ভুতভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ অর্থাৎ সরল উদার, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বসুখ-কারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, (৪৫) সজ্জন-পক্ষাশ্রিত, (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ, (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, (৫১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (৫২) সর্ব্বজ্ঞ, (৫৩) নিত্যনূতন, (৫৪) সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত-স্বরূপ, (৫৫) অখিল সিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত, (৫৬) অচিন্ত্য-মহাশক্তিমান্, (৫৭) কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, (৫৮) সকলাবতার-বীজস্বরূপ, (৫৯) হতশত্রু-সুগতিদায়ক, (৬০) আত্মারামগণের

আকর্ষক, (৬১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-সমুদ্র, (৬২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলযুক্ত, (৬৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-গীত-গান-রত, (৬৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ রূপ নাই এবং যাঁহার বিবিধ রূপের সৌন্দর্য্য চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

উক্ত চতুঃষষ্টি গুণের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটি গুণ জীবে বিন্দুবিন্দুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকে। প্রথম পঞ্চাশৎ গুণ ও তৎপর-বর্ণিত পাঁচটি গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে পাঁচটি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা ও পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ-পঞ্চাশৎ গুণ পরব্যোমপতি নারায়ণে লক্ষিত হয়। অতএব নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উক্ত ষষ্টিসংখ্যক গুণ অত্যন্ত অদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষোক্ত চারিটি অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ (১) লীলামাধুর্য্য, (২) প্রেমমাধুর্য্য, (৩) রূপমাধুর্য্য ও (৪) বেণুমাধুর্য্য। অতএব স্বরূপসংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিদ্‌ব্রহ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতীরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হয়। অতএব বেদ—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি মাত্র গুণে অবিপশ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। গুহায় নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম—পরমাত্মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব ব্রহ্মাণ্ড-রূপ গুহা বা জীব-হৃদয়রূপ গুহাতে যিনি প্রবিষ্ট, তিনি

লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য ও বেণু-মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র নিজস্ব গুণ

শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা; ঈশ্বর, নিয়ন্তা, জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর, পাতা, পালয়িতা প্রভৃতি তাঁহার সহস্র সহস্র নাম। তিনিই জগতে অবতাররূপ রাম-নৃসিংহ-বামনাদি হইয়া পালন-কার্য্য করেন। "পরমে ব্যোমন্" অর্থাৎ পরব্যোম-ধামে কৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ নিত্য বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী ও সর্ব্বাশ্রয়

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

অবৈধ ও বৈধ পূজাপ্রণালী

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শাস্ত্র-বিচার হইতে জানাইয়াছেন,—অপর বৈদিক-দেবতার পূজা করিতে হইলেও পরাৎ-পরতত্ত্ব স্বতন্ত্র ভগবান্ বিষ্ণুরই অধিষ্ঠান বা বিষ্ণুর সেবক-জ্ঞানেই ঐ সকল বৈদিক দেবতার পূজার বিধি পারমার্থিক ইতিহাসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কারণে শিবপূজার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলেও পরমপুরুষ বিষ্ণুর কোন কোন সেবক ঐ শিবমূর্ত্তিতেও ভগবান্ বিষ্ণুরই পূজা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল জীবপ্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে—(১০৫ সংখ্যায়) একটি সাত্বতশাস্ত্রোল্লিখিত ইতি-হাসের বর্ণনা করিয়াছেন।

বিষ্বক্সেনের আখ্যান

বিষ্বক্সেন-নামক একজন পরমভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। একদিন তিনি একাকী কোন

একটি বনের নিকট আসিয়া বসিলেন। এমন সময়ে নিকট-বর্ত্তী গ্রামের অধ্যক্ষের পুত্র সেই স্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার নাম-ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে সেই অধ্যক্ষ-পুত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আজ আমার অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে, আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না, অতএব আমার প্রতি-নিধিরূপে তুমি শিবের পূজা কর।"

ইহা শুনিয়া সেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমরা ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত; বিষ্ণু-বিগ্রহই আমাদের পূজ্য। আমরা অন্যদেবতার পূজা করি না। বিষ্ণুর যে কোন অপ্রাকৃত নিত্যস্বরূপ আমাদের পূজ্য।"

ইহা শুনিয়া ঐ অধ্যক্ষ-পুত্র ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন করি-বার জন্য খড়্গ উঠাইলেন। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিলেন,—"ভগবৎসেবার প্রাণ কেনই বা এইরূপ অনর্থক বিনষ্ট হইতে দিব; সুতরাং ইহাকে বঞ্চনা করা যাউক। আমার ত' শিবের আরাধ্য বিষ্ণুর পূজা করিতে আপত্তি নাই; শিবের হৃদয়েই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান, আমি সেই বিষ্ণুকেই পূজা করিব। রুদ্র প্রলয়ের কারণ, তমোবর্দ্ধনকারী বলিয়া তমোময়; আর, তামস-দৈত্যগণের সংহারক এবং তমোভঞ্জন-কারী বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেব নিজ-ভজনশিক্ষা-প্রদানের জন্য তমোরাশি দূর করিয়া সূর্য্যোদয়ের ন্যায় উদিত হন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠানসত্ত্বেও আমি এই রুদ্র-উপাসকের তমোভঞ্জনের জন্য এই শিব-লিঙ্গে শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।"

বহির্ম্মুখ-বঞ্চনা

শিবলিঙ্গে তদন্তর্য্যামী শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রামাধ্যক্ষের পুত্রকে বলিলেন,—"আমি তোমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিব। আমাকে মন্দিরে লইয়া যাও।" মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ শিবকে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া যখন রুদ্রের অন্তরস্থিত নৃসিংহদেবকে 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ঐ গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্র পুনরায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহ-দেব আবির্ভূত হইলেন এবং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে তাহার পরিজনগণের সহিত বিনাশ করিলেন। এখনও দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে সেই শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ "লিঙ্গস্ফোট"-নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন।

লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহ

অতএব যাঁহারা পরমপুরুষ ভগবানের সেবক, তাঁহারা শ্রীশিব প্রভৃতি অন্যদেবতাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই সম্মান করেন; কেহ কেহ বা কদাচিৎ 'বিষ্ণুর অধিষ্ঠান' বলিয়াই শ্রীশিবের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন। আদিবরাহপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—"অতোঽনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি ; কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা)

পুরাণ-প্রমাণ

"জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষভধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যাধৃত বরাহপুরাণবাক্য)

সহস্র সহস্র জন্ম শিবের সম্যগারাধনা (বিধিপূর্ব্বক আরাধনা অর্থাৎ বিষ্ণুকে 'স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর'-বিচারে 'বৈষ্ণব'-জ্ঞানে শিবের পূজা) করিবার পর পাপ-ক্ষয় হইলে অবশেষে ধীমান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীশিব-ভক্তের বৈশিষ্ট্য

অতএব শ্রীনৃসিংহ-ভক্তি ও শ্রীশিব-ভক্তির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 'শ্রীনৃসিংহতাপনী' শ্রুতি বলিতেছেন,—"একজন উপনীত ব্যক্তি—অনুপনীত একশত জনের সমান; আবার, একজন বানপ্রস্থ—একশত গৃহস্থের সমান; একজন যতি—একশত বানপ্রস্থের সমান; একশত যতি—একজন রুদ্রমন্ত্র-জাপক-তুল্য; একশত রুদ্রজাপক—একজন অথর্ব্বাঙ্গীরস-নামক (বেদ) শাখাধ্যাপকের তুল্য; একশত অথর্ব্বাঙ্গীরস-শাখাধ্যাপক—একজন শ্রীনৃসিংহমন্ত্ররাজাধ্যাপকের সমান।"

শিবাদি দেবতা স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন

শ্রীশিবকে স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-জ্ঞানে অর্থাৎ "বিষ্ণুর পরমপদ যেরূপ স্বতন্ত্র ভগবান্, শিবও তদ্রূপই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শিব বিষ্ণুর পরতন্ত্র নহেন।"—এরূপ-ভাবে শিব-ভজনে ভৃগু-মুনির একটি ভীষণ শাপ আছে,—"যাহারা ভবব্রত-ধারণ-কারী অর্থাৎ শিবকে 'স্বতন্ত্র-ভগবান্' জ্ঞানে বৈষ্ণবের প্রতি অবমাননাকারী, সেই সকল ব্যক্তি অথবা তাহারা যাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সৎ-শাস্ত্র পঞ্চরাত্রাদির বিরুদ্ধবাদী হইয়া পাষণ্ডিরূপে গণ্য হউক।"—(ভাঃ ৪।২।২৭-২৮)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এস্থানে বলিতেছেন,—"বেদ-বিহিত ভবের ব্রতের প্রতিই শাপ প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ যদি মনে করেন যে, 'বৈদিক দেবতা শিবের স্বতন্ত্র-ভাবে পূজা

বৈদিক দেবতাগণেরও স্বতন্ত্রপূজা নিষিদ্ধ

করিলে বেদবিহিত কার্য্যই হইবে, তাহাতে পাষণ্ডিত্বের আরোপ হইতে পারে না।', তাহা নহে। কেন-না, বেদ-বিধি-বিরুদ্ধ শৈব তান্ত্রিকগণের পাষণ্ডিত্বও পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে; বিশেষতঃ ভৃগু শ্রীহরিকে বেদের মূলস্বরূপ বলিয়াছেন, বেদ-বিধির লঙ্ঘন করিতে তিনি বলেন নাই; কিন্তু বেদ-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ বিষ্ণুর পরতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে শিবের উপাসনা বেদ-বিহিত নহে; তাহাতে পাষণ্ডতা উপস্থিত হয়,—ইহাই তিনি জানাইয়াছেন।

বিষ্ণুর বহিরঙ্গের আবরণ-সেবকরূপে অপ্রাকৃত অন্যান্য দেবগণেরও পূজার বিধান আছে। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭ম বিঃ ১১৯-১২০ সংখ্যা ও পরবর্ত্তী ২৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

যুধিষ্ঠিরের আচরণ

শ্রীযুধিষ্ঠির যেরূপ রাজসূয়-যজ্ঞে কেবলমাত্র বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য দেবতাগণকে ভগবানের বিভূতিরূপে পূজা করিয়াছিলেন অর্থাৎ কাহাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে পূজা করেন নাই, ভগবানেরই আজ্ঞা-বাহক ভৃত্যরূপে পূজা করিয়াছেন, সেরূপভাবে কেহ কেহ বিষ্ণুর বিভূতি-জ্ঞানে অন্য-দেবতার পূজা করিতে পারেন; কিন্তু, পরমপুরুষ বিষ্ণুর পূজাই মূল; যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—"হে গোবিন্দ! আমি রাজসূয়-যজ্ঞের দ্বারা আপনার পবিত্র বিভূতিসমূহের (অংশ ও আধিকারিক দেবতাগণের) যজন করিব। হে প্রভো! আপনি আমাদের সেই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।"

প্রহ্লাদের আচরণ

(ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ অন্তর্হিত হইলে) প্রহ্লাদ-মহারাজ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের অংশাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি

ও অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিলেন।

অতএব অন্যান্য দেবতাকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর অধীন 'তদীয়' বলিয়া উপাসনার কথাই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবতাগণের অবজ্ঞা ও নিন্দাদি বিশেষ দোষ; তবে অন্যান্য দেবতা ও পরমেশ্বর বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করাও ভীষণ অপরাধ। তাহা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা—উভয়েরই প্রতি নিন্দাপূর্ণ মিছা-ভক্তি। অন্যান্য দেবতা শ্রীবিষ্ণুর সেবাতেই পরিতৃপ্ত হন। কারণ বিষ্ণুও তাঁহাদেরই আরাধ্য।

দেবতান্তরের নিন্দা দোষাবহ

যাঁহারা শিব বা দেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে উপাসনা করেন,—তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, সর্ব্বাগ্রে তাহা বিচার করা আবশ্যক। তাঁহারা কি শিব, শক্তি প্রভৃতির নিত্য-সেবা বা সুখ কামনা করেন? না—তাহাদিগের সাময়িক অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া নিজের অন্য কোন কার্য্যসিদ্ধি চাহেন? যদি শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশাদির নিত্য-সুখ কামনা করেন, তবে সেবক তাঁহাদের নিত্য অস্তিত্বের প্রতি কোন দিনই বিদ্রোহী হইতে পারেন না। শিব-উপাসক নিজেই যদি শিব হইয়া যান, তাহা হইলে আর শিবের সেবা রহিল কোথায়? "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" মুক্তাবস্থায় যদি 'সদা-শিব'ই হওয়া গেল, তাহা হইলে সদাশিবের প্রতি পূর্ব্বের শ্রদ্ধা কেবল ব্যবহারিক, সাময়িক লোকদেখান কপটতা-মাত্র। রাজা বাণ শিবের পরমভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিত। সে মহাদেবের তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হয় এবং পরে সহস্র

অন্যদেবতায় স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন-বিচার

ঐরূপ দেবতাভক্ত-গণের পরিণাম

বাহুদ্বারা মহাদেবেরই সহিত যুদ্ধ করে। পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন পরম শিবভক্ত বলিত; সে শিবের কঠোর তপস্যা করে এবং শিবের নিকট এই বর চাহে যে, সে যেন কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। তৎফলে সে চিরবিনষ্ট হয়। বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল, সে শিবের সাধন আরম্ভ করে এবং কঠোর তপস্যা করিয়া শিবের নিকট হইতে এই বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মাথায় সে হাত দিবে, সেই ব্যক্তি যেন তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃক এই বর পাইয়া ইহার ফলাফল পরীক্ষার জন্য সর্ব্ব-প্রথমে বরদাতা শিবকেই নির্ব্বাচন করিয়া শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হয়। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃককে বলিলেন,—"শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না, তুমি নিজের মাথায়ই হাত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না।" বৃক বিষ্ণু-বঞ্চনায় বঞ্চিত হইয়া নিজের মস্তকে হস্ত প্রদান-মাত্রই বিনষ্ট হইল। শিবকে বিনাশ করিতে গেলে কৃষ্ণ ফলরূপে তাহার আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন। কেননা, শিব তাঁহার প্রিয়তম নিত্য ও অভিন্ন অঙ্গ; তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। যাঁহারা শিবের উপাসনা করিয়া নিজেরাই শিব হইতে চাহেন অর্থাৎ শিবকে লুপ্ত করিয়া নিজেরাই শিবত্ব লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট হইতে আত্মহত্যা অর্থাৎ চরমে নির্ব্বিশেষগতি বা নির্ব্বাণ—যাহাতে চেতনের নিত্যবৃত্তি লুপ্ত হয়, এইরূপ এক অদৈবগতি লাভ করেন।

শিবোপাসকের শিব হইবার চেষ্টা!

প্রকৃত শিবভক্তের আচরণ

প্রচেতোগণ যেরূপ শিবভক্ত ছিলেন সেইরূপ শিবভক্ত-দ্বারাই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরু-পাদপদ্মজ্ঞানে শিবের পূজা করিয়াছিলেন; প্রকৃত শিবভক্তগণ নিজেরা সদাশিব হইতে চাহেন না—শিবের শিবত্ব স্বয়ংই আত্মসাৎ করিবার জন্য শিবের তপস্যা করেন না, পরন্তু শিবের পূজা করিতে করিতে তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করেন,—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরূপাধিকাং মে॥

শিবভক্ত শ্রীধর স্বামীর 'অবিধি' শব্দের ব্যাখ্যা

এজন্যই গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা বিষ্ণুতে পরমেশ্বর-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, অন্য দেবতাতে পরমেশ্বর-বুদ্ধি আরোপ করিয়া পূজা বা শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করে, তাহাদের পূজা অবৈধ। 'অবৈধ'-শব্দ দ্বারা পরমশিবপ্রিয় শ্রীধরস্বামী জানাইয়াছেন,—"যে বিধি-দ্বারা গতাগতি নিবৃত্ত হয়, সেই বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক।" এই উক্তি-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঐরূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-জ্ঞানে কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য দেবতার পূজায় গতাগতি নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

শুদ্ধ মুক্তিপদে দায়ভাক্ কে ?

একমাত্র কৃষ্ণে শরণাগত ব্যক্তিই মুক্তিপদে দায়ভাক্। কিন্তু, স্বতন্ত্র করিয়া দেবতা-কল্পনাপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি শরণাগতি কখনও কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য আত্মবিনাশরূপ তথাকথিত মোক্ষের হেতু হইলেও অন্যথারূপ-পরিত্যাগাভাবে স্বরূপে অবস্থিতিরূপ মুক্তির হেতু নহে। ঋগ্‌বেদ-ব্রাহ্মণের মন্ত্রপ্রমাণে জানা যায়,—

ঋগ্‌বেদ ব্রাহ্মণের প্রমাণ

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ।"

'বিষ্ণুই পরমেশ্বর, অন্যান্য দেবতাগণ মধ্যম এবং অগ্নি অধম।' বেদের এই বাক্য উদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামী বলিয়াছেন,—

দেবানামবমোঽগ্নির্বৈ বিষ্ণুস্তু পরমঃ প্রভুঃ।
তদন্তরেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বা অন্যাস্তু দেবতাঃ॥
ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণং হ্যাদাদেবং তরতমত্বতঃ।
দেবান্ সর্ব্বান্ বিবিচ্যোক্ত্বা বিষ্ণোঃ পরমতাং জগৌ॥
তস্মাত্তু পরমং বস্তু ন কিঞ্চিদপি শংসতি।
এতে প্রধানা দেবেষু তেষ্বপ্যেষ ক্রমঃ কিল॥
অতো বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রুতিমতাদভূৎ।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম ন শ্রৌতমিতি চাপ্যভূৎ।
বেদব্যাখ্যানরূপং যদ্ ব্রুবন্তি ব্রাহ্মণং বুধাঃ॥
উক্তার্থস্য সমস্তস্য প্রমাণেন প্রসিদ্ধতাম্।
বৈ-শব্দেনাহ তদ্বক্তি সর্ব্বমানৈশ্চ সিদ্ধতাম্॥
শ্রুত্যা স্মৃত্যানুমানেন প্রত্যক্ষেণ চ যোগিনাম্।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্বং হি সিদ্ধমিত্যাহ সা শ্রুতিঃ॥

অতস্ত্রিদেবতৈক্যং স্যান্ন পুরাণ-শতৈরপি।
বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাদিতি যৎ সূত্রশাসনম্ ॥
যত্তা লক্ষ্ম্যাদি-ভৃগ্বন্তা দেবা দেব্যশ্চ মধ্যগাঃ।
তত্তাঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ শক্ত-দেবতোক্ত্যা শ্রুতির্জগৌ ॥
নান্বশ্রুবন্তি তে বিষ্ণোর্মহিত্বমিতরে ত্বিতি।
যতঃ শ্রুতিরতোঽপ্যৈক্যং তেন নান্যস্য কস্যচিৎ ॥
জাতো বা জায়মানো বা বিষ্ণোঃ কশ্চিৎ পুমাংস্তব।
মহিম্নোঽন্তং পরং নাপেত্যাহ কাচিচ্ছ্রুতিঃ প্রভুম্ ॥
(যুক্তিমল্লিকা, গুণসৌরভঃ ৫৬১—৫৭০)

বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, অন্য দেবতা মধ্যম, অগ্নি অধম

'অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ'—এই ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, অন্যদেবগণের মধ্যমত্ব এবং অগ্নির অধমত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব বিষ্ণু অপেক্ষা উত্তমবস্তু আর কিছুই নাই। সর্ব্বপ্রধান দেবগণের মধ্যেও এই ক্রম পূজনীয়।

এইরূপ সমস্ত শ্রুতিসিদ্ধান্ত দ্বারা বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম এবং অন্যদেবগণ অধম—এইরূপ ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগ বেদের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণভাগে উক্তবিষয়ই বেদতাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য।

শ্রুতি স্বীয় উক্তির দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য 'অগ্নির্বৈ' ইত্যাদিস্থলে 'বৈ' শব্দের উক্তি করেন। 'বৈ' শব্দ বাক্যার্থের সর্ব্ব-প্রমাণসিদ্ধত্ব-জ্ঞাপক।

শ্রুতি, স্মৃতি, অনুমান ও যোগিগণের প্রত্যক্ষদ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রুতি 'বৈ' শব্দদ্বারা বলিয়াছেন।

অতএব শত পুরাণকর্ত্তৃকও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের একত্ব বলিবার সামর্থ্য নাই। শ্রুতিবিরোধ হইলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্ণীত হয়। ইহা জৈমিনিও বলিয়াছেন।

অগ্নি-ব্যতীত সকল দেব, দেবী ও ঋষিবাচক সামান্য-দেবতাশব্দ-দ্বারা সকলের গ্রহণপূর্ব্বক মধ্যমত্ব-নির্ণয়হেতু বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিষ্ণু ও অন্য দেবতা

'হে বিষ্ণো! অন্যে আপনার মহিম-লাভে সমর্থ হন না'—এই শ্রুতিবাক্যে ঐক্য-নিরাকরণ-হেতু বিষ্ণুর নিকট হইতে সকলের ভেদই অবগত হওয়া যায়।

'হে বিষ্ণো! ভূত এবং ভবিষ্যৎ কোন পুরুষই তোমার মহিমার পার লাভ করিতে সমর্থ নহে।'—এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদসূচক বাক্যের তাৎপর্য্য

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদসূচক যে সকল উক্তি আছে, বা দুর্গাশিবাদির সহিত বিষ্ণুর অভিন্নত্ব-প্রতিপাদক যে-সকল উক্তি, তাহা তদায়ত্ত-বৃত্তি-বোধক। সেখানে স্বরূপতঃ অভেদ কথিত হয় নাই। আর যেখানে মায়া-উপহিত শিব-দুর্গাদির কথা, সেখানে কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, তাহার মূল প্রতিজ্ঞাই উহাদের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিত্যস্বরূপ বিষ্ণুর সহিত অত্যন্ত ভেদ করিয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের নিম্নলিখিত টীকাংশ পাঠ করিলেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"ক্বচিদ্দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বন্তু শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া, অতএবোক্তং গৌতমীয়কল্পে—'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥"

অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা নাম তস্মান্নেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। 'দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ড-রসবল্লভা। অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥' ইতি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় কোথায়ও দুর্গার অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকৃত। গৌতমীয়-কল্পে তাহাই কথিত হইয়াছে,—'যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। এই দুইয়ের ভেদদর্শী সংসার হইতে মুক্ত হয় না।' সেই স্থলে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই দুর্গা নাম। এই দুর্গা মায়ার অংশ-রূপিণী দুর্গা নহেন। ইহাই সূচিত হয়,—'পূর্ণরসময়ের প্রিয়া স্বরূপশক্তিকেই সাধুগণ দুর্গা বলিয়া থাকেন। অখিলেশ্বরী মহামায়া দুর্গা ইহারই আবরণী শক্তি—যিনি সমস্ত জগৎকে ও সকল দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।'

স্বরূপশক্তি ও মায়াংশ-রূপিণী দুর্গা

পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি গোবিন্দ সর্ব্ব-কারণ-কারণ কৃষ্ণ স্বয়ংই স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা—এই বিচার অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ও দুর্গার একত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু, মায়াবাদিগণের মায়োপহিত-চৈতন্য দুর্গার সচ্চিদানন্দত্ব তাহাদেরই বিচারে নাই বলিয়া কৃষ্ণের সহিত অত্যন্ত ভেদ অর্থাৎ কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াংশভূতা ছায়াশক্তি মাত্র। তাহাই আবরিকা শক্তি বা মহামায়া। সুতরাং বৈষ্ণবগণের বৈদিক নিত্য বিচারের সহিত অবৈদিক নিত্য-বিচারের ভেদ আছে।

আবরিকা শক্তি

মায়োপহিত-চৈতন্য দুর্গা, শিব বা কল্পিত বিষ্ণু প্রভৃতি 'ব্রহ্ম হইতে এক ধাপ নীচে'—ইহা মায়াবাদিগণ বলেন, অর্থাৎ উহারা প্রপঞ্চাতীত নিগুর্ণ নহেন। তাঁহাদের মতে

প্রপঞ্চাতীত অবস্থা কি নির্ব্বিশেষ ?

প্রপঞ্চাতীত অবস্থা কেবল নির্ব্বিশেষ। কিন্তু, বৈষ্ণবগণের আরাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবস্বরূপ শিব-দুর্গাদি অধোক্ষজ ও প্রপঞ্চাতীত। বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর ন্যায় কাল্পনিক ঈশ্বর বা দেবতার পূজা করেন না।

"ব্রহ্মায়ং গুণপূর্ণত্বাৎ পরমশ্চোত্তমত্বতঃ।
তন্নির্গুণঞ্চ পরমং ব্রহ্ম নারায়ণঃ সদা॥"

(যুক্তিমল্লিকা, গুণসৌরভ ৫৭৩)

'পরম', 'ব্রহ্ম' ও 'নির্গুণ'

অতএব নারায়ণ গুণপূর্ণ বলিয়া 'ব্রহ্ম', উত্তমত্ব-হেতু 'পরম' এবং ত্রিগুণরহিত বলিয়া 'নির্গুণ' নামে শ্রুতিতে সর্ব্বদা উক্ত হইয়াছেন।

শ্রুতির অনুগত সর্ব্বমান্য গীতাশাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"।

(গীঃ ১৪।২৭)

কৃষ্ণ ব্রহ্মের আশ্রয়

আমি পরমপুরুষ কৃষ্ণ—ব্রহ্মের আশ্রয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই সর্ব্বকারণ-কারণ ও অধোক্ষজ। ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ।

"ব্রহ্ম যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি-, সংহার করিতে পারেন। অন্যথা স্পন্দন করিতেও সমর্থ হন না।"—এইরূপ উক্তি বেদ-বিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক। প্রশ্নোপনিষৎ বলেন,—"স ঈক্ষাঞ্চক্রে।" ঐতরেয় বলেন,—"স ঐক্ষত লোকান্ অনুসৃজা। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।" শ্রুতির অনুগতা গীতা বলেন,—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" বিষ্ণুর অধ্যক্ষতায়ই প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করে।

কেনোপনিষৎ আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, যখন দেবতাগণ স্ব-স্ব-শক্তিতে অহঙ্কারী হইয়াছিলেন, তখন পরব্রহ্ম তাঁহাদের স্বতন্ত্রশক্তির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে একটি তৃণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নি তাঁহার শত চেষ্টাতেও তৃণটীকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। বায়ু তৃণটিকে নড়াইতেও পারিলেন না। ইন্দ্র সেই পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে সেই পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। তখন আকাশে উমাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি আবির্ভূতা হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেন নাই যে, আমার শক্তিতেই তোমরা অসুর-গণকে পরাজিত করিতে পারিয়াছ এবং গৌরব লাভ করিয়াছ। কিন্তু উমাদেবী বলিলেন,—'আমারও যিনি ঈশ্বর সেই পরব্রহ্মের বিজয়েই তোমাদের গৌরব।'

কেনোপনিষদের আখ্যায়িকা

এই শ্রুতির দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, উমাদেবী বা শক্তি স্বতন্ত্রা নহেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র পুরুষ। উমাদেবীও সেই ব্রহ্মেরই শক্তিতে শক্তিশালিনী। ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—'বিষ্ণু', তাহা আমরা বেদান্তের সঙ্কর্ষণ-সূত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাই। আর, বেদান্তবেদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-মুখে সেই কথাই জানাইয়া দিয়াছেন,—

শক্তি স্বতন্ত্রা নহেন

'ব্রহ্ম'শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।

* * *

তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।১১১,১১২,১৪০)

বেদানুগগণের পঞ্চোপাসনা ও আধুনিক পঞ্চোপাসনা

শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বা প্রকৃত বেদানুগত সাত্বত-সম্প্রদায়ের বিষ্ণু-রুদ্র-শক্তি-গণপতি সূর্য্যোপাসনার সহিত আধুনিক পঞ্চোপাসকের তত্ত্বদুপাসনার সম্পূর্ণ ভেদ রহিয়াছে। সাত্বত ভাগবতগণই শিব, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্যের যথার্থ সম্মান, পূজা ও প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা কোন কল্পিত মূর্ত্তির পূজা করেন না; বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণে ঐ সকল দেবতার যে স্বরূপাত্মক নিত্যমূর্ত্তি আছে, সেই সকল নিত্যমূর্ত্তিরই পূজা, বিষ্ণুর সেবক-বিচারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ সকল দেবতার নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কামনা করিয়া দেবতাদিগকে জীবের 'খিদ্‌মদ্‌গার' বা প্রয়োজন-সরবরাহ-কারিরূপে স্থাপন করেন না। পরন্তু, ঐ দেবতাগণের যাহা মনোঽভীষ্ট ও প্রীতিকর, সেই ভগবৎসেবাকামের জন্য দেবতাগণের কৃপা ও বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু পঞ্চোপাসকগণ স্ব-স্ব কামনাসিদ্ধির জন্য বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণপতি ও সূর্য্যাদি দেবতার সাময়িক ও নৈমিত্তিক অনিত্য রূপ কল্পনা করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বিচার করেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—ইহাই পঞ্চোপাসকগণের প্রসিদ্ধ মূল-মন্ত্র। ইহা দেবতাগণকে অপমান করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিছুকালের জন্য স্বকার্য্য-সিদ্ধ্যর্থ দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে তোষামোদ করা এবং পরে তাঁহাদের

'সাধকানাং হিতার্থায়'

নাম ও রূপকে অনিত্যজ্ঞানে বিসর্জ্জন দেওয়া দেবতাগণের অসম্মান করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের উপাসনা পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিক মাত্র। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপাসনা পারমার্থিক ও নিত্য।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

"সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিঁল্লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে, ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।"

পীঠাবরণস্থিত দুর্গা-গণেশাদি

ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠে নিত্য বিষ্ণুর কিঙ্কর (ভাঃ ১১।২৭।২৯)। সেই বৈকুণ্ঠসেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবগণ মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মক।

পঞ্চোপাসনায় পঞ্চদেবতার নিত্যরূপ স্বীকৃত হয় না। অপিচ, পঞ্চদেবতার যে-কোন একটী রূপকে স্বতন্ত্র সগুণ ঈশ্বর-বিচারে সাময়িকভাবে তাঁহার ব্যবহারিক উপাসনার ছলনা দেখান হয়। কিন্তু, বৈষ্ণবগণ যে-প্রকার প্রোক্ষণাদির দ্বারা মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণে নিত্য গণেশ-দুর্গাদির পূজা করেন, তাহাতে ঐ-সকল দেবতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে বা কল্পিত অনিত্য নাম-রূপে পূজিত হন না।

অবৈদিক দেবতা ও বৈদিক দেবতার স্বতন্ত্রপূজা

বৈষ্ণবগণ বেদে যাঁহাদের উল্লেখ নাই, এরূপ দেবতা-গণের পূজা করেন না। আবার বেদোল্লিখিত দেবতাগণেরও স্বতন্ত্রভাবে পূজা করেন না। বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের দ্বারাই বৈদিক দেবতাগণের পূজা বিহিত।

বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের দ্বারা দেবতান্তরের পূজা

অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চ্চয়েৎ॥
হরেভু´ক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুযামলও লিখিয়াছেন,—

পিত্রাদির তর্পণ

বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্॥

ভগবৎপীঠাবরণ দেবতার মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই। সুতরাং, ভূতপূজা বা মদ্যমাংস-দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ।

ভূতপূজা বা তামসিক পূজা

যক্ষানাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজান্তথা।
দিবৌকসাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্॥

প্রশ্ন হইতে পারে,—সমাজে যে, লোকে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিতেছেন, ইহা কি সকলই ভুল?

তদুত্তর এই যে, জগতের সমস্ত লোক ভুল বা শুদ্ধ বলিলেই তাহা ভুল বা শুদ্ধ হইবে না। যিনি সকলের গুরু, যাঁহার কথায় কোন ভ্রম-প্রমাদ নাই, তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা দরকার। জগদ্‌গুরু শম্ভু পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা কি?

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। যাঁহার কথার কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না, তিনিই ইহা বলিতেছেন। দেব-দেবী বিষ্ণুর এক একটি আধিকারিক শক্তি। সেই

শক্তির মূল উৎস বা আকর—বিষ্ণু। ইহা কেনোপনিষদ্ও বলিয়াছেন। ইন্দ্রের র্বষণ-ক্ষমতা, অগ্নির দহন-ক্ষমতা, বায়ুর সঞ্চালনী শক্তি বিষ্ণু হইতেই প্রাপ্ত। ইহা হৈমবতী উমা জানাইয়াছিলেন। মহাদেবও তাহাই বলিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার পূজা বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য-প্রসাদের দ্বারা করিতে হয়। ভুবনেশ্বরে অদ্যাপি সেই আদর্শ প্রচলিত আছে,—শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের নির্ম্মাল্য-দ্বারা ভুবনেশ্বর-শিবের পূজা হয়। ইহার দ্বারা অন্যান্য দেবতাকে অবমাননা করা হইবে, যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

ভুবনেশ্বরে পূজা-বিধান

অন্য দেবতার অবজ্ঞা বা নিন্দা কখনই করিতে হইবে না। "ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।" তাই বলিয়া চৌকীদারকে বা দ্বারপালকেও 'সম্রাট্' বলা হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে, গভর্ণরকে, ভাইস্‌রয়্‌কে, এমন কি প্রধান মন্ত্রীকেও 'সম্রাট্' বলিতে পারা যায় না। প্রধান-মন্ত্রীকে সম্রাজীর স্বামী না বলিলে তাঁহার নিন্দা বা তাঁহাকে অসম্মান করা হয় না। সরকারী লোক-হিসাবে তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে হইবে। অন্যান্য দেবতাকে বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের দ্বারা পূজা করিলে তাঁহারা তাহা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিবেন। যদি রাজার বাড়ী হইতে চৌকীদার, ম্যাজিষ্ট্রেট্, গভর্ণর, ভাইস্‌রয়্, এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট কোন ভেট আসে, তবে তাঁহারা সম্রাটের অনুগ্রহকে কত আনন্দ ও আদরের সহিত গ্রহণ করেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক সম্মানিত ও গৌরবান্বিতই বোধ করেন। তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যের দ্বারা অন্যান্য দেবতা

প্রধান মন্ত্রী সম্রাজীর পতি নহেন

পূজিত হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিতই বোধ করেন। সম্রাটের দ্রব্য তদধীন সেবকবৃন্দ প্রসাদরূপেই গ্রহণ করেন, অন্যভাবে গ্রহণ করিলে তাহাতে রাজদ্রোহরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। ইহাকেই গীতা অবিধিপূর্ব্বিকা পূজা বলিয়াছেন অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবদ্‌বিচারে অন্যান্য দেবতার উপাসনা অবৈধী।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১২)

বিষ্ণুই দেবতাগণের প্রাণ

প্রাণ থাকিলে ইন্দ্রিয়গুলির থাকা লাভ হইবে। অচ্যুত—যাঁহার চ্যুতি-বিচ্যুতি নাই। তিনিই সকল দেবতার প্রাণ। স্থিতির দেবতা তিনি। স্থিতি লইয়াই আমাদের দরকার; সৃষ্টি ও ধ্বংসে আমাদের প্রয়োজন নাই। নিত্যবস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংস নাই। নিত্য বা সনাতন শব্দের অর্থই সর্ব্বদা স্থিতিশীল। সম্রাটের নিকট উপঢৌকন দিলে চৌকিদার, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা ভাইস্‌রয়্ বারণ করিতে পারেন, না; তদ্রূপ বিষ্ণুর সেবা করিলে অন্যান্য দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন না। তাহাতেই তাঁহাদের সন্তোষ হয়। এই সকল শাস্ত্রের বিচার ছাড়িয়া দিলেও লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন হিন্দুরা কি করেন? অন্য দেবতার নাম বলেন, না হরিবোল বলেন? মৃতব্যক্তিকে বেল-তলায় লইয়া যান, না তুলসী তলায় লইয়া যান? অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাশীতে শিব তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইয়া জীবকে মুক্তি প্রদান করেন। ইহা

লৌকিক আচারেও বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ

শাস্ত্রে ও জনশ্রুতিতে এখনও প্রচারিত আছে। বিষ্ণুর নামই তারকব্রহ্ম-নামরূপে প্রচারিত; অন্য দেবতার নাম নহে। বৈষ্ণবগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও যখন অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কোন পূজার অনুষ্ঠান করেন, তখন 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' বলিয়া একটি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। শালগ্রাম আসিলেই সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা যে কাঠামো বা প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন, শালগ্রাম বিষ্ণুই তাহার প্রাণ। অন্যান্য দেবতার কাঠামো বা প্রতিমাকে জীবের মত বিসর্জ্জন করা হয়। কিন্তু নারায়ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই বলিয়া, তাঁহার বিসর্জ্জন নাই। নারায়ণের বিসর্জ্জন নাই, কেননা তিনি নিত্যস্থিতির কর্ত্তা, পালনের কর্ত্তা তিনি, যতকিছু বিলাস-আনন্দ-বৈচিত্র্য ও স্থায়িত্ব, তাহার মালিক তিনি, বাঁচাইবার মালিক বিষ্ণু। সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন বলিয়া তিনি সকলের প্রাণ। তিনি সকল জীবের প্রাণ, সকল আধিকারিক দেবতার প্রাণ, সকল বস্তুর প্রাণ, তাঁহা হইতে বস্তুর বস্তুত্ব। সূর্য্যের মধ্যে অন্ধকার নাই, অন্ধকারে রৌদ্র নাই, তদ্রূপ বিষ্ণুতে মায়া নাই, তিনি মায়াধীশ। বিষ্ণুর কাঠামো নাই, অন্য দেবতার কাঠামো আছে, বিসর্জ্জন আছে। জীবের দেহ-দেহী ভেদ আছে। বিষ্ণুর নাম, রূপ, বিগ্রহ—একই জিনিষ, বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ ও আত্মা একই জিনিষ, অঙ্গী ও অঙ্গ—একই জিনিষ। অন্য দেবতার প্রতিবৎসর কাঠামোতে আবাহন, প্রাণসঞ্চার ও বিসর্জ্জন হয়; কিন্তু বিষ্ণুর অর্চ্চা এরূপ নহে। সব সময় শাল-গ্রামের পূজা ও অবস্থান। বৎসরের

অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত প্রথা

নারায়ণের বিসর্জ্জন নাই কেন?

কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে শালগ্রামের আবাহন বা পূজার ব্যবস্থা-মাত্র হয় না।

"প্রাণস্য প্রাণঃ"

অঙ্গী বিষ্ণু সকলের প্রাণ। "প্রাণস্য প্রাণঃ, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্।" প্রাণই যদি না থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি কোন কার্য্য করিতে পারে না।

সপ্তম প্রসঙ্গ

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ও চিজ্জড়-সমন্বয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারের প্রতিবাদ !

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন এক সমন্বয়বাদী (?) শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিচারকে আক্রমণ ও ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন,— "'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' ও 'যত মত তত পথ' কথার অর্থ গৌড়ীয়মঠ বুঝিয়াছে—'ভাল মন্দ সকল মত সকল কথাই সমান; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সবই সমান।" ইহার উত্তর একটু ধীরভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সমন্বয়-বাদিগণের মূল প্রামাণিক মহাজন ও শাস্ত্র হইতেই তাহা বিচার করা যাইতেছে।

আধুনিক 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়'-মতে যদি, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এমন কি, নিগু'ণ ধর্ম্মকে একাকার করিবার চেষ্টা না হইবে, তাহা হইলে 'আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, সহজিয়া, সখীভেকী প্রভৃতি তামসিক, রাজসিক

ও সর্ব্বসাধুবিগর্হিত মত অনুসরণ করিয়াও ভগবান্ লাভ করা যায়', সমন্বয়বাদে ইহা বলা হয় কেন? যথা—"প্রথমে কর্ত্তাভজা-সাধন আরম্ভ হইল, তারপরে বাউল সাধন। * * **যে মতে মল-মূত্র, রজোবীজ প্রভৃতি লইয়া সাধন করিতে হয়, সেই সব সাধনেও সিদ্ধ হইয়া ভগবান্ লাভ করা যায়।** * * * আবার হঠাৎ তাঁহার ভিতর হইতে জীবাত্মা বাহিরে আসিয়া লক্ লক্ জিহ্বা অগ্নিশিখা-রূপে সে সকলের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন,—**বিষ্ঠা মূত্র কিছুই বাদ গেল না।** তিনি জানিলেন, **সব এক—অভেদ।** আমরা যে জড় ও চৈতন্যে ভেদ করি, তাহা আমাদের অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাব"—(মাসিক বসুমতী—বৈশাখ, ১৩৪৩, ৭-৯ পৃষ্ঠা)

আধুনিক সমন্বয়বাদের সাধনের ইতিহাস

মল-মূত্র-রজঃ ও বীজ এই সকল জিনিষও কি সাত্ত্বিক? জড় ও চেতন সকলই এক, ইহা ত' কোন বেদানুগ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি তামসিক ও রাজসিক মতবাদকে সকল মহাজনই বৈষ্ণবধর্ম্মের বালাই বলিয়াছেন। মহাত্মা তোতা-রাম বলিয়াছেন,—

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ধর্ম্মের একাকার

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত্‌গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তের'র সঙ্গ নাহি করি॥"

শ্রীতোতারামের উক্তি

কিন্তু নূতন মত আবিষ্কৃত হইল—"পায়খানার দরজা দিয়াও ঠাকুর ঘরে ঢোকা যায়!" ভগবান্ ইচ্ছা করুন

আর না-ই করুন, আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আমরা গায়ের জোরে বিষ্ঠালিপ্ত অঙ্গে ঠাকুর-ঘরে ঢুকিব! ইহা সাত্ত্বিক, রাজসিক, না তামসিক মত? এইরূপ ত্রিগুণ-তাড়নার সহিত 'ভক্তি' ও 'প্রেম' এক,—ইহা ত' ভক্তি-রাজ্যের শিক্ষক-সম্রাট্ শ্রীচৈতন্যের মুখে বা বেদ, ভাগবত, গীতা কোথায়ও শুনা যায় না।

গায়ের জোরে ঠাকুর ঘরে ঢুকা!

মদ্য, মৎস্য, মাংস—এই সকল দ্রব্য সাত্ত্বিক, না রাজসিক ও তামসিক? সমন্বয়বাদের মতে যে-কেহ ইচ্ছা করিলে মদ্য, মৎস্য, মাংস ভোজন, ইচ্ছা না করিলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু উভয় শ্রেণীর ফলে কোনও পার্থক্য নাই। "মদ্যপায়ী, গো-মাংস-ভোজী যে ফল লাভ করিবেন, ভগবৎপ্রসাদ-সেবীও সেই ফলই লাভ করিবেন (উভয়েই ভগবান্ লাভ করিবেন); সুতরাং ঐরূপ নিষিদ্ধ মাংস-ভোজন ও নির্গুণ ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ একই জাতীয়! 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' এই সকল শ্রুতির বিচার একঘেয়ে ও সাম্প্রদায়িক—গোঁড়াগণের বিচার! বৈদিক (?) সন্ন্যাসীও মদ্য, মৎস্য, মাংসাদি-ভোজন, বিলাতি ও দেশী চুরুট—যাহাই গ্রহণ করুন না কেন, ঐসকল বাহ্য খোসা লইয়া টানাটানিতে কিছু আসে যায় না।"—যাঁহাদের এই সকল মত, তাঁহাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সব সমান নহে কিরূপে?

সমন্বয়বাদের যথেচ্ছাচারিতা

'উদ্বোধন' ও 'বসুমতী' পত্রিকার কোনও বিশিষ্ট প্রবন্ধ-লেখক গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৩) তারিখের দৈনিক 'বসু-মতী'তে "যত মত তত পথ" এই মতবাদ সমর্থন করিতে

গীতায় ও ভাগবতে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রতিবাদ

গিয়া বলিয়াছিলেন,—"মহাপুরুষের মুখে উক্ত হইয়াছে—'যত মত তত পথ'; দেবদেবী তেত্রিশকোটি কেন, মনুষ্য-সংখ্যা, এমন কি জীবসংখ্যার পরিমাণানুসারেই দেবদেবীর সংখ্যা নিরূপিত হয়।"

মানবরুচির কারখানায় দেবদেবীর সৃষ্টি

এখন জিজ্ঞাস্য—জীব-সংখ্যার সকলেই কি সাত্ত্বিক, সকলেই কি রাজসিক, সকলেই কি তামসিক বা সকলেই কি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত? আবার তেত্রিশকোটী বা তদরিতিক্ত দেবতার মধ্যে সকলেই কি সাত্ত্বিক ও নির্গুণ দেবতা? যে কোন অনার্য্য, অবৈদিক ও গ্রাম্য দেবতার পূজা এবং শুদ্ধ-সত্ত্বতনু অধোক্ষজ ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা কি এক? সর্ব্ব সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর মান্য গীতাশাস্ত্র কি তাহা বলিয়াছেন?—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

(গীঃ ৭।২০, ২৩)

অর্থাৎ কাম যাহাদের জ্ঞান অপহরণ করে, তাহারাই অন্য দেবতার শরণাগত হয়। অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল অনিত্য। দেবযাজিগণ সেই সকল অনিত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীগীতার সিদ্ধান্ত

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

(গীঃ ৮।১৬)

আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব' যাহাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতই বা কি বলিয়াছেন ?—

শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ ॥
(ভাঃ ১।২।২৫-২৭)

এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময়-মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এ সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভজন-পর মুনিগণকে অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরম-কল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয়।

অতএব ভয়ঙ্করাকৃতি পিতৃ-ভূত-প্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক অসতৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন।

রজস্তমঃস্বভাবযুক্ত, সুতরাং পিতৃ, ভূত, প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবতাগণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী-বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐসকল ফলদাতা পিতৃপ্রভৃতি ইতরদেবতা-গণকে যজন করেন।

বিষ্ণুর উপাসনায় কোন কামনা নাই। বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার কামনা-পূরণরূপ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,—

ঐছে শাস্ত্র কহে,—**কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'**।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩৬)

শ্রীচৈতন্যদেব ও শাস্ত্রের কথিত 'শুদ্ধভক্তি'

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে **কৃষ্ণানুশীলন**॥
এই 'শুদ্ধা ভক্তি'—ইহা হইতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮-১৬৯)

শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের স্বরূপ

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এই সকল উক্তির প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবত ও নারদ-পঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। এখন 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব' প্রেমলাভের ও শুদ্ধভক্তির যে সকল সাধনের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিব? না— 'যত মত তত পথ' এই আধুনিক অশাস্ত্রীয়, কিন্তু গণবাদের সমর্থিত মতকে প্রামাণিক মনে করিব?

সমন্বয়বাদের মতে শুদ্ধা ভক্তি (?)

'রামকৃষ্ণকথামৃত' (প্রথম ভাগ) ২৫২ পৃষ্ঠায় (৪র্থ সংস্করণ) লিখিত আছে—"যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখ্‌তে চায়, আর কিছু—ধন, মান, দেহ-সুখ কিছুই চায় না—এর নাম শুদ্ধা ভক্তি।" কিন্তু, শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,—ধন, মান, দেহ-সুখ মাত্র না চাওয়াই কেবল শুদ্ধভক্তির মাপ-কাঠি নহে, **ভগবান্‌কে আত্মসুখার্থ দেখিতে চাওয়াও একটা সম্ভোগলিপ্সা**। ভগবান্ দেখা দিলে, আমার সুখ হইবে। কিন্তু, তাহাতে ভগবানের সুখ নাও হইতে

পারে। ভগবানের সুখের অনুসন্ধানই "শুদ্ধা ভক্তি বা প্রেম"। যথা,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫, ২০১)

প্রকৃত শুদ্ধা ভক্তি

শ্রীচৈতন্যদেবের 'শুদ্ধভক্তি' বা 'প্রেম' সম্ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা বিপ্রলম্ভময়। এইজন্য কেবল ধন, মান, দেহসুখ না চাহিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে চাওয়াও শুদ্ধা ভক্তি নহে,—"একবার হৃৎকমলে বামে হে'লে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" শুদ্ধভক্তির কথা নহে—কৃষ্ণভোগের কথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অখিলচেষ্টা ব্যতীত অন্য-বাঞ্ছা, কৃষ্ণেতর বস্তু-পূজা, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, হঠযোগ, রাজযোগ, ফল্গুবৈরাগ্য-তপস্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণের অনুশীলনের নামই 'শুদ্ধভক্তি'। ইহাই পঞ্চরাত্র ও ভাগবতানুমোদিত 'শুদ্ধভক্তি'। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শুদ্ধ-ভক্তি ও প্রেম শিক্ষা না করিয়া কি—গণমতের নিকট প্রেম-ভক্তি শিক্ষা করিতে হইবে? কুমারের দোকানে কি কোহিনুর পাওয়া যাইবে?

সম্ভোগবাদ

সমন্বয়বাদী (?) আরও এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"জগতে কতকগুলি ধর্ম্মমত আছে, যাহাদিগকে creedal religion বলা যায় অর্থাৎ যে-সব সম্প্রদায় কোন বিশেষ

creed বা মতবাদকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লয়। * * আর একপ্রকার ধর্ম্মমত আছে, যাহাকে cultural religion বলা যায়। সেখানে ব্যক্তিগত চিন্তার ধারাকে অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে, ফুটিয়ে তোলার সুযোগ সুবিধা আছে, মূল-তত্ত্বকে এধার ওধার থে'কে বাজিয়ে দেখা, ঘেটে' ঘুটে' যাচাই করে' নেওয়া, নিজ ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি-মতেও [ক্ষুদ্রবুদ্ধি বৃহৎকে মাপিবে ও বুঝিবে! ইহা কি পরস্পর বিরোধী নহে ?—গ্রন্থলেখক] যুক্তিবিচার লাগিয়ে বুঝে নেওয়ার স্বাধিনতা [এ স্বাধীনতা কে দিয়াছেন ? নিজে নিজে পাওয়া স্বাধীনতা কি ?—গ্রন্থ-লেখক] সম্যক্ রয়েছে, যাকে বলে স্বাধিন † চিন্তার ষোল আনা অধিকার—যেমন Hinduism. এখানে কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম নেই—দেখে শুনে বাজিয়ে নেও। সদ্‌গুরু যদি মিলে নিছক্ ষোল আনা ওজন করে নিতে পার তার সম্মুখে [যে গুরুকে ওজন করা যায়, তাহা কি গুরু না লঘু ?—গ্রন্থ-লেখক]। এক কথায় বল্‌তে গেলে Scientific & up-to-date. এখানে কাছা দিয়ে কিম্বা কাছা খুলে কাপড় পর কিছু যায় আসে না। চুল মাথার সমান রাখ কি পেছনে ঝুলিয়ে দেও, কিম্বা মস্তক মুণ্ডন কর, কপালে সাদা, লাল বা কাল ফোটা লাগাও, কিম্বা না লাগাও, লাল হল্‌দে বা সাদা যে বর্ণে ইচ্ছা নিজ বসন-ভূষণকে ছোপাও একই কথা—এর কোনটার জন্যেই বাধা বা 'মাথার কিরা' দেওয়া নেই। বাইরের দিকে লক্ষ্য নেই।" [পরমেশ্বরের স্বার্থের সদসদ্-

মতবাদ ও কৃষ্টিমূলক ধর্ম্ম!

আধুনিক ধর্ম্ম!

---

† লেখকের বর্ণবিন্যাস অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত হইল।

বিচারের বেলা বাহিরের দিকে লক্ষ্য নাই। কিন্তু নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের বেলা বেশ নিয়মানুবর্ত্তিতা আছে !—গ্রন্থলেখক]

বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পনা

উক্ত লেখক বৈষ্ণবধর্ম্মকে creedal religionএর অন্তর্গত ধরিয়াছেন এবং সেই creedal religionএর স্বরূপ-বর্ণনে তিনি বলিয়াছেন,—"যে-সকল মতবাদকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হয়।" বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের মধ্যেই বৈষ্ণবধর্ম্ম-সমালোচক যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন 'মতবাদ' নহে ; দ্বিতীয়তঃ, তাহা নির্ব্বিচারে বা অযোগ্য ব্যক্তির বিচারে মানিয়া লওয়া হয় না।

'গোলে হরিবোল দেওয়া' মত

বৈষ্ণবধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি ও বিচারের ধর্ম্ম। জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোক শেষ পর্য্যন্ত বিচার-ধারা অনুধাবন করিতে চাহে না বলিয়াই 'গোলে হরিবোল' দেওয়া মত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী সুবিধাবাদ—যাহাতে "চুল মাথার সামনে রাখ, কি পেছনে ঝুলিয়ে দেও, কিম্বা কপালে সাদা, লাল বা কাল ফোটা লাগাও কিম্বা না লাগাও, যে বর্ণে ইচ্ছা নিজ বসন-ভূষণকে ছোপাও একই কথা"—এই-রূপ স্বাধীন-ইচ্ছাপূর্ণ, বিচারযুক্তিরহিত কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সকল লোক কিন্তু, সংসার করিবার বেলা খুব dogma স্বীকার করেন। নিজের পত্নী যদি ইচ্ছা হয় হাতে শাঁখা পরুন বা মাথায় সিঁতুরের ফোঁটা দিন্ বা না দিন, পাড়ওয়ালা কাপড় পরুন বা সাদা কাপড় পরুন, কিংবা অন্য কিছুই করুন না করুন, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন না, বরং তিনি নিজে পত্নীকে যে সকল পোষাক-পরিচ্ছদে—

আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা

বেশ-ভূষায় দেখিতে ভালবাসেন, তাহাই পত্নীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করান। তখন কিন্তু, তাঁহার বাহিরের দিকে বেশ লক্ষ্য থাকে ; কিন্তু ভগবান্ আমাদিগকে যে যে বিধির ভিতর রাখিয়া সংশোধন করিতে চাহেন; আমাদের স্বৈরিণী বৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তিকে উদ্বোধন-পূর্ব্বক তদনুরাগিণী করিতে চাহেন, সে সময় জেলখানার কয়েদীর ন্যায় অথবা দুশ্চিকিৎস্য রোগীর ন্যায় ভবকারাগারে নিক্ষিপ্ত আমরা বা ভবরোগগ্রস্ত আমরা বৈধী ভক্তি বা শাসনের নিয়মগুলিকে ছিন্ন করিতে চাই! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে,—শিষ্য হইতে না চাওয়া, সুবিধাবাদী হওয়া, উচ্ছৃঙ্খল হওয়া অথবা এক লাফে মহাভাগবত হওয়া! বালককে যখন গুরুমহাশয় 'ক', 'খ', লিখিতে শিখান, দাগা বুলাইতে শিখান, তখন যদি সেই বালক বলে,—"আমি কোন বিশেষ আইনে আবদ্ধ হইয়া কোন বিশেষ প্রণালীতে রেখাপাত করিব কেন? আমি উল্টা করিয়া 'ক' লিখিব বা অন্য ভাবে 'ক' লিখিব।" তাহা হইলে কি সেই ছাত্র 'ক, খ' লেখা শিখিতে পারে? শত শত অনর্থপীড়িত জীব আমরা, ধর্ম্মরাজ্যের চতুঃসীমানায় যাই নাই, আমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের শিশু বলিলেও ভুল বলা হয়, আমরা কিনা শাস্ত্র-বিচার অবহেলা করিয়া "কপালে সাদা, লাল বা কাল ফোটা লাগাও বা না লাগাও"—এই মতের আবরণে সুবিধাবাদ খুঁজিতে যাই!

যথেচ্ছাচারিতা ও সুবিধাবাদ

"গো-মাংস খাও বা না খাও, কপালে তিলক দেও আর না দেও, গলায় তুলসীর মালা দেও আর না দেও"—কাহারা

বলেন ? ইহা শত শত ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—যাহারা গো-মাংস-ভোজনের পক্ষপাতী ও গলায় তুলসী-মালা-ধারণকে অসভ্যতা মনে করে, অথবা তাহা পরিধানে যাহাদের সৎসাহস নাই, তাহারাই ঐরূপ অসার প্রলাপ বকিয়া থাকে। সেদিন এক সংবাদপত্রে আধুনিক-নারী-প্রগতিযুগের এক রমণী লিখিয়াছিলেন,—"একটি স্বামী থাকুক বা দশটি স্বামী থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাতে অন্তরের সতীত্ব-ধর্ম্ম লুপ্ত হইতে পারে না, কোন একটি লোককেই পতি বরণ করিয়া কোন বিশেষ creed-কে স্বীকার করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সোভিয়েট্ রাশিয়ার নারীজগতে এইরূপ কোন নীতির বাধ্যবাধকতা নাই,—তাই তাহাদের নারীধর্ম্ম কিরূপ Scientific ও up-to-date !"

ব্যভিচারিণী ভক্তি (?) বা কাম

বৈষ্ণবধর্ম্ম কি অন্ধ-বিশ্বাস বা অবৈধ গোঁড়ামির প্রশ্রয়দাতা ?

বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ব্বিচারে কোন মতবাদ বা creed মানিতে বলেন না; তবে ইহা বলেন যে,—বদ্ধ প্রাণি-জগতের প্রত্যেকেরই ইন্দ্রিয় ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা), বিপ্রলিপ্সা (আত্ম ও পর-বঞ্চনেচ্ছা)—এই চারিটি দোষে দুষ্ট। এই সকল দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয়-দ্বারা সে কি করিয়া অতীন্দ্রিয় পরমার্থ-বস্তুকে মাপিয়া লইবে, বাজাইয়া লইবে বা যাচাইয়া দেখিবে ? অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ বিমুখ ইন্দ্রিয় কি করিয়া পূর্ণ বস্তুর যাচাই করিবে ?

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২য় লঃ ১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

অকপট সেবোন্মুখতা

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদ-সংবাদ-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ (ভাঃ ৬।৪।৩১)

বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্ম্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥
(ভাঃ ১১।২২।৪)

যে-হেতু সর্ব্বত্র সর্ব্বতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ যিনি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার সেইরূপ বাক্যই সত্য হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই মদীয় মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমূহের বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদের কোন বাক্যই অসম্ভব নহে।

ভগবত্তত্ত্ব অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহে

শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥
(মুণ্ডকঃ ৩।২।৩ ; কঠঃ ১।২।২৩)

এই পরমাত্মাকে বেদাদি-শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না। ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

শরণাগতই শুদ্ধ-বুদ্ধি-যোগ প্রাপ্ত হন

আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য, আত্মনির্ভরশীল, দাম্ভিক-জগৎ মনে করেন, তাঁহারা অপটু ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃতকে মাপিয়া লইতে সমর্থ! অন্ধ সূর্য্যকে মাপিয়া লইতে চাহে, পঙ্গু পদ-সাহায্যে গিরি-লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা করে,—ইহাই আধুনিক rationality! শিষ্য হইবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুকে "নিছক্ ষোল আনা ওজন করিয়া নিতে পারে" তাহার পক্ষে অপর এক জীবকে গুরু বলিবার বিড়ম্বনা না করিয়া লঘু অপেক্ষাও লঘু বলা কি যুক্তিযুক্ত নহে? যে গুরু-নামধারী শিষ্য-ব্রুবের ওজনের বস্তু, কাঠগড়ার আসামী, তাহাকে 'গুরু', না বলিয়া 'শিষ্য' বলিলে বা 'খানাবাড়ীর রাইয়ত' বা 'বাগানের মালী' বলিলে আধুনিক scientific এবং up-to-date শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিরঃপীড়া উৎপাদন করে কেন, বুঝা যায় না। আধুনিক ব্যক্তিগণের নিকট তাহারাই সদ্‌গুরু, যাহারা আমার মনোধর্ম্মের খিদমদ্‌গার, আমার রুচির 'বাবুর্চি' বা 'খানসামা', 'আমার বাগানের মালী'।

আধুনিক অশ্রৌত যুক্তিবাদ

খ্রীষ্টধর্ম্ম বা অহিন্দুধর্ম্ম কোন বিশেষ কালের অভ্যন্তরে শক্তিশালী মনুষ্যের দ্বারা সৃষ্ট বা প্রচারিত, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম

বা ভাগবত ধর্ম্ম সেরূপ কালের অন্তর্গত বা মানবকল্পিত ধর্ম্ম নহে, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত ; কাজেই বৈষ্ণবধর্ম্মের dogmaগুলি মানুষের কল্পিত কর্ম্মবাদ নহে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে স্মার্ত্তধর্ম্ম দেখা যায়, উহার dogma-গুলি মনীষী বা ঋষিকল্পিত, কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মের dogma মনীষি-কল্পিত ব্যাপার নহে, তাহা সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বিধান, এজন্য তাহা বৈধী ভক্তি-শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রবন্ধলেখক স্মার্ত্ত ধর্ম্মের dogma বা কর্ম্মমার্গীয় আইন-কানুনের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈধ-ভক্ত্যঙ্গ-সমূহকে ভুল করিয়াছেন ; এখানে তাঁহার অজ্ঞতাই অপরাধী। স্মার্ত্তধর্ম্মের আইনকানুনে "কপালে লাল ফোটাই দেও, আর কাল ফোটাই দেও বা কিছু নাই-ই দেও"—এই কথাগুলি খানিকটা চলিতে পারে ; কিন্তু, যেখানে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার কিভাবে প্রীতি হয় জানাইয়াছেন, সেস্থানে তাঁহার ঐকান্তিক অনুসরণই পাতিব্রত্য ; পতি যদি কপালে লাল ফোঁটা ইচ্ছা করেন, আর পত্নী যদি সেখানে কাল-ফোঁটা লাগান, তাহা হইলে সেই পত্নীকে স্বৈরিণী বলা হইবে না কি ? পাড়া-প্রতিবেশীর পরামর্শানুসারে কিম্বা স্বতন্ত্র ইচ্ছামত পতির ঈপ্সিত লাল ফোঁটা কপালে না লাগাইয়া কাল ফোঁটা দিলে বা ফোঁটা না লাগাইলে সেরূপ পত্নীকে সহধর্ম্মিণী না বলিয়া ব্যভিচারিণীই বলা যাইবে। অধোক্ষজ ভগবান্ বিষ্ণু শাস্ত্রমুখে বলেন,—"তুলসী আমার পরম প্রিয়, তুলসীমালিকা কণ্ঠে ধারণ করিও, তুলসীদ্বারা আমার নৈবেদ্য ভোগ দিও। আমার শ্রীচরণে তুলসী প্রদান করিয়া আমার এবং তুলসীসুন্দরীর

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

পতিব্রতা ও স্বৈরিণীর বেষ

প্রীতি উৎপাদন করিও।" আমি বলিলাম,—"বিষ্ণুর কথা বা শাস্ত্র-বিশেষের কথা শুনিয়া গোঁড়ামি করিব কেন? তুলসীর মালা কণ্ঠে না দিলেই বা কি, তাহার পরিবর্ত্তে আমি গলায় কাঁচের মালা পরিব! বিষ্ণুর নৈবেদ্যে তুলসী না দিয়া, বিনা তুলসীতে অর্চ্চন করিব বা অন্য কোন পাতা দিয়া ভোগ লাগাইব। আমি creed মানিব না,—এখানেই আমার বীরত্ব।" ইহা আধুনিক যুগোপযোগী ধর্ম্ম বটে। কারণ যে যুগে পায়খানার দরজা দিয়াও গুণ্ডার মত ঠাকুরঘরে ঢুকা যায়—এই মতবাদ প্রচারিত হইতেছে, সে যুগে ভগবানের আদেশ, শাস্ত্রের শাসন মানিবার প্রয়োজন কি? ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দরকার কি? আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইলেই হইল! সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতা থাকিবে কেন? স্বেচ্ছাচারিতা থাকিবে আমার, কারণ আমি বদ্ধজীব, আর তিনি মায়াধীশ! এখানেই তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম বা পাষণ্ড হিন্দুধর্ম্ম, অভক্তিধর্ম্ম বা অনাত্মধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, ভক্তিধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্মের পার্থক্য। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রত্যেকটী কথা, প্রত্যেকটী কার্য্য, প্রত্যেক পদবিক্ষেপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিপর—কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানপর—পুরুষোত্তমের স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধনানুসন্ধানপর; আর, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম বা তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ও নিজের স্বেচ্ছাচারিতাপর। বৈষ্ণবধর্ম্মের যাবতীয় creed-এর উদ্দেশ্য কি, তাহা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' বৈধী ভক্তি-বর্ণন-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে,—

আধুনিক বীরত্ব!

পাষণ্ড হিন্দুধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

নির্ব্বিশেষ-বাদের মূলে নাস্তিকতা

যাহাতে "কাছা দিয়ে কিংবা কাছা খুলে কাপড় পর, কিছু যায় আসে না, লাল, হল্‌দে বা সাদা যে বর্ণে ইচ্ছা নিজ বসনভূষণকে ছোপাও একই কথা।"—এই মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার গোড়া কোথায়? ইহা কি 'ভুঁইফোঁড়' ধর্ম্ম! অথবা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই ধর্ম্ম! তাহা হইলে শ্রুতি বা বেদ মানিবারই বা প্রয়োজনীয়তা কি? বৌদ্ধ বা খৃষ্টান বা অহিন্দু—ইঁহারাও ত' বেদ মানেন না, বেদের নিন্দা করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দেন, এমন বহু ব্যক্তিও বেদের বা শাস্ত্রের ধার ধারেন না। 'ব্রহ্মমতাবলম্বী', 'আর্য্যসমাজী', 'রাধাস্বামী', প্রভৃতি সম্প্রদায়ও শুনিতে পাই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু তাঁহারা কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করেন না, প্রতিমা-পূজাকে নিন্দা করেন, কেহ বা গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না এবং স্মার্ত্ত হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমন কি, হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নিজ পরিচয়-প্রদানকারী কোন কোন সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের অনুকরণে 'ইতর প্রাণীর আত্মা নাই' এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গো-মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকেন। প্রবন্ধ-পাঠক হয় ত' বলিবেন,—তাহাতে কি? যে কোন মাংস ভক্ষণ করুক বা না করুক, পুনর্জ্জন্ম-বাদ মানুক বা না মানুক, সকলেই হিন্দু। তাহা হইলে 'হিন্দু' কথাটি ধর্ম্মমূলক নহে,—কোন জাতি বা প্রদেশমূলক। আর, বর্ত্তমানে হইয়াছেও তাহাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল

করিবার জন্য হিন্দু অহিন্দুর বিরোধী বা সাময়িক মৌখিক একতায় (?) আবদ্ধ। আর, অহিন্দুও কোন প্রাদেশিক জাতি বা সঙ্ঘবিশেষকে হিন্দু বুঝিয়া থাকেন, কারণ, তাহাদের বিচারে—ধর্ম্ম ত' সুবিধাবাদ আর যথেচ্ছাচারিতা! 'হিন্দু' কথাটি বেদে বা শ্রুতিতে থাকুক আর নাই থাকুক, আর উহা ম্লেচ্ছ, যবন বা অহিন্দু-সম্প্রদায়ের দেওয়া নামই হউক—তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেন না, যাহার যাহা খুসী এইরূপ যথেচ্ছাচারিতার উদারতা (?) সেখানে কল্পনা করিয়া লওয়া যায়! অশিষ্ট লোকেরা নিয়ামক ও নিয়মের অধীন কোন দিনই হইতে চাহেন না এবং ইহাকেই তাঁহারা উদারতা বলেন। ভবকারাগারের বদ্ধ জীব আমরাও সেইরূপ নিয়ম বা নিয়ামকের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই তাহাকে scientific ও up-to-date উদার ধর্ম্ম মনে করি—তাহাই cultural religion. উহাতে আমাদের যথেচ্ছাচারিতা বা সুবিধাবাদের culture হয় বটে।

আনুগত্যহীনতা

কোন এক বিখ্যাত সমন্বয়বাদী লিখিয়াছেন,—"মূল জিনিষ সকল ধর্ম্মেই এক। বিবাদ বাহিরের খোসা লইয়া। সেই একজনকে উপলব্ধি করাই যে, সকলের উদ্দেশ্য এবং তাঁহাকে ধারণা করিবার মূলশক্তি যে এক, ইহার বিরুদ্ধে কে হস্ত উত্তোলন করিতে পারেন?

সমন্বয়বাদের একঘেয়ে যুক্তি ও উদাহরণ

'উদ্দেশ্য নাহিকো ভেদ, এক ব্রহ্ম এক বেদ,
যোগ, ভক্তি, পুণ্য, এক উপাদানে গঠিত।
এক দয়া, এক স্নেহ, এক ছাঁচে-গড়া দেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত এক বর্ণ লোহিত॥

ভিন্ন ভিন্ন মত, 　　ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্য স্থান।
যে যেমন পারে, 　　ট্রেণে ইষ্টিমারে,
হোক্ সেথা আগুয়ান।'

তণ্ডুল ছাড়িয়া তুষ লইয়া যাঁহারা সময় নষ্ট করেন, তাঁহারা মূর্খ। প্রকৃত প্রেম চাই, ভক্তি চাই, যিনি যে ভাবেই তাঁহাকে ডাকুন না কেন।

'ঢেঁকি ভ'জে যদি, 　　এই ভব নদী,
পার হ'তে পার বঁধু;
লোকের কথায়, 　　কিবা আসে যায়,
পিবে সুখে প্রেম-মধু।'

কল্পিত ঈশ্বর-প্রাপ্তির কল্পিত উপায়!

পূর্ব্বে যখন ভূমিতে হাঁটিতাম তখন কেবল জমির আলি দেখিতাম, এই জমিটুকু একজনের, চারিদিকে আলি-বেষ্টিত; এই জমিটুকু অপর আর একজনের, চারিদিকে আলি-বেষ্টিত; এখন কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আর আলি দেখিতে পাই না, এখন দেখি—সকল জমিই এক জনের, এক এক ধর্ম্মমতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমা আর তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে না, হৃদয় প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। উপরে যিনি উঠিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাঁহার গলাগলি। হিন্দু-সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে প্রভেদ কি? এখানে রসন-চৌকির বাজনা হয়, আমি দেখিতে পাই এক ব্যক্তি সানাইয়ে ভোঁ ধরিয়া থাকে, আর একজন উহাতে 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রঙ্গ পরঙ্গ তুলিয়া দেয়। এ দু'য়ে অমিল কি? ব্রাহ্ম এক ব্রহ্মের ভোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন; হিন্দু ঐ ব্রহ্মেরই

নানারূপ ভাবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উহারই ভিতরে রঙ্গ পরঙ্গ তুলিতেছেন। অমিল কি? ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিলে মনে হয়, যেমন একটি প্রকাণ্ড পুকুর, তাহার চারিদিকে চারিটি ঘাট, ও চারি জাতীয় লোক বসতি করিতেছে; এক জাতীয় লোক এক ঘাট হইতে জল লইয়া যাইতেছে—জিজ্ঞাসা করিলাম কি লইয়া যাইতেছ? বলিল—'জল'; আর একটি ঘাটে আর একজন জল লইয়া উঠিতেছে, তাহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—'পানি'; তৃতীয় ঘাটে অপর একজনকে জল তুলিতে দেখিলাম, সে—বলিল 'water'; চতুর্থ ঘাটে যাহাকে দেখিলাম, সে বলিল—'aqua'। এক জলই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে।"

নির্ব্বিশেষবাদমূলে পঞ্চোপাসনাকেই হিন্দুধর্ম্মরূপে ধারণা

উপরি-উক্ত উক্তির মধ্যে পঞ্চোপাসনাকেই 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করা হইয়াছে। পঞ্চোপাসকগণ মূলে নির্ব্বিশেষ-বাদী, তাঁহারা তাঁহাদের বদ্ধরুচির অনুকূলে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কর্ম্মফলবাধ্য বিষ্ণুর (?) মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন,—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' ইহাই তাঁহাদের মূলবাক্য; কিন্তু, ভাগবতধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবগণ ঐরূপ মূর্ত্তিহীনের মূর্ত্তি-কল্পনারূপ 'রং পরং' তুলেন না। ভাগবত-ধর্ম্মে ঐরূপ কোনপ্রকার পৌত্তলিকতার অবসর নাই; তাঁহারা জানেন,—জীব ভগবানের কল্পনাকারী বা স্রষ্টা নহেন, **যেখানে জীব ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করেন, বা ভগবান্‌কে নিরাকার-রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেখানে ভগবান্ (?)**

বা ব্রহ্ম (?) জীবের হাতের পুতুল। জীব ব্রহ্মের রূপ সৃষ্টি করিতে পারে না। পরব্রহ্মের যে নিত্যস্বরূপ, যে নিত্যনাম, যে নিত্যগুণ, যে নিত্যপরিকর-পরিজন ও যে নিত্যলীলা আছে,—জীব পরব্রহ্মে শরণাগত হইলে, তাহা তাঁহার নির্ম্মল সেবাময় আত্ম-দর্পণে সম্প্রকাশিত হয়।

'যত মত, তত পথে'র ভক্তগণের মূল কথা—"অদ্বৈত-বাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর"—পরিণামে যখন কিছুই থাকিবে না, তখন সুবিধাবাদ-পোষণের জন্য যে-কোন অভিনয়ই করা যাউক না কেন, তাহাতে আপত্তি কি? ভাগবতধর্ম্ম-যাজিগণের বিচার ঠিক্ বিপরীত, তাঁহারা বলেন,—"একমাত্র অধোক্ষজ বাস্তব-বস্তু স্বরাট্ লীলা-পুরু-ষোত্তম কৃষ্ণের সঙ্গেই আমাদের দরকার, আমাদের যাবতীয় সুখ-সুবিধা, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম, দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন সকল চুলায় যাউক; আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য; কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিভূতির সহিত আমাদের প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই প্রয়োজন। কৃষ্ণের অধোক্ষজ নিত্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ না হইয়া, যদি ঢেঁকির সঙ্গে বা গাধার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে কোন প্রকারে আত্মসম্ভোগ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু, তাহাতে কৃষ্ণ-সেবা হইবে না। কুলটা রমণী পঞ্চা-ই হউক, আর ঘেটু-ই হউক, গাধাই হউক, আর ঘোড়াই হউক, যে-কোন প্রতিনিধি-দ্বারা তাহার সম্ভোগ-পিপাসা মিটাইতে পারে; কিন্তু, কুষ্ঠবিপ্রের রমণীর মত পতিব্রতা

"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বাঁধা"

কৃষ্ণই জীবাত্মার প্রীতির বিষয়

নারী একমাত্র পতি-সুখই কামনা করেন বলিয়া গাধা, ঘোড়া বা ঢেঁকির সঙ্গে প্রেম করিতে পারেন না—উহাদের সঙ্গে প্রেম হয়, ইহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না।

বাস্তব রসামৃতসিন্ধুর তটে পেঁাছিয়া বিভিন্ন ভাষাবিদ্ জলকে নানা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া সকলেই একই জল-গ্রহণের ফল লাভ করিতে পারেন ; যেমন, যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুর তটে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ', কেহ 'কান', কেহ 'গোপীজনবল্লভ', কেহ 'রাধানাথ', কেহ 'প্রাণবল্লভ', কেহ 'রাম', কেহ 'হরি' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছেন ; কিন্তু, যেখানে কেহ মরীচিকা দেখিয়া 'জল' বলিতেছে, কেহ বা স্বচ্ছ কাচে বিবর্ত্তবুদ্ধি করিয়া 'aqua' বলিতেছে ; কেহ বা স্বপ্নে 'water' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছে, কেহ বা বিকারী রোগী হইয়া 'পানি' 'পানি' বলিয়া প্রলাপ বকিতেছে, কেহ বা প্রেত হইয়া 'অপ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। আবার, কেহ বা গঙ্গা হইতে বাস্তব জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন,—ইঁহারা সকলেই যে একই গঙ্গাজল আস্বাদন করিতেছেন, ইহা বলা যাইবে কি ? মরীচিকা ও জলের বিবর্ত্ত কি বাস্তব জল ? স্বপ্নে জল-পান, প্রেতের জল-পান বা প্রলাপী রোগীর জল-পানের প্রলাপও কি প্রকৃত জল-পান ? গঙ্গার জলও জল, আবার খানাডোবার জলও জল, বিষ্ঠাগর্ত্তের জলও জল—ইহারা কি সকলই একই শ্রেণীর ?

মরীচিকাকে 'জল' বলা ভ্রমমাত্র

সকল জল সমান নহে

ট্রেণে, মোটরে, সাইকেলে, ষ্টীমারে কাশীতে যাওয়া যায়, নৌকায় যাওয়া যায়, হাঁটা-পথে যাওয়া যায়, আজকাল

য়্যারোপ্লেনেও যাওয়া যায়, আবার হয় ত' ভবিষ্যতে আরও অনেক প্রকার যান আবিষ্কৃত হইলে তাহা দিয়াও যাওয়া যাইবে। অতএব ভগবানের কাছে ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ—সকল পথেই পেঁছা যায়! কাশী যে দিকে বা পথে, যদি সেই দিকে ও পথে ট্রেণ, নৌকা, ষ্টীমার, মোটর বা য়্যারোপ্লেন চলে, তবেই ত' এই সকল যানের দ্বারা সেখানে পেঁছা যাইবে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের ট্রেণ, বাস, সাইকেল, নৌকা বা গাড়ী কখনও প্রেমসিন্ধুর পারে লইয়া যায় না। উহা ধর্ম্ম-অর্থ-কামের নিকট বা বিষ্ণুদ্বেষী অসুরগণের প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ-লোকের পারে লইয়া যায়।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রতাদির ট্রেন্ প্রেম-সিন্ধুর তটে যায় না।

হিরণ্যকশিপুর উদ্দেশ্য ও প্রহ্লাদের উদ্দেশ্য এক নহে; রাবণের উদ্দেশ্য ও ভক্তবীর বজ্রাঙ্গজীর উদ্দেশ্য এক নহে; ঠাকুর হরিদাস ও চঙ্গবিপ্রের উদ্দেশ্য এক নহে; সীতা ও সূর্পনখার উদ্দেশ্য এক নহে; পূতনা ও যশোদার উদ্দেশ্য এক নহে; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের উদ্দেশ্য এক নহে; ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা ও অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেম-বাঞ্ছা এক নহে;—মূল উদ্দেশ্যেই আকাশ-পাতল ভেদ রহিয়াছে। ভুক্তি-মুক্তি-কামনা—'পিশাচী', আর ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি—হ্লাদিনীর বৃত্তি। কর্ম্মের ট্রেণ বা যে-কোন যান চতুর্দ্দশ-লোক পর্য্যন্ত যাইতে পারে। জ্ঞান-যোগাদির ট্রেণের শেষ সীমা—বিরজা নদী; কিন্তু, ভক্তির যান বৈকুণ্ঠে ও তাহার উন্নত উত্তরার্দ্ধ গোলোকে লইয়া যায়। যাঁহারা সেই রাজ্যের খবর রাখেন না, তাঁহারা চতুর্দ্দশ-লোক ও বৈকুণ্ঠকে, বিরজা ও বৈকুণ্ঠকে, কিংবা ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ-গোলোককে

উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে ভেদ

জ্ঞানযোগাদি ট্রেণের শেষসীমা বিরজা

এক বলিলেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বা সেই দেশের মহাজনগণ তাহা এক বলিতে পারেন না। ভক্তি ও পুণ্য এক উপাদানে গঠিত নহে। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পুণ্যের স্থান, কিন্তু চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিলতার স্থান নাই; তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ভক্তিলতা "বিরজা, ব্রহ্ম-লোকে ভেদি' পরব্যোম পায়।" বহির্ম্মুখ জীবের দয়া, স্নেহ প্রভৃতি দেহ-মনের ধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে যে জড় রক্ত, তাহা সকলই লোহিত। জড় পদার্থের সহিত জড় পদার্থের একাকার হইতে পারে; কিন্তু, জড়ের সহিত চেতনের একাকার হইতে পারে না। ভক্তিকে যাঁহারা দেহের বা মনের ধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তিকে যোগ, পুণ্য প্রভৃতির ন্যায় একই উপাদানে গঠিত মনে করেন; কিন্তু, ভক্তি—আত্মার বৃত্তি, চেতনের বৃত্তি; জড়ের সহিত চেতনের সমন্বয়-স্পৃহা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা।

ভক্তি ও অভক্তি, চেতন ও জড় —এক নহে

এই শ্রেণীর ব্যক্তি তাহাদের মত খুব 'উদার' মনে করিয়া যুক্তি-প্রদান-পূর্ব্বক বলেন,—"পর্ব্বত-শৃঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট নীচের সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া বোধ হয়, নিম্নস্থ ময়দানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে পান না, তদ্রূপ যাঁহারা উচ্চ স্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা সকল ধর্ম্মকেই এক দেখিয়া থাকেন।" আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—যিনি পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করেন, তিনি নিম্নস্থ উপত্যকার উচ্চতা ও নীচতা দেখিতে পা'ন না বলিয়া সেই স্থানগুলি কি বাস্তবতায় উচ্চতা ও নীচতা-রহিত হইয়া পড়ে? বস্তুতঃ, উপত্যকা হইতে দূরে সরিয়া পড়ায় দূরত্ব-নিবন্ধন দৃষ্টির

কল্পনা ও বাস্তবতা এক নহে

অপটুতাই আসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে, অর্থাৎ উঁচু-নীচু আছে, তাহা দেখা যায় না; ইন্দ্রিয়ের অপটুতার জন্য 'ভ্রান্ত-দর্শন'কেই কি 'সত্য-দর্শন' বলিতে হইবে?

ভ্রান্তদর্শন ও সত্যদর্শন কি এক?

'যত মত, তত পথ' মত-পোষণকারী কেহ লিখিয়াছেন,—"উপরে যিনি উঠিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাঁহার গলাগলি।"

প্রেম-শিক্ষার আদর্শ মহাজন বলিতে আমরা শ্রীচৈতন্য-দেবের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাই না; শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা কেহ অধিক উপরে উঠিয়াছেন, অভিমান করেন কিনা, জানি না। সর্ব্বলোক-শিক্ষক ঔদার্য্য-মূর্ত্তি শ্রীগৌর-সুন্দর অপেক্ষা যে-ব্যক্তি বা যাহারা উপরে উঠিবার অভি-মান করে, সে বা তাহারা নিশ্চয়ই মায়া-তাড়িত। শ্রীচৈতন্য-দেব কি করিয়াছেন? প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কাশী-বাসী সন্ন্যাসিগণ যে-কাল পর্য্যন্ত মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া রহিয়া-ছিলেন, সে-কাল-পর্য্যন্ত তিনি কি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী বহু তপস্যা-নিরত পাণ্ডিত্যগুণ-বিভূষিত ঐ সন্ন্যাসিগণের সহিত কোলাকুলি-গলাগলি করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে আসিয়া মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশেন নাই, তাহা-দিগের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই।—(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৬৭)

মায়াবাদমত স্বীকার শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম নহে

রামদাস-নামক জনৈক রামানন্দি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি শ্রীরঘুনাথ ভট্টের অনুগত হইয়া পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, মহাপ্রভু অন্তরে মুমুক্ষু রামদাসের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।—(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৯-১১০)

মহাপ্রভু অপর লোকের মঙ্গলের জন্যই কখনও কখনও তাহাদিগকে দর্শন-দান ও কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু, 'সকলের মত ঠিক্'—এই কথা বলেন নাই। যথা—

বিভিন্নমতাবলম্বীকে উদ্ধারার্থই মহাপ্রভুর কৃপা

দক্ষিণ-দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ-নিজ মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৯-১০)

শ্রীচৈতন্যদেবকর্ত্তৃক অভক্তিমত-খণ্ডন

তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৪২-৪৩)

বৌদ্ধাচার্য্য 'নবপ্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৫০)

অধিক কি, এক সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় (?) ব্রহ্মানন্দ ভারতী ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাহাতে 'হাঁ জী', 'হাঁ জী' না করিয়া বলিয়াছিলেন,—

সকলমতে 'হাঁ জী, হাঁ জী'; করা শ্রীচৈতন্যের অভিমত নহে

ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৭)

মহাপ্রভু 'হাঁ জী', 'হাঁ জী' করিয়া সকল সম্প্রদায়ের সহিত কোলাকুলি করিতেও নিষেধ করিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী শাস্ত্রের একদেশদর্শী

আধুনিক সমন্বয়বাদিগণ 'আধ্যাত্ম-রামায়ণ', 'শিব-পুরাণ', 'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র', 'গুরুগীতা', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে,—রামোপাসক রামকে, গঙ্গার উপাসক গঙ্গাকে, কালীর উপাসক কালীকে, শিবের উপাসক শিবকে, গুরুভক্ত গুরুকে, হরিভক্ত হরিকে ও প্রত্যেকে স্বস্ব মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। "এই জন্যই যেন যুগাবতার * * সর্ব্বপ্রকার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবের নিকট প্রচার করিয়া গেলেন—'যত মত তত পথ'।"

সমন্বয়বাদিকর্ত্তৃক কল্পিত উপাস্যের নকল স্তুতিরচনা

সংস্কৃত শ্লোকে বা কোন শাস্ত্রে—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥," "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রভৃতি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রের অনুকরণে মাতাপিতার অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্র, এমন কি টাকার অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্র পর্য্যন্ত সংস্কৃত ছন্দে প্রচারিত হইয়াছে। দশ, বার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন কোন চলচ্চিত্র-গৃহে 'টাকার মাহাত্ম্য' শীর্ষক একটি অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহাতে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ'—এই শ্লেকের অনুকরণে টাকাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য বস্তুরূপে স্থাপন করিয়া 'টাকা' দেবতার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। পরবর্ত্তি-কালে এই সকল শ্লোক

হয় ত' কাঞ্চনদেবতার উপাসকগণের একমাত্র প্রমাণ হইবে যে, যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বা শ্রীগীতায় কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ কোন পুরাণ বা তন্ত্রবিশেষে টাকার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; অতএব, কৃষ্ণের ভজন ও টাকার ভজনের দ্বারা একই বস্তু লাভ হইবে; কারণ "যত মত তত পথ"! এই মতবাদানুসারে কেবল যে প্রাচীন মতগুলিই পথ হইবে, তাহা নহে; পরবর্ত্তি-কালেও যত নূতন নূতন মত প্রকাশিত হইবে, তাহাও এক একটি মত বা পথ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কেবল যে পদব্রজে বা প্রাচীনকালীয় নৌকা-পথে কালীঘাটে যাওয়া যায়, তাহা নহে, পরবর্ত্তী কালে আবিষ্কৃত বাস, ট্রাম্ এবং অতি আধুনিক য়্যারোপ্লেনেও কালীঘাটে পৌঁছান যায়, ইহাই 'যত মত তত পথ' মতবাদের প্রচার্য্য বিষয়। ইহাই প্রকারান্তরে নির্ব্বিশেষবাদ।

নির্ব্বিশেষবাদীর মতে সনাতনধর্ম্ম ও কাল্পনিক মত সকলই সমান

এই 'যত মত তত পথ'এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলিয়াছেন,—

"Bread! Bread! I do not believe in a God, who cannot give me bread here, giving enternal bliss in Heaven!"

(*'Swami Vivekananda, the Socialist' By Dr. Bhupendra Nath Dutt P. 10*)

রুটির উপাসনা ও ব্রহ্মের উপাসনা কি এক?

এই উক্তি অনুসারে 'Bread' বা রুটিই পরমেশ্বর *। অতএব পরব্রহ্মের উপাসনা ও রুটির উপাসনায় একই

---

* একদিন উপনিষদের বিরোচনও প্রচার করিয়াছিল—'অন্নময়-কোষই ব্রহ্ম।'

ফল-লাভ হয় কারণ, 'যত মত তত পথ'। এই মতের সমর্থক আরও বলিয়াছেন যে,—'বেদান্তের আলোচনা অপেক্ষা ফুটবল খেলার মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে আরও অতি সহজে পাওয়া যায়।' 'যত মত তত পথ'এর শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে বলিতে হইবে,—'ফুটবল খেলা'র মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে সহজে পাওয়া যাউক আর না যাউক, অন্ততঃ বেদান্তাধ্যয়ন ও ফুটবল খেলা——এই দুই সাধনের একই সাধ্য বা ফল।

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর অদ্ভুত সিদ্ধান্ত

তন্ত্রে প্রচারিত আছে,—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ মদ্য পান করিতে করিতে পড়িয়া যাও, উঠিয়া পুনরায় পান কর, এইরূপ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।

উপরি-উক্ত শাস্ত্র-বাক্যে যে মুক্তির সাধন-বার্ত্তা আছে, অর্থাৎ মদ্যপানরূপ সাধনে যে, মুক্তি-ফল লাভ হয়, তৎসহিত 'যত মত তত পথ' মতবাদীর মতে পরব্রহ্মের উপাসনার ফল—'এক'!

মদ্যপান ও পরব্রহ্মের (?) উপাসনা কি এক?

প্রত্যেক দোকানদারই নিজের দোকানের জিনিষ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রচার করেন ও তজ্জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত মতভেদ করিতে বাধ্য হন বলিয়া কি, ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে,—কোন দোকানেই বা পৃথিবীর কোনস্থানেই 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' কোন বস্তু নাই, সকল বস্তুই সমান? যে দোকানে টক আম বা পচা আম বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে, সেই দোকানদারও তাহার জিনিষ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'

বলিয়া প্রচার করিতে ত্রুটি করে না। দোকানদারগণের পরস্পরের বিবাদ থামাইতে হইলে, বা উহার সমন্বয় করিতে হইলে, কি ইহাই প্রচার্য্য বিষয় হইবে যে, 'আল্-ফান্সো' আম বা 'ন্যাংড়া' আম ভোজনে যে আনন্দ লাভ হইবে, টক বা পচা আম-ভক্ষণেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে? এইরূপ মীমাংসার (!) নাম সমন্বয় নহে। ইহা গোঁজামিল দিয়া লোকপ্রিয়তা-অর্জ্জনের চেষ্টায় প্রকৃত সত্যকে ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা। যথার্থ সমন্বয়ের বার্ত্তা এই হইবে যে,—অধিকারি-বিশেষের জন্য ঐরূপ বিভিন্ন আম্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে এক পয়সায় এক গণ্ডা আম কিনিতে চাহে বা তদতিরিক্ত মূল্য প্রদানের অধিকারী নহে, তাহার জন্যই ঐ টক আম বা পচা আম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর যে এক টাকায় এক গণ্ডা আম ক্রয় করিবার অধিকারী, তাহার জন্য 'আল্ফান্সো' আমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিকট তদুপযোগী ভিন্ন ভিন্ন আম্র 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া গণিত হইলেও তটস্থ বিচারে কোন বিশেষ আম্রের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব' আছে।

মতভেদ-দূরীকরণার্থ ভাল মন্দ, সব একাকার করা কি উচিত?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন-দাতৃগণ বার্লির কত প্রশংসা ও গুণপনা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—'বার্লিই একমাত্র আদর্শ খাদ্য, শিশুর নিকট মাতার ন্যায় প্রিয়, বৃদ্ধের বন্ধু, পীড়িতের চিকিৎসক, সুস্থের পরিপোষক'—কত কিছু। আবার, যখন দুগ্ধের বা মিষ্টান্নের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। ঘোড়দৌড়ের বিজ্ঞাপনদাতা ঘোড়দৌড়কে,

বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা সত্য স্থাপিত হয় কি?

গাঁজার বিজ্ঞাপনদাতা গাঁজাকে, মদের বিজ্ঞাপনদাতা মদকে, বারবনিতার বিজ্ঞাপনদাতা বারবনিতার রূপকে প্রশংসা করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে দেহাত্মবোধকেই সকল অনর্থের মূল বলা হইয়াছে, আবার, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—এই উক্তিতে শরীরের সেবাই—ঈশ্বরের সেবা অর্থাৎ সুষ্ঠু ধর্ম্মাচরণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। যে অসুস্থ, তাহার পক্ষে বার্লি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আদর্শ খাদ্য; আবার, যে সুস্থ, তাহাকে কেবল বার্লি সেবন করাইলে তাহার পুষ্টি-তুষ্টি হইবার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ ফল হইবে। তাহার নিকট দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ বদ্ধ ও মুক্ত—প্রধান ভাবে এই দুই প্রকার অধিকারীর জন্য শাস্ত্রের বাণীসমূহ রহিয়াছে। বদ্ধের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে,—আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণ-বিকচিত চেতন। মুক্তগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। এই সকল বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের বাণী; অতএব শাস্ত্রের বাক্যে দোষ নাই। অধিকারি-বিশেষের জন্য তাহার সত্যতা আছে; কিন্তু 'সকল উপদেশ বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার একই প্রাপ্য ফল'—এই সিদ্ধান্তের ন্যায় শাস্ত্রের বিদ্রোহাচরণ আর কিছুই নাই। অধিকারি-বিশেষের জন্য শরীর-চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে বা তাহাকে একমাত্র সুষ্ঠু 'ধর্ম্মসাধন' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরদাররত, মাতাপিতৃঘাতী বা অত্যন্ত স্ত্রৈণ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ মঙ্গলের পথে আনিবার জন্য "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" বা "জননী জন্মভূমিশ্চ" বাক্যের দ্বারা নৈতিক ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আবার

শাস্ত্রে অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা

দুর্নৈতিকের জন্যই নীতির ব্যবস্থা

তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য শ্রীব্যাসদেব তামসিক শাস্ত্রে অগ্নি, শিব ও শিবার অধিক মাহাত্ম্য, সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানাদেবতা ও পিতৃলোকের অধিক মাহাত্ম্য, রাজসাধিকারীর জন্য রাজস-শাস্ত্রে ব্রহ্মার অধিক মাহাত্ম্য, সাত্ত্বিক-শাস্ত্রে হরির অধিক মাহাত্ম্য ও নির্গুণ অমল-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তাই, নির্গুণ-শাস্ত্রের সেবক সারগ্রাহী সুধীগণ শিব-শাস্ত্রে শিবের অধিক মাহাত্ম্য বা রাজস-তামস-তন্ত্রে শক্তির অধিক মাহাত্ম্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন না এবং হতবুদ্ধি-তার লক্ষণস্বরূপ যখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, তখন 'দুঁহু পাল্লা ভারী'—'সবই সমান'—এইরূপ গোঁজা-মিল দেওয়া আত্মবঞ্চনাময় ও পরবঞ্চনাকারী মতবাদ সৃষ্টি করেন না। শ্রীবেদব্যাস কোন্ পুরাণে কোন্ দেবতার মাহাত্ম্য অধিক-ভাবে কেন বলিয়াছেন, তাহা স্বয়ংই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

সগুণ ও নির্গুণ উপাস্যভেদ

সত্য নির্ণয়ে গোঁজামিল দেওয়া আত্মবঞ্চনা

ত্রিবিধপুরাণে ত্রিদেব-তার মাহাত্ম্যাধিক্য

"সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥" ইতি

(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

কেবল সংস্কৃত শ্লোকাত্মক গ্রন্থ হইলেই শাস্ত্র হইবে না। শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহাও স্বয়ং ব্যাসদেবই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন,—

"ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥"

(মধ্বভাষ্যধৃত স্কান্দবচন)

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র' মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে-ই, বরং তাহাকে 'কু-বর্ত্ম' বলা যায়।

'শাস্ত্র' বলিতে কি বুঝায় ?

প্রথমে চারি বেদের কথাই বিচার করা যাউক। 'ঋগ্‌বেদ-সংহিতা'য় বহু দেবতার নাম পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের দশটি মণ্ডলের প্রত্যেক সূক্তই কোন না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক সূক্তের উপরিভাগে উপাস্য-দেবতার নাম আছে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে,—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্ত-দন্তরাহন্যদেবতাঃ ॥"

বিষ্ণুই 'পরম', অগ্নি 'অবম', অন্যদেবতা 'মধ্যম'

অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি কনিষ্ঠ, বিষ্ণু সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অন্যান্য দেবতা। ঋগ্‌-বেদে ইন্দ্রদেবের পরেই অগ্নিদেবের স্তুতির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন কি, ঋগ্‌বেদের প্রথম সূক্তই অগ্নিদেবের স্তুতিপূর্ণ। তথাপি, অগ্নিদেবকে "অবম" বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুকে "পরম" বলা হইয়াছে। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তোক্ত বিষ্ণুদেবতা, ঊর্ণনাভ আচার্য্যের 'নিরুক্তি'র টীকাকার দুর্গাচার্য্য ও মোক্ষ-

মূলার প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে আদিত্য বা সূর্য্যবাচক ; কিন্তু, এই মত ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারাই নিরস্ত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন,—

"উরু যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্য্যমূষ-সমগ্নিম্।" (৪-৯৯-৭ম)

শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বদেবেশ্বর

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! তোমার পূজার্থ তুমি এই বিস্তৃত ভুবন সৃষ্টি করিয়াছ। **তুমি সূর্য্যকে**, ঊষাকে ও অগ্নিকে **জন্ম দান করিয়াছ।**

অন্যত্র ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন,—

"ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।" (২-৯৯-৭ম)

হে দেব, হে বিষ্ণো! জায়মান অথবা জাত এমন কেহই নাই, যিনি তোমার সর্ব্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে পারেন।

'বিষ্ণু' শব্দে পরম ভগবত্তত্ত্বই লক্ষিত

এখানে 'বিষ্ণু' শব্দে যে, অসমোর্দ্ধ ভগবত্তত্ত্বকে লক্ষিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল বৈষ্ণবগণ বলেন নাই, বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্য্যও ইহা বলিয়াছেন এবং 'ত্রিবিক্রম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পুরাণোক্ত 'বামন' বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিরুক্তবাদী শাকপূণিও 'ত্রিবিক্রম'-শব্দে বিষ্ণুর ত্রিবিধ অভিব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ত্রিবিক্রম', 'উরুক্রম', 'উরুগায়'—বেদে এই তিনটি শব্দ বিষ্ণুর বিশেষণ পদরূপে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও এজন্য বিষ্ণু-সম্বন্ধে ঐ তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে।

বেদে শত শত দেবতার, এমন কি, সপত্নী-পীড়নদেবতা, দুঃস্বপ্ননাশ-দেবতা, মৃত্যুদেবতা, মন্যু বা ক্রোধ-দেবতা, গ্রাবাণ বা প্রস্তর-দেবতা, অলক্ষ্মীনাশ-দেবতা, ঔষধি-দেবতা, নদী-দেবতা, জলদেবতা, অরণ্যানীদেবতা, পর্ব্বত-দেবতা যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা ও সর্পবিষনাশক মন্ত্র-দেবতা, গর্ভসংস্রাব-দেবতা, শ্রদ্ধা-দেবতা, গাভী-দেবতা, রাজস্তুতি-দেবতা, সূর্য্য-দেবতা, রুদ্র-দেবতা, বরুণ-দেবতা, পর্জ্জন্য-দেবতা, বায়ু-দেবতা প্রভৃতি বহু বহু দেবতার স্তব থাকিলেও বিষ্ণুকে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুই সর্ব্বদেবতার প্রাণ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে,—

বিষ্ণুই সর্ব্ব-দেবতার প্রাণ

"ত্রিণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে
যত্র দেবাসো মদন্তি।"

উরুগায় বিষ্ণুর পদত্রয়ে নিখিল দেবতাগণ তৃপ্তি লাভ করেন। কেন তৃপ্তি লাভ করেন, তৎ-সম্বন্ধেও ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন,—

"বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ"

(১।১৫৪।৫)

অর্থাৎ **বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস রহিয়াছে।** এজন্যই দেবতাগণ বিষ্ণুর পাদপদ্মে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

দেবগণ বিষ্ণু-সেবক কেন?

বেদ প্রত্যেক দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্তুতি করিয়াও তটস্থ বিচারকালে বলিয়াছেন, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুর পদেই আনন্দ লাভ করেন; কারণ, বিষ্ণুর পাদপদ্ম পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং মধুর উৎস-স্বরূপ।

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সদ্‌ব্রাহ্মণ-মাত্রেই প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা আচমনীয় মন্ত্রে অন্য কোন দেবতার নামের সহিত বেদোক্ত "পরম" বিশেষণ পাঠ না করিয়া একমাত্র বিষ্ণুকেই "পরম" বিশেষণে স্তব করিয়া থাকেন। কারণ, সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি বেদ বিষ্ণুকেই "পরম" বলিয়াছেন। অন্যান্য অধিকারীর জন্য শাস্ত্র অন্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন করিতে পারেন; কিন্তু, সূরিগণ অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, ব্রাহ্মণগণ, শুদ্ধসত্ত্বাত্মা নির্গুণ সাধুগণ একমাত্র বিষ্ণুকেই "পরম" বলিয়া জানেন।

ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুকেই পরম দেবতা জানেন

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। **তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ** সমিংধতে। **বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।"** (১।২২।২০ ঋক্)

আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক-লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-বর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

নির্গুণ সাধুগণ বিষ্ণুরই উপাসক

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

(ভাঃ ১।২।২৩)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই

বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। **তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বাসুদেব হইতেই শুভ ফলের উদয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে হয় না।**

কেবল যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ সম্প্রদায় বলিয়াছেন,—"সাত্ত্বিকানাং বাসুদেবে ভক্তিরুৎপদ্যতে"—(শ্রীমধ্বাচার্য্য, ভাঃ তাঃ ১।২।২৩)—অর্থাৎ 'সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ব্যক্তিগণেরই বাসুদেবে ভক্তি উৎপন্ন হয়, রজস্তমঃ-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ কামনাপরায়ণ হইয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করেন', তাহা নহে ; সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই অতিমান্য গ্রন্থ শ্রীগীতাও সেই কথা বলিয়াছেন। গীতা পঞ্চম বেদ মহাভারতের অন্তর্গত ; গীতা উপনিষৎস্বরূপা।

জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—

ভববন্ধনই অবিধিপূর্ব্বক পূজার ফল

"শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদি-রূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্। কিন্তু, **অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে।**"

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রাদিরূপ অন্য-দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা আমাকেই পূজা করেন সত্য ; কিন্তু, অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক বিধি-ব্যতীত পূজা করিয়া থাকেন ; এজন্য তাঁহাদের সংসারে গতাগতি হয়, তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ (গীঃ ৯।২৪)

অর্থাৎ আমি (কৃষ্ণই) নিশ্চিতরূপে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, ইহা অন্য দেবতার পূজকগণ যথাযথভাবে জানিতে পারে না বলিয়াই, তাহারা সংসারে পুনরায় গতাগতি লাভ করে।

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

"সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং **তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ** এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন **যথাবৎ নাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি** প্রচ্যবন্তে **পুনরাবর্ত্তন্তে, যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্য্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে।**"

সর্ব্বদেবান্তর্য্যামিরূপে কৃষ্ণের আরাধনায়ই মোক্ষ-লাভ

অর্থাৎ সকল যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই একমাত্র ভোক্তা, প্রভু, স্বামী এবং ফলদাতা। এবম্ভূত আমাকে যাহারা যথাযথ সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে না, তাহারা সংসারে গমনাগমন করে; আর, **যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্য্যামিরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ মুক্ত হন।**

দেবতাপূজা ও শ্রীকৃষ্ণ-পূজাকে এক বলা হয় নাই

এখানে "সকল দেবতা যাহা, কৃষ্ণ তাহা, কেবল জল, water, aqua, পানি, অপ্‌ প্রভৃতি প্রতিশব্দের ন্যায় একই বস্তুর ভিন্ন নাম", ইহা বলা হয় নাই। **পরন্তু, কৃষ্ণই সকল দেবতার প্রাণ বা অন্তর্য্যামী বা যন্ত্রী, অন্যান্য দেবতা যন্ত্র-মাত্র, ইহাই বলা হইয়াছে।** সকল দেবতা বা সকল আরাধ্য বস্তুর পূজার ফল যে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পূজার প্রাপ্য ফলের সহিত এক নহে, সকলেই যে

এক বস্তু লাভ করিতে পারে না, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে গীতা বলিতেছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
(গীঃ ৯।২৫)

দেবযাজিগণ দেবলোকে, শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপরায়ণ পিতৃ-যজ্ঞ-কারিগণ পিতৃলোকে, গণেশ ও মাতৃগণের পূজাবিধান-কারিগণ ভূতলোকে গমন করেন; আর, যিনি আমার পূজা করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন,—

"দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং তে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া-পরায়ণাঃ তে পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি, **মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি।"**

কৃষ্ণভক্তই নিত্য কৃষ্ণ-লোক প্রাপ্ত হন

অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনকারী ব্যক্তিগণই অক্ষয় ও পরমানন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন, আর অন্যান্য দেবতা-যাজী প্রভৃতি তত্তদ্দেবতালোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে গতাগতি লাভ করে, মুক্ত হইতে পারে না।

"সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, জগদ্-গুরু শ্রীধরস্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল লোককে তাঁহাদের উপাস্যদেবতার দলে টানিবার জন্য বিষ্ণুভক্তির

আতিশয্য প্রদর্শন-মাত্র ; বস্তুতঃ সকল দেবতার উপাসনায় একই গন্তব্যস্থানে যাওয়া যায়।''—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে শাস্ত্র ও আচার্য্যগণকে কতকগুলি লোকবঞ্চক-মাত্র বলিতে হয়। ইঁহারা "জাগতিক দোকানদারের ন্যায় নিজের দোকানের জন্য canvass করিয়াছেন ও অপর দোকানকে হেয় করিয়াছেন !''—এইরূপ যুক্তি গ্রহণ করিলে কোন সৎ শাস্ত্র বা আচার্য্যের কথা আর কেহই বিশ্বাস করিবে না।

আচার্য্যবৃন্দের সত্য-স্থাপনকার্য্য লোক-বঞ্চনা নহে

"যাঁহার যে নামে ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয়, তিনি সে নামে তাঁহাকে ডাকুন।''—ইহা ভক্তি বা ভক্তের কথা নহে। ভক্ত নিজের যাহা ভাল লাগে বা ইচ্ছা হয়, তাহা করেন না ; কারণ, জীবের নিজের প্রেয়ঃ ভগবানের প্রেয়ঃ ও জীবের শ্রেয়ঃ নাও হইতে পারে। ভগবানের যে ইচ্ছা, ভগবানের যাহাতে সুখ, ভগবানের যাহা প্রেয়ঃ ভক্ত সেই নামে, সেই রূপেই তাঁহার সেবা করেন—ইহারই নাম—'ভক্তি'। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥''—এইরূপ যিনি কৃষ্ণের ইচ্ছার সেবক, কৃষ্ণের প্রেয়ের সেবক, তিনিই ভক্ত, কৃষ্ণ তাঁহারই প্রতি বৎসল এবং তাঁহারই মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

নিজেন্দ্রিয়-তোষণ কখনই কৃষ্ণপ্রেম নহে

অষ্টম প্রসঙ্গ

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ও জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ

নির্ব্বিশেষবাদ ও জীবব্রহ্মৈক্যবাদ হইতে চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের উৎপত্তি হইয়াছে; ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি শ্বেত-কেতো" প্রভৃতি শ্রুতির বিকৃত কদর্থ করিয়া জীবই 'ব্রহ্ম' অথবা ব্রহ্মই 'জীবোপাধি' গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ বহুরূপী মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সাধারণ-যুক্তির দ্বারাও জীবব্রহ্মৈক্যবাদীর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। মায়াবাদিগণ যে, 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে'র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া 'সর্প' সত্য নহে, 'রজ্জু'ই সত্য; 'জীবোপাধি' সত্য নহে, 'ব্রহ্ম'ই সত্য, ব্রহ্মে কেবল জীব-ভ্রান্তি হইতেছে; অথবা 'জগৎ' সত্য নহে, ব্রহ্মই সত্য; ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রান্তি হইতেছে,—এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তাহা উক্ত উদাহরণের দ্বারাই খণ্ডিত হয়। যদি পৃথিবীতে 'রজ্জু' ও 'সর্প' এই দুইটী বস্তুরই নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিত, অর্থাৎ যদি কেবল 'রজ্জু'ই থাকিত, 'সর্প' বলিয়া কোন বস্তুই না থাকিত, তাহা হইলে রজ্জুতে 'সর্প'-ভ্রম হইত না। দুইটী বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিল এক বস্তুতে আর এক বস্তুর ভ্রম হয় না।

সমন্বয়বাদের মূলে বিদ্ধাদ্বৈতবাদ

মায়াবাদীর অসার-যুক্তি

মায়াবাদিগণ যে 'জীব'কে 'ভ্রান্তব্রহ্ম' বা 'উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন, তাহাই 'মায়াবাদ'। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু,

মায়ার অতীত বস্তু, মায়াধীশ তত্ত্ব মায়ার কবলে কবলিত হন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, বলিয়াই নির্ব্বিশেষবাদিগণকে 'মায়াবাদী' বলা হয়। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে" প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ মায়াবাদের বিচার হইতেই উদিত হইয়াছে। তাহা হইতেই 'নিঃস্ব নারায়ণ' বা 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'হস্তী নারায়ণ,' 'অশ্ব নারায়ণ,' এমন কি, 'লাঠি-নারায়ণ', 'জুতা নারায়ণ' প্রভৃতি কথারও উদ্ভব হইয়াছে! শ্রীভগবানের লীলার অবৈধ অনুকরণে ঐ সকল কল্পিত নারায়ণের (?) 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কথারও উৎপত্তি হইয়াছে! জীব ও নারায়ণকে সম-পর্য্যায়ে গণনা, ভোগ্যবস্তু ও ভগবান্‌কে সমান আসনে স্থাপনের অভিসন্ধিই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ।

কল্পিত নারায়ণ (?) সৃষ্টির মূল কোথায়?

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একটি বাণী প্রচার করিয়াছিলেন,—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি।" অর্থাৎ যিনি পাপপুণ্যের অতীত, জরা বা শোক যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার জাগতিক ক্ষুধা বা পিপাসা নাই, যাঁহার কামনা ও সঙ্কল্প অব্যর্থ, সেই আত্মাকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাঁহারই বিষয় বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

উপনিষদে আত্মার বৈশিষ্ট্য-বর্ণন

যিনি এই আত্মাকে আচার্য্যের উপদেশের দ্বারা অন্বেষণ করেন, তিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন। তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কামের সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন।

প্রজাপতির এই বাণী লোকপরম্পরায় দেবতা ও অসুর —উভয়েরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—'যাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে সমস্ত লোক ও সমস্ত কামের সাফল্য লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া জানিলে আপত্তি কি ?' তখন দেবতাদিগের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধি-রূপে বিরোচন ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং সমিধ্ হস্তে লইয়া উভয়েই প্রজাপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই নির্দ্দিষ্টকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিলে আচার্য্য প্রজাপতি সেই আত্মার প্রসঙ্গ বলিলেন,—

ইন্দ্র ও বিরোচনের গুরুগৃহে গমন

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। অথ সোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বেতেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।"

অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিলেন,—'এই নয়ন-মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, সেই পুরুষই আমার কথিত পাপপুণ্যাতীত সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প আত্মা, এই পুরুষ অমর ও নিখিল ভয়ের অতীত, ইনিই ব্রহ্ম।'

ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির এই উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া 'নয়ন-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ'-অর্থে চক্ষুতে যে মনুষ্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাকেই ঐ পুরুষ ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জলে ও দর্পণাদিতে আমরা মানুষের যে প্রতিবিম্ব দেখি,

দেহের প্রতিবিম্বকে আত্মা বলিয়া ভ্রম

ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সেই আত্মা ?” প্রজাপতি নিজ-অভিপ্রায়-অনুসারেই বলিলেন,—“কেবল চক্ষু, জল বা দর্পণাদি বলিয়া কোন কথা নাই, সমস্ত বস্তুর অন্তরে সেই আত্মাই দৃষ্ট হইয়া থাকে।”

ইন্দ্র ও বিরোচন ব্রহ্মার কথা বুঝিতে ভুল করিতেছেন, দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য বলিলেন,—“তোমরা সেই জলপূর্ণ পাত্রে অবলোকন কর।” তাঁহারা ঐরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি দেখিতেছ ?” তাঁহারা বলিলেন,—“আমরা আত্মাকে এবং তাহার আনখকেশাগ্র সমগ্র প্রতিবিম্বটিকে দেখিতেছি।”

প্রজাপতি দেখিলেন, ইহাদের ভ্রম এখনও দূর হয় নাই ; তাই তিনি পুনরায় বলিলেন,—“তোমরা ভদ্রবেশ হইয়া আইস এবং জলের মধ্যে আর একবার দেখ।” তাঁহারা ঐরূপ করিলে প্রজাপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমরা কি দেখিতেছ ?” তখন ইন্দ্র ও বিরোচন উত্তরে বলিলেন,—“আমরা যেরূপ ভদ্রবেশ ও উত্তম বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত, জলের মধ্যেও ঠিক্ তেমনই এক ছায়া-পুরুষকে দেখিতেছি।”

প্রত্যক্ষবাদীর নিকট দেহই আত্মা

ব্রহ্মা দেখিলেন যে, এখনও তাঁহাদের ভ্রম অপনীত হয় নাই। যাহা হউক, তিনি বিচার করিলেন,—“আমার সত্যবাণী আমি বলিয়া যাই, ইহাদের যোগ্যতা-অনুসারে ইহারা গ্রহণ করিবে।” তাই, তিনি বলিলেন,—“ইনিই সেই অমৃত ও অভয় আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম।” তখন ইন্দ্র ও বিরোচন শান্তহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

উহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলিলেন,—"ইহারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। যাহারাই ইহাদের নিকট হইতে আত্মবিদ্যা-সম্বন্ধে ইহাদের ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত মঙ্গলময় পথ হইতে চির-দিনের জন্য ভ্রষ্ট হইবে।"

অসুররাজ বিরোচনের দেহাত্মবাদ প্রচার

এদিকে অসুরদিগের রাজা বিরোচন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার ভ্রান্ত মতবাদ দেশ-বাসীর মধ্যে প্রচার করিয়া বলিলেন,—"এই দেহই আত্মা, ইহাই পূজনীয় ও সেবনীয়; ইহাই ব্রহ্ম, ইহার সেবায়ই ইহলোক ও পরলোক লাভ হইয়া থাকে।"

অসুর-প্রকৃতিগণের মধ্যে 'দেহব্রহ্মবাদ' নূতন নহে

এখানে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন,—"বিরোচন সেই সময়ে স্বজাতির মধ্যে যে **দেহব্রহ্মবাদ** প্রচার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি এই জগতে সেইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইতেছে। যাহারা ঐরূপ মতবাদ-গ্রহণে উৎসুক, তাহারা অসুর-প্রকৃতির ব্যক্তি এবং ঐ মতবাদ তাহাদিগেরই উপনিষৎস্বরূপ হইয়াছে। ইহারা প্রেতের শরীরকে গন্ধ-মাল্য-বসন-ভূষণাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া মনে করে যে, ইহার দ্বারাই তাহারা পরলোকে সুখী হইবে।"

"তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বতেত্য-সুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কা-রেণেতি সংস্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৮।৫)

এদিকে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিবার পথে ব্রহ্মার কথা পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন,—'ব্রহ্মা যে গূঢ় তত্ত্বটি তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি রহস্য আছে। তিনি তাঁহার রোম ও নখগুলিকে কাটিয়া ভদ্রবেশ ও উত্তম বসনভূষণ ধারণ করিলে তাঁহার প্রতিবিম্ব যেরূপ তদনুরূপই হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যাধির প্রবল আক্রমণে যদি তাঁহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিবিম্বটিও তেমনই হইবে। তৎপরে আবার এই শরীর-নাশের সঙ্গেই এই প্রতিবিম্বটিও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, এই অনিত্য জড়দেহের মত নশ্বর প্রতিবিম্বকে 'আত্মা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে কোনই লাভ দেখা যাইতেছে না।'

নশ্বর দেহ কখনও আত্মা নহে

ইন্দ্র এইরূপ বিচারপূর্ব্বক পুনরায় গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবার জন্য সমিধ্ হস্তে ব্রহ্মার নিকট আসিলেন এবং তাঁহার বিচার গুরুপাদপদ্মে জানাইলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক্, প্রতিবিম্ব কখনও নিত্য আত্মা হইতে পারে না, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক এসকল কথা শ্রবণ কর।"

আত্মজ্ঞান-লাভার্থ ইন্দ্রের ধৈর্য্য ও গুরুসেবা

ব্রহ্মার নিকট পুনরায় উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র সেই সকল বিচার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার সংশয় থাকিয়া গেল। তিনি পুনরায় সমিধ্ হস্তে প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি আরও বত্রিশ বৎসর এই সকল কথা শ্রবণ করিতে বলিলেন। এবারও তিনি

গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইবার পর পথে যাইতে যাইতে ঐ সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসু হইয়া কিছু সমিধ্ সংগ্রহপূর্ব্বক পথ হইতেই ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি আরও পাঁচ বৎসর ইন্দ্রকে এ সকল কথা শুনিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন,—

"মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্‌যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে।

আত্মার স্বরূপ-বর্ণন

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্, ক্রীড়ন্, রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ।"

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।১-৩)

"হে ইন্দ্র! এই দেহ জড় ও মরণশীল, মৃত্যু ইহাকে অনুক্ষণ গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। এই শরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান-ভূমি। এই নশ্বর শরীরকেই যাহারা 'আত্মা' বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহারাই সুখ-দুঃখের কবলে পতিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা এই দেহকে সেরূপ বিচারে দর্শন করেন না, সুখ-দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

দেহাত্মবাদীর ত্রিতাপ-ভোগ-লাভ

লোকে বায়ু, আকাশ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির আকার স্থূলচক্ষে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু যখন আকাশে সুপ্ত বায়ু তাহার ঝটিকাময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করে, নীরদমালা যখন আকাশতলে কৃষ্ণবর্ণ-চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দেয়, বিদ্যুৎ যখন জ্যোতির্ম্ময়ী লতার মত চঞ্চল হইয়া লুকোচুরি খেলা খেলিতে থাকে এবং ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া তোলে, তখন আমরা তাহার স্থূলমূর্ত্তি দেখিতে পাই। শরীরগুহায় অবস্থিত সূক্ষ্ম আত্মাকে আমরা অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার গুহা হইতে উত্থিত হন, যখন আমরা স্থূলচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়াও প্রত্যক্ষ দেহকেই আত্মা বলিয়া বিবর্ত্তে পতিত হই না, তখনই আত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিয়া আপন রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আত্মা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয় না হইলেও স্বপ্রকাশ

এইরূপে সুপ্রসন্ন জীবাত্মা দেহাত্মবোধ হইতে উত্থিত হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ও নিজস্বরূপে প্রকাশিত হন। ইনি উত্তমপুরুষ বা প্রকৃত 'অহং' পদ-বাচ্য। তিনি তখন পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া পরমাত্মার সেবাবিলাসে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত হাস্য করেন, ক্রীড়া করেন এবং সেই ধামের পরিকরগণের সহিত রমণ করিয়া থাকেন।"

নিঃস্ব নারায়ণের (?) জন্মকথার উপক্রমণিকায় উপনিষদের উক্ত উপাখ্যানের অবতরণিকা করিবার প্রয়োজন এই যে, শ্রুতি কোথায়ও দেহকে 'নারায়ণ' বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া প্রচার করেন নাই, ঐরূপ প্রচার করা দূরে থাকুক, দেহ হইতে জীবাত্মার পার্থক্য নির্ণয় করাই শ্রুতির মূলমন্ত্র। আচার্য্য শঙ্কর "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "অহং ব্রহ্মাস্মি,"

'জীবব্রহ্ম' বা 'জীব-নারায়ণবাদ' শ্রুতিবিরুদ্ধ

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" শ্রুতিসমূহকে যে মহাবাক্য (?) বলিয়াছেন, তাহাতেও দেহকে 'ব্রহ্ম' বলা হয় নাই। জড়দেহাতিরিক্ত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত সমজাতীয়ত্বে নিরূপণ করিয়া আত্মার জড়ধর্ম্ম নিরাস করাই ঐসকল শ্রুতির মূল উদ্দেশ্য। দেহাত্মবাদ বা দেহব্রহ্মবাদ-নিরাসের জন্যই শ্রুতির প্রবৃত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ আখ্যায়িকা ও শ্রুতির অসংখ্য মন্ত্র ইহাই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া জানাইয়াছেন যে, দেহ কখনও ব্রহ্ম নহে, বদ্ধাবস্থা কখনও জীবেব স্বরূপাবস্থিতি নহে। ব্রহ্মার বাক্যে যে বিরোচনের বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ-জন্যই ব্রহ্মা ইন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছিল ; কিন্তু, অসুররাজ বিরোচনের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় নাই। বিরোচন 'দেহ-ব্রহ্মবাদ' বা 'দেহ-নারায়ণবাদ' প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষৎ তৎপ্রসঙ্গে ইহাও জানাইয়াছেন যে, অদ্যাপি জগতে সেই মতবাদ নানা আকারে প্রচারিত হইতেছে।

দেহাত্মবাদ নিরসনার্থই শ্রুতির উপদেশ

"তস্মাদপ্যদ্যেহ" (ছান্দোগ্য ৮।৮।৫)

দেহব্রহ্মবাদ বা দেহনারায়ণবাদ প্রচার অসুরগণের রাজা বিরোচনের কার্য্য। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—জগদ্গুরু ব্রহ্মারও তাহা অভিপ্রেত নয়—শ্রুতি ও বেদান্তেরও তাহা অভিমত নহে।

'দেহব্রহ্মবাদ' বেদ ও আচার্য্যবিরুদ্ধ

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের ২।৪৪-৪৫ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে ৫।৩৪ অধ্যায়ে ও ভাগবতে ১০ম স্কন্ধ ৬৬তম অধ্যায়ে করূষদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নাম শুনিতে

পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তি আপনাকে 'বাসুদেব কৃষ্ণ' বলিয়া দেহ-নারায়ণবাদ প্রচার করিয়াছিল। উহার প্রলাপ শুনিয়া উগ্রসেন-আদি যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য উহাকে "শৃগাল-বাসুদেব" বলা হয়।

'শৃগাল-বাসুদেব'

দেহ-নারায়ণ বা জীব-নারায়ণ-বাদ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে কোথায়ও নাই। উহা অদৈব সম্প্রদায়ের প্রচার্য্য মতবাদ বলিয়া চিরদিনই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ। তথাপি, তাঁহাকে 'নারায়ণ' বলিয়া নমস্কার করিলে তিনি লোক-শিক্ষার্থ বলিতেন,—

''প্রভু কহে,—'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥

জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১১-১১৩)

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

(ভগবৎসন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য)

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

পাষণ্ডীর স্বরূপ

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥''

(বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পরেও কতকগুলি লোক আপনাদিগকে 'নারায়ণ', 'রঘুনাথ' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিবার যত্ন করিয়াছিল ; কিন্তু, ঐ ব্যক্তিগুলি কেহই সনাতন শাস্ত্রের ধার ধারে নাই। স্ব-স্ব কল্পিত মতকেই শাস্ত্র বলিয়া চালাইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই অসুররাজ বিরোচনের অপকৃষ্ট বংশধর। তাই, বাঙ্গালার আদি কবি তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

অশাস্ত্রীয় নকল অবতার

"উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥"

ত্রিগুণতাড়িত জীবের ঔদ্ধত্য

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮৩-৮৪)

*　　　*　　　*

"গর্দ্দভ-শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে, আমি 'রঘুনাথ' ভাব গিয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১১২)

*　　　*　　　*

"উদর ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব॥
গর্দ্দভ-শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া'॥

মূর্খ, পাপিগণের নিকট ভণ্ডের আদর

কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর', বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ হইয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৮০-৪৮২)

মহাপ্রভুর অপ্রকটের প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্যাগী মূর্খ, পাষণ্ড, অদৈবপ্রকৃতির ব্যক্তি আপনাদিগকে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রচর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা'-নামিকা পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে,—

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলার পর নানা-প্রকার নকল অবতার

"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্
কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে।
স্বস্মেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো
ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষান্তু কশ্চিদ্ দ্বিজবাসুদেবো
গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহং।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী
শৃগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং
বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধা-
ত্যক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাখ্যয়ার্য্যৈঃ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়॥
মন্দং হৃষ্যন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥

কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

নকল অবতার বা কপটীর দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়

এই সকল পাষণ্ডপ্রকৃতির ব্যক্তিকে যদি শুদ্ধভক্তের সহিত একাকার করা যায়, তবে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু, আত্মমঙ্গল হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতে হয়। আত্মমঙ্গলকামী কখনই দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গকে, জীব ও নারায়ণকে, মায়া ও মায়াধীশকে একাকার করিতে পারেন না।

নবম প্রসঙ্গ

সাম্প্রদায়িকতা ও ঐকান্তিকতা

সাম্প্রদায়িকতা ও ঐকান্তিকতার স্বরূপ

অনেকেই ঐকান্তিকতাকে সাম্প্রদায়িকতা' ও সাম্প্রদায়িকতাকে 'ঐকান্তিকতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। বস্তুতঃ, ঐকান্তিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা দুইটী ভিন্ন বৃত্তি। অন্ধবিশ্বাস ও কুবিশ্বাস হইতে 'অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা'র উৎপত্তি হয়; আর নিত্য বাস্তব সত্যে স্বাভাবিক অনুরাগ, প্রীতি ও নিষ্ঠা হইতে ঐকান্তিকতা-বৃত্তির আবির্ভাব হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'ঐকান্তিক'

অর্থাৎ বাস্তব সত্যে পরিনিষ্ঠিত-মতি ; কিন্তু, ভগবানে প্রীতি-রহিত নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ ভক্তের সেই প্রীতিময়ী নিষ্ঠা বা চেতনের নির্ম্মলা বৃত্তিকে অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা অন্ধ-বিশ্বাসমূলে 'গোঁড়ামি' মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐকান্তিকতার বিকৃত প্রতিবিম্বই 'অসৎসাম্প্রদায়িকতা'।

গোঁড়ামি ও ঐকান্তিকতা এক নহে

সৎসাম্প্রদায়িকতা ও ঐকান্তিকতা—একই বৃত্তি। অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-বরণে যে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, তাহাই সৎসাম্প্রদায়িকতা বা ঐকান্তিকতা ; আর, উহার অবৈধ বিকৃত অনুকরণ করিয়া অসদ্বস্তুর প্রতি যে অন্ধবিশ্বাস, তাহাই অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম্মোন্মত্ততা বা গোঁড়ামি। শ্রীহনূমান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও শ্রীসীতাপতি রামচন্দ্রে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেবল লীলাগত বৈচিত্র্য রহিয়াছে। তথাপি, আমি শ্রীভগবানের সেই অপ্রাকৃত রামলীলাকেই সর্ব্বস্বরূপে বরণ করিয়াছি।

বিষ্ণুতত্ত্বে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই

শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীমুরারিগুপ্তও ঠিক্ এই বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃদেব শ্রীল অনুপম শিশুকাল হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের ইষ্ট-নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কথা শ্রীঅনুপমের নিকট পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন ; তাহাতে শ্রীল

অনুপম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি গৌরব-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও শ্রীরাম-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই কথা শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের নিকট ব্যক্ত করেন ; তাহাতে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীঅনুপমের ঐকান্তিকতা-দর্শনে নিরতিশয় সন্তোষই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅনুপমের এইরূপ ইষ্ট-নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বলিতেছেন,—

শ্রীল অনুপমের সুদৃঢ় ইষ্টনিষ্ঠা-শ্রবণ ও শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের সন্তোষ

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥
আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেহ রহে নিরন্তর ॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি-দুইজনে ॥
"শুনহ, বল্লভ ! কৃষ্ণ—পরম-মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম, বিলাস—প্রচুর ॥
কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥
"তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু ?
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥"

এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ!
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন॥
"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়॥
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
'সাধু দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিলুঁ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৩০-৪৩)

ঐকান্তিক ভক্তের বিচার

শ্রীহনূমান্, শ্রীমুরারিগুপ্ত বা শ্রীঅনুপমের এইরূপ ইষ্টনিষ্ঠা দর্শন করিয়া যদি কাহারা ঘেঁটু, মা-কাল, সুবচনী, শনি প্রভৃতি লৌকিক দেবতা, গ্রাম্যদেবতা বা অবৈদিক-দেবতা কিংবা তথাকথিত বৈদিক-দেবতার উপাসক-সম্প্রদায় অন্ধবিশ্বাস ও অবৈধ অনুকরণ-জাত অপনিষ্ঠা বা অসদৈকান্তিকতাকে বহু-মানন করেন, তাহা হইলে তাহাদের ঐ বৃত্তিকে শুদ্ধ-ঐকান্তিকতা বা সৎসাম্প্রদায়িকতা বলা যাইবে না; উহা অবৈধ গোঁড়ামি বা অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা বলিয়াই গণ্য হইবে। সৎ ও অসতে নিষ্ঠা, ভগবান্ ও মায়াতে নিষ্ঠা—বাহিরে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। অসদ্বস্তুতে অন্ধ-বিশ্বাসকে ঐকান্তিকতা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু, যাঁহারা

সত্যে ও অসত্যে নিষ্ঠা (?) এক নহে

নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহারা 'মুড়ি ও মিশ্রি', 'চেতন ও জড়', 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও ঘেঁটু মাকাল' উভয় বস্তুকে একই শ্রেণীর মনে করেন। সুতরাং, তাঁহারা অনেক সময়ে শ্রীহনূমানের উপরি-উক্ত বাক্যটী উদ্ধার করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আবাহন করিয়া থাকেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর অহিন্দু-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ। তিনি অনুক্ষণ 'কৃষ্ণনাম' করিতেন দেখিয়া তদানীন্তন পাষণ্ডী হিন্দু ও অহিন্দু-সম্প্রদায় ঠাকুর হরিদাসের উপর নানাপ্রকার মৎসরতার পরিচয় দেয় ও অত্যাচার আরম্ভ করে। 'ঠাকুর হরিদাস জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, তাহার পরলোকে কি গতি হইবে, সুতরাং তাঁহাকে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত',—যখন অহিন্দুগণ এইরূপ বিচার করিতেছিলেন, তখন শ্রীল ঠাকুর হরিদাস—

দেহাত্মবাদীর ভাল-মন্দ বিচার (?)

"বলিতে লাগিলা তা'রে মধুর উত্তর।
শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ ক'রে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
সে প্রভুর নাম, গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্রমতে॥"

পরমেশ্বর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৭, ৮০)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের উক্তির কদর্থ করিয়া কতকগুলি অর্ব্বাচীন লোক কল্পনা করিয়া থাকেন, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন "নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।",

"বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে।"—এইরূপ উক্তির দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদীর চিজ্জড়-সমন্বয়বাদকেই স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা "যত মত তত পথ" এই মতবাদেরই সমর্থক প্রমাণবিশেষ!

কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দর্শন করাই বিজ্ঞগণের কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এই উক্তিটি বিষ্ণু-বিদ্বেষী নির্ব্বিশেষবাদী অহিন্দু-সম্প্রদায়ের উক্তির প্রতিবাদরূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরমার্থতঃ বা তত্ত্বতঃ ভগবদ্বস্তুতে কোন ভেদ নাই; কিন্তু, অভিধেয়ে অর্থাৎ ভগবানের নামগ্রহণের প্রণালীতে ও উদ্দেশ্যে যে পার্থক্য ও দোষ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা কোথায়ও ভগবদনুসন্ধান, কোথায়ও বা মায়ার অনুসন্ধান হইয়া থাকে। মায়ার অনুসন্ধানের দ্বারা তত্ত্ববস্তুর ক্ষতি-বৃদ্ধি না হইলেও অনুসন্ধানকারীর ক্রিয়াটী অবৈধ ও তাহার প্রয়োজন ব্যর্থ হয়। এই সূক্ষ্ম বিচার, নির্ব্বিশেষবাদের বীজাণু একবার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন।

মহাজনের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্যই গ্রহণীয়

নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে ভাসমান সমন্বয়বাদিগণ নিম্নলিখিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তটী অবধারণ করিতে পারেন না,—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

ভক্তির তারতম্যে ভগবৎপ্রকাশের প্রকারভেদ

বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধস্থিতিভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ, অহৈতুকী বিশুদ্ধা ভক্তির তারতম্যানুসারে ভগবান্ তাঁহার নিত্যস্বরূপ প্রকট করেন।

এস্থানে সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ মানবের বহির্ম্মুখ রুচির ছাঁচে গঠিত হইবার কথা বলা হয় নাই। এখানকার বিচার নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচার অপেক্ষা পৃথক্। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—'চরম তত্ত্বের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদি নাই ; তবে, সাধকের রুচি বা কল্পনানুযায়ী অনিত্য বা সাময়িক নাম-রূপাদি ভগবান্ সৃষ্টি করিতে পারেন। চরম তত্ত্বের উপলব্ধি হইলে সেই নাম-রূপাদির আর কিছুই থাকে না, উহারা এক নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।' কিন্তু, শুদ্ধভক্তগণের সিদ্ধান্ত এই যে, সাধকের নির্ম্মল চেতনের অহৈতুকী বিশুদ্ধা ভক্তির তারতম্যানুসারে ভগবান্‌ই তাঁহার অনন্ত, অপ্রাকৃত, নিত্য নাম, রূপ প্রকট করেন। উহা সাধকের কল্পনার সৃষ্ট বস্তু বা অনিত্য ব্যাপার নহে ; উহা কখনও বিনষ্ট হয় না বা হইতে পারে না ; কিংবা উহা নির্ব্বিশেষ ভাব হইতে 'নীচের থাকে'র বস্তুও নহে। সেই নামরূপাদি নিত্য। নির্ব্বিশেষ ভাব তাঁহার ব্যতিরেক একটি অসম্যক্ ভাবমাত্র।

ভক্তের নিত্য শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও অভক্তের কল্পিত মূর্ত্তিপূজা এক নহে

উপরি-উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

একই ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৫৬)

এই উক্তিতে ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবাভেদে আরাধ্য-বস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদের কথা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিষ্ণুতত্ত্বে এবং রাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বে ভেদ নাই ;

কিন্তু, বিচিত্রতা আছে, ইহাই বলা হইয়াছে। দুগ্ধ বিভিন্ন প্রকারের ক্ষীর, মালাই প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত থাকিতে পারে; বস্তুতঃ, তাহাদের মধ্যে উপাদানের মৌলিকতায় ভেদ নাই, কেবল বিচিত্রতা আছে; কিন্তু দধি, বটক্ষীর, চূণগোলা প্রভৃতির মধ্যে সেরূপ ভেদহীন বিচিত্রতা নাই। দধিতে দুগ্ধের উপাদান থাকিলেও উহা বিকৃত বস্তু, দধি দুগ্ধের সঙ্গে মিশিবে না; মিশাইতে গেলে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব "ব্রহ্মসংহিতা"-নামক যে সিদ্ধান্তগ্রন্থটি জগতে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মসংহিতা'য় রুদ্র ও কৃষ্ণতত্ত্ব এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যে যে দুইটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত—"একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ" সিদ্ধান্তটি পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্মসংহিতা' **রুদ্রতত্ত্ব বুঝাইতে** 'দধি'র **উদাহরণ**, আর **বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝাইতে প্রদীপের উদাহরণ** দিয়াছেন। 'দধি' **দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও দুগ্ধের বিকার, দুগ্ধের সহিত সমান নহে, বিকৃত বস্তু। কিন্তু, এক মূল প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ জ্বালিলে আর একটি পৃথক্ প্রদীপ পৃথক্ আকারে প্রকাশিত দেখা গেলেও উভয়ই সমানধর্ম্মা।** তদ্রূপ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ; অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তদীয় অংশ গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, তাহা হইতে প্রকাশিত শ্রীরাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুর অবতারবৃন্দ, গর্ভোদকশায়ীর অংশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা পরমাত্মা প্রভৃতি এক মূল প্রদীপ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত বৈচিত্র্যযুক্ত বিষ্ণুতত্ত্ব।

স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তুভেদ এক নহে

সমরূপ বা রূপান্তর ও বিকারে প্রভেদ

অবতারবৃন্দ স্বাংশতত্ত্ব

তথাকথিত শিবভক্ত ও শুদ্ধশিবভক্ত-সম্বন্ধে মহাজন এইরূপ বলিয়াছেন,—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজনোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্।
তথা সদৃশমস্তু বা বিধিহরাদি-মূর্ত্তিত্রয়ম্॥
বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।
প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ স্মতাঃ॥
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়ো
বিষ্ণূপাসনয়ৈব তেঽপি চ ভবাদীনাং প্রিয়া জজ্ঞিরে।
যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-বৃক-ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা জনাঃ
তদ্ভৃত্যা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

মহাজনের অনুসরণে দেবতান্তরনিন্দা-শূন্য হইয়া কৃষ্ণভজনই কর্ত্তব্য

শিব বিষ্ণুর উপাসক-নিবন্ধন বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক-নিবন্ধন শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনজনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তাভিমানিগণের অধঃপাত শাস্ত্রে অবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপরায়ণ, এজন্য তাঁহারা শ্রীশম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গল-বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, এজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল।

বিষ্ণুসেবকগণের জগন্মঙ্গলকারিত্ব এবং বিষ্ণুবিদ্বেষিগণের জগদ্বৈরিতা

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল; কিন্তু, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল।

রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যু-শরেই নিহত হয়, স্বয়ং ব্রহ্মাই রাবণ-হননের জন্য ঐ মৃত্যু-শরের কথা ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং, বিষ্ণুবিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশ আকাঙ্ক্ষা করেন।

বাণ-নৃপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভি-মান করিতেন। তিনি মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ-নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবল মাত্র চারিটী বাহু থাকে। বাণ-নৃপতি জগতের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী বা পাষণ্ড শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ। তাঁহারা নিজেরাই 'ভবানীভর্ত্তা' বা 'সোঽহং'বাদী হইয়া পড়েন! তাঁহারা শিবের প্রিয় নহেন; এজন্য তাঁহাদের উপর শিবের চির অভিসম্পাত রহিয়াছে।

কৃষ্ণবিদ্বেষী শৈবরাজ বাণের পরিণাম

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিব-ভক্ত বলিয়া অভি-মান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে চিরবিনষ্ট হয়।

বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, সে যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবে, সে ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই বরপ্রদাতা শিবকেই নির্ব্বাচনপূর্ব্বক শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত

অহংগ্রহোপাসক শিব-ভক্তের পাষণ্ডতা

হইল। (শৈব মায়াবাদিগণের বিচারও ঐরূপ)। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃককে বলিলেন,—"শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না।" বৃক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শিবরক্ষার্থ বিষ্ণুকর্ত্তৃক কৌশলে বৃকবধ

ক্রৌঞ্চ—ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ মহাবল লাভ করে এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান; কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—শুদ্ধভক্তের ঐকান্তিকতা—দুঃসঙ্গ বা শরণাগতির প্রতিকূল পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল বিষয়-গ্রহণের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর, নির্ব্বিশেষবাদী ও অন্ধবিশ্বাসীর গোঁড়ামি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে দুঃসঙ্গে থাকিবার জন্যই সুদৃঢ় সঙ্কল্প। আমরা শুদ্ধভক্তিপথের মহাজনগণের বিচার হইতে তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তি-নিষ্ঠা এক নহে

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য জনে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।

কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ডীর গতি

নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তা'র সে ছার ভাবনে ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তা'র কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥
জগত-ব্যাপক হরি, অজ-ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁ'র সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥

কর্ম্মজ্ঞানের ছলনা ছাড়িয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই অন্বেষণীয়

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এই বিচারই তাঁহার "শরণাগতি" গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর ॥

ভক্তিপ্রতিকূল-বর্জ্জনে দৃঢ়তাই শরণাগতির অন্যতম লক্ষণ

ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তিপ্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী॥

(শরণাগতি ২৬)

কোন কোন আধুনিক সমন্বয়বাদী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত (মধ্য ৬।১৬৯) "মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" অর্থাৎ 'বিমুখ-মোহনাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কৃত বেদান্ত-ভাষ্য শ্রবণ করিলে জীবের অনাবৃত চেতনের বৃত্তি যে ভক্তি, তাহা বিনষ্ট হয়, আত্মার বৃত্তি লুপ্ত হইলে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়',—এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ইহাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা বলিয়া থাকেন। কিন্তু, পতির প্রতি পত্নীর প্রীতি, পুত্রের প্রতি মাতার অকৃত্রিম স্নেহ বারবনিতা ও বন্ধ্যার নিকট সঙ্কীর্ণ বিবেচিত হইলেও, উহাই বস্তুতঃ উদারতা ও প্রীতিরই লক্ষণ। জাগতিক পতি, পুত্র প্রভৃতি খণ্ড ও অনিত্য বস্তু বলিয়া তাহাতে প্রীতি বা স্নেহও খণ্ড ও অনিত্য ; কিন্তু, শ্রীভগবান্ 'পূর্ণ বস্তু' বলিয়া তৎপ্রতি প্রীতি অখণ্ড, পরিপূর্ণ ও নিত্য।

মায়াবাদীর মতে শুদ্ধ-ভক্তিতে নিষ্ঠাও সঙ্কীর্ণতা !

এইরূপ অখণ্ড অহৈতুকী প্রীতি বা প্রেমের ন্যায় আর উদারবৃত্তি চতুর্দ্দশ ভুবন কেন, বৈকুণ্ঠেও নাই। উহা এক-মাত্র গোলোকের অতিমর্ত্ত্য বস্তু। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের বিষে তাহাদের চিত্ত জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। তাই, মহাজন গাহিয়াছেন,—

নির্ব্বিশেষবাদী অহৈ-তুকী প্রীতি বুঝিতে পারে না

বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥
বিষয়ি-হৃদয়ে যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ॥

কুতার্কিক মায়াবাদীর সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য

মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল ॥
ভক্তির স্বরূপ আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয় ॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥

সমন্বয়বাদিগণ মনে করেন, তাহারা যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধি করতলগত করিতে পারেন। তবে যখন যে উপায়কে অবলম্বন করিবেন, তখন সেই উপায়টির প্রতিই নিষ্ঠা প্রদর্শন করা উচিত। যখন ইঁহারা সমস্তরে

নির্ব্বিশেষবাদীর ঐকান্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ভেদ আছে কি ?

স্থাপিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যাভিলাষরূপ উপায় হইতে কর্ম্ম, যোগ বা অন্যাভিলাষকে তাঁহাদের পছন্দমত বাছিয়া লইলেন, তখন তাঁহারা বলেন,—যিনি কর্ম্মরূপ উপায় বাছিয়া লইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেই ঐকান্তিক হউন ; যিনি জ্ঞান, যোগ বা অন্যাভিলাষ বাছিয়া লইয়াছেন, তিনি তাঁহার রুচিপর বস্তুতেই পরিনিষ্ঠিত থাকুন। উপায়-বিচারে তাঁহাদের যেরূপ মত, উপাস্য-বিচারেও তাঁহাদের সেইরূপই মত। তাঁহারা বলেন,—সূর্য্য, শক্তি, গণপতি, রুদ্র, বিষ্ণু সকলেই

সমস্তরে অবস্থিত। গ্রাহক যেরূপ দোকান হইতে পছন্দসহি ভোগের জিনিষ ক্রয় করেন, তেমনই যাঁহার সূর্য্যকে পছন্দ, তিনি সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া লউন ; যাঁহার শক্তিকে পছন্দ, তিনি শক্তিকে উপাস্য করিয়া লউন। রুচিই ইঁহাদের মতে উপাস্য ও উপাসনার প্রকার-নির্ণয়ের মাপকাঠি। ইঁহাদের গুরুদেবও 'একঘেয়ে' নহেন। যে গুরুদেব কেবল বিষ্ণূপাসনাই প্রদান করেন, তিনি ইঁহাদের মতে 'এক-ঘেয়ে'। অর্থাৎ পাতিব্রত্য—একঘেয়ে! যে গুরু বিভিন্ন শিষ্যের বিভিন্ন রুচির আজ্ঞা-সরবরাহকারী, তিনি ইঁহাদের মতে প্রকৃত উদার সদ্‌গুরু। অধিক কি, ইঁহারা যখন 'ঢেঁকি ভজিয়াও' 'প্রেম-মধু' আস্বাদন করিবার ছড়াগান রচনা করিয়া ভুবনমোহিনী মায়ার রাজ্যের জীবের করতালি কুড়াইতে পারেন এবং সিদ্ধি-প্রদাতা গণদেবতার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ গণমতের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে পারেন, তখন আর কথা কি! কাহার রুচি? এস্থলে রোগীর রুচি, না সুস্থের রুচি, বদ্ধের রুচি, না মুক্তের রুচি, বিমুখের রুচি, না উন্মুখের রুচি? আর, সেই রুচি-পরীক্ষার কষ্টিপাথরই বা কি, বা কে,—তাহার কোন কথা নাই। কেবল পাঁচ-মিশালে সকল প্রকার দলের—গণমতের সন্তোষ-বিধানকেই কেন্দ্র করিয়া ইঁহারা সকল পথেই সিদ্ধির আকাশকুসুম ভাবনা করেন! ঢেঁকি ভজিয়া প্রেমমধু আস্বাদনের প্রতিজ্ঞা শুনিলে—কিংবা 'শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ভিজ্‌ল গাঁজা' কথা শুনিলে অনেক অন্যাভিলাষীকেও দলে পাওয়া যায়। কাজেই সেখানে দল ভারী হয় ; গণ-

সকলপ্রকার রুচির অনুমোদনকারীই কি উদার সদ্‌গুরু?

গণমতের সন্তোষবিধানই সমন্বয়বাদীর উপাসনা

গড্ডলিকার কলরব দুনিয়ার দরবারের আসর গরম করিয়া রাখিলে শুদ্ধ একান্তিতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে 'কোণ-ঠেশা' বা 'একঘ'রে' করা যায় এবং 'একঘেয়ে'ও বলা যায় !

মায়া ও ঈশ্বরে যুগপৎ ঐকান্তিকতা (?) প্রদর্শনই কপটতা

এইরূপ যাঁহারা ঢেঁকিভজা, গাঁজাভজার সহিত বাস্তব ভগবানের ভজনকে সমশ্রেণীস্থ অর্থাৎ অন্তরে একই তাৎপর্য্য-পর ভাবিয়া সময়-বিশেষের জন্য ঢেঁকিতে ঐকান্তিকতা, গাঁজাতে ঐকান্তিকতা প্রভৃতির ন্যায় যে কোন কল্পিত উপাস্যে ঐকান্তিক (?) হইবার উপদেশ দেন, তাঁহাদের একান্তিতার মৌখিকতা কি অন্তঃসারশূন্য কপটতা নহে ?

ভগবদ্ভক্তিতে এইরূপ কপটতার কোন অভিসন্ধিই নাই। এজন্যই ভাগবত-ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার কপটতার অভিসন্ধি-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আত্মধর্ম্ম। ইহা ভাগবতধর্ম্মের আত্মপ্রশংসা নয় ; পরন্তু, বাস্তব সত্য-কীর্ত্তন।

শাস্ত্রে 'একান্তী'র সংজ্ঞা

আমরা শাস্ত্রে একান্তিগণের এইরূপ লক্ষণ শুনিতে পাই,—

"একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবত-চেতসঃ॥"

(গারুড়)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত বলিয়াই সেই ভক্তগণ "একান্ত" নামে কথিত হন। তাঁহারাই ভগবদ্গত-চিত্ত।

সেই একান্তিগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥"

(ভক্তি-সন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক-সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ব-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন 'একান্তী' ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

একান্তী কৃষ্ণভক্তই সর্ব্বোত্তম

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারি প্রকার একান্তিতার কথা বলিয়াছেন,—

"তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরঃ অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনিরপেক্ষতা অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি।"

চতুঃপ্রকার একান্তিতা

অর্থাৎ একান্তিতা চতুর্বিধা,—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির প্রতি অশেষ নিরপেক্ষতা, (৩) বহুবিঘ্নদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

একান্তিতার **প্রথম** লক্ষণ—**ধর্ম্মে অনাদর** কিরূপ, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীউদ্ধব-গীতার বাক্য এবং শ্রীমন্মহাভারত হইতে অর্জ্জুন-গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

একান্তিতার প্রথম লক্ষণ

"তত্র ধর্ম্মানাদরেণ শ্রীমদুদ্ধব-প্রশ্নোত্তর এব (ভাঃ ১১।১১।৩২)

'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥'

ভগবদ্গীতায়াম্,—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীউদ্ধবগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষ-গুণ বিচার-পূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।"

ঐকান্তিকের প্রথম লক্ষণ সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ

শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোক-শিক্ষা-কল্পে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতি-জনিত কোন প্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।"

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের (২৯।৪৬) আর একটি বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"

ঐকান্তিক ভক্ত লোক-বেদধর্ম্মে আসক্ত নহেন

যখন পরিপূর্ণ-ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তিদ্বারা সেবিত হইয়া জীবের প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"
(ভক্তি-সন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য)

একান্তী কৃষ্ণভক্তই সর্ব্বোত্তম

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক-সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ব-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন 'একান্তী' ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারি প্রকার একান্তিতার কথা বলিয়াছেন,—

চতুঃপ্রকার একান্তিতা

"তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরঃ অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনিরপেক্ষতা অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি।"

অর্থাৎ একান্তিতা চতুর্বিধা,—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির প্রতি অশেষ নিরপেক্ষতা, (৩) বহুবিঘ্নদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

একান্তিতার প্রথম লক্ষণ

একান্তিতার **প্রথম** লক্ষণ—**ধর্ম্মে অনাদর** কিরূপ, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীউদ্ধব-গীতার বাক্য এবং শ্রীমন্মহাভারত হইতে অর্জ্জুন-গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

"তত্র ধর্ম্মানাদরেণ শ্রীমদুদ্ধব-প্রশ্নোত্তর এব (ভাঃ ১১।১১।৩২)

'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥'

ভগবদ্গীতায়াম্,—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীউদ্ধবগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষ-গুণ বিচার-পূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।"

ঐকান্তিকের প্রথম লক্ষণ সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ

শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোক-শিক্ষা-কল্পে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতি-জনিত কোন প্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।"

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের (২৯।৪৬) আর একটি বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"

ঐকান্তিক ভক্ত লোক-বেদধর্ম্মে আসক্ত নহেন

যখন পরিপূর্ণ-ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তিদ্বারা সেবিত হইয়া জীবের প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

একান্তিতার **দ্বিতীয়** লক্ষণ—**অন্য সর্ব্বনিরপেক্ষতার** প্রমাণ-প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য হইতে বলিতেছেন,—

শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—

"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥"

একান্তিতার দ্বিতীয় লক্ষণ

অতএব, শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে—

"তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥"

নিরপেক্ষ, মদ্গতমনাঃ, প্রশান্ত, সমদর্শী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ। কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন,—"হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়। কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন; অতএব, সাধুসঙ্গই নির্জ্জন-সঙ্গ বা সর্ব্বসঙ্গ-নিরপেক্ষতা।

একান্তিতার **তৃতীয়** লক্ষণ—**বিঘ্নাকুলতা-সত্ত্বেও হরিসেবায় চিত্তের রতিপরতা**। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথকে নানাপ্রকার বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া গণমতের ধূর-বহনকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদী উদারপন্থী হইয়া পড়েন। 'সব পথই সমান', 'ভক্তি ও অভক্তি' সকলই সমান—ইহা বলিলে বহুলোকেরই মনোরক্ষা হয়। কাজেই বহু বিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। অধিক কি, একান্তভাবে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করেন।

একান্তিতার তৃতীয় লক্ষণ

"বিপ্রস্থ বৈ সন্ন্যাসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্॥"
(ভাঃ ১১।১৮।১৪)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস-কালে স্ত্রীপুত্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাগণ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন ; কারণ তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন,—এই ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভগবল্লোকে গমন করিতেছে। আমরা যে দলে বহু রহিয়াছি, এই ব্যক্তি সেই দল পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট "একঘ'রে" বা "একঘেয়ে" হইয়াও বস্তুতঃ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতেছে !

ঐকান্তিকের প্রতি দেবগণেরও ঈর্ষা

এই জন্যই শুদ্ধভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। ইহাতে জগতের লোকের তাড়না-গঞ্জনা, দেবতাদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার-অবিচার এবং পদে পদে বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে। এজন্য শুদ্ধভক্তিপথের গ্রাহক খুবই কম। আবার যাঁহারা প্রথমতঃ গ্রাহক হইবার অভিনয় দেখান, তাঁহা-রাও কার্য্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিঘ্ন দেখিয়া সরিয়া পড়েন—'পুনর্মূষিকো ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গণগড্ডলিকার রুচিপ্রদ ধর্ম্মে ও পথে গা' ভাসাইয়া দেওয়াই বিঘ্ন হইতে উদ্ধারের আশু প্রতিকার বলিয়া বরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণকেই 'নিত্য রক্ষাকর্ত্তা' বলিয়া বরণ করেন, সেইরূপ শরণাগত সুদুর্ল্লভ অধিকারীই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকতর সংলগ্নই করিয়া দেয়। কামাতুর পুরুষ কামিনী-প্রাপ্তির পক্ষে যতটা অধিক বিঘ্নে আচ্ছন্ন হয়,

ঐকান্তিক না হইলে ভক্তিপথে থাকা যায় না

অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সে ততটাই অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তদ্রূপ, ঐকান্তিক প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসেবায় যতটা অধিক বিঘ্ন দেখিতে পান, কৃষ্ণ-সেবায় ততই অধিক নব-নবায়মানা আর্ত্তি ও চেষ্টা প্রদর্শন করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শাস্ত্রবাক্য হইতে জানাইয়াছেন,—

"আপদ্‌গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥"

আপন্ন হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।

একান্তিতার চতুর্থ লক্ষণ

একান্তিতার **চতুর্থ** লক্ষণ—**প্রেমৈকপরতা**-সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥"
(ভাঃ ৫।৫।৩)

প্রেমৈকপর ভক্তের লক্ষণ

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

প্রেমের তারতম্যানুসারে এই **প্রেমৈকপরতা তিন প্রকার,**—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)
স্বেষ্টদেবস্তস্য ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি।
ভাবয়ন্তি চ তান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ সম্মতঃ সতাম্॥

শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে—

উত্তম ভাগবতের লক্ষণ

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥

হবিযোগেশ্বরোত্তরে চ—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

মহাভাগবতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন

যিনি নিখিলবস্তুতে ভোগ্য-জড়াতীত অপ্রাকৃত ভূতগণের ভগবৎসেবোপযোগী সিদ্ধস্বরূপ দর্শন করেন এবং নিজ সিদ্ধ স্বরূপের দ্বারা নিত্যসেবাপর ভূতসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ভাগবতোত্তম অর্থাৎ মহাভাগবতগণের বহির্ম্মুখ দৃষ্টির অভাব-নিবন্ধন সর্ব্বত্রই সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন।

যিনি সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্টদেবের সেবাময় ভাব দর্শন করেন এবং তাঁহার অভীষ্ট বস্তুতেই ভূতগণ সেবকরূপে অবস্থিত, ইহা নিত্য ভাবনা করেন, সজ্জনগণের মতে তিনিই ভাগবত।

শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন,—যাঁহারা অনন্যভাবে অর্থাৎ কোনপ্রকার ফলানুসন্ধান না করিয়া প্রেমের সহিত আমার প্রতি সুদৃঢ়া ভক্তি করেন এবং আমার জন্য সমস্ত কর্ম্ম, তথা স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই সাধু।

প্রকৃত সাধুর আচরণ

যাঁহার নাম অবশেও উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক অনায়াসে ধ্বংস হয়, সেই ভগবান্ বাসুদেব যে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগ না করিয়া প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত।

মধ্যমা ও কনিষ্ঠা প্রেমৈকপরতার লক্ষণ-নির্ণয়ে শ্রীল সনাতন প্রভু মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

যাঁহারা ঐরূপ একান্তিতাকে আদর করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মুক্তি-পিপাসারূপ কপটতা-বর্জ্জিত হইতে পারেন নাই ; তাঁহাদের নিরপেক্ষতা-ধর্ম্ম উদিত হয় নাই। তাঁহাদের এক অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানে প্রেম নাই। যাঁহাদের বহু বিষয়ে প্রেম (?), তাঁহারাই একান্তিতা-ধর্ম্মের বিরোধী, তথাকথিত সমন্বয়বাদী। হরিপ্রেমৈকপরতা অপেক্ষা লোকৈকপরতাই তাঁহাদের অধিকতর উপাস্য। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের অনুকরণে জাগতিক সম্বন্ধ-পরিত্যাগের অভিনয় করেন, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশেরও অভিনয় করিতে পারেন ; কিন্তু, তাঁহারা ঐ সকল অভিনয় লোক-প্রীতি অর্জ্জনের জন্যই করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিকে যাঁহারা ঢেঁকি-ভজার মেকী ভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, যাঁহারা পরমেশ্বরকে ঘটী,

বহুনিষ্ঠতা বা লোকপ্রিয়-তাই একান্তিতার বিরোধী

বাটি, লাঠি, পাটী-জাতীয় ভোগের বস্তুর ন্যায় ভাবিতে পারেন এবং ভক্তিকে কাম-ক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তি মনে করিতে পারেন, তাঁহারাই একান্তিতা-ধর্ম্মের বিরোধী।

আবার কতকগুলি লোক একান্তিতা ধর্ম্মের বিকৃত অনুকরণ করিয়া অবৈধ ধর্ম্মোন্মত্ত (fanatic) হইয়া পড়িয়াছেন! কল্পিত মর্ত্ত্যজীবে পরমেশ্বরতা আরোপ বা পরমেশ্বরকে জীব কল্পনা করিয়া কতকগুলি লোক একান্তিতা-ধর্ম্মের ব্যভিচার উৎপাদন করিয়াছেন। হরি-মায়া এই একান্তিতা-ধর্ম্মের সুগোপ্য সম্পুটকে কোটিকণ্টকে আবৃত রাখিয়া একান্ত শরণাগতের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণ করিতেছেন।

একান্তিতার অবৈধ অনুকরণ

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়কালে ঐরূপ এক অবৈধ ধর্ম্মোন্মত্ততার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। চোল দেশের অধিপতি কৃমিকণ্ঠ তাঁহার রাজধানী কাঞ্চীপুরে অবস্থান করিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈবমতাবলম্বী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—যদি শ্রীরামানুজকে শৈব-মতে আনয়ন করা যায়, তাহা হইলেই অতি সহজেই সমগ্র চোলরাজ্য উক্ত মতাবলম্বী হইবে। যদি রামানুজ বৈষ্ণবমত ত্যাগ করিয়া শৈবমত গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াও সমস্ত চোলরাজ্যে শৈব-মতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কৃমিকণ্ঠ রামানুজকে কাঞ্চীপুরে আনয়ন করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে লোক পাঠাইলেন। কাহারও রাজার আদেশ অমান্য করিবার উপায় ছিল না। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যবর কুরেশ কৃমিকণ্ঠের

চোলরাজের আসুরিক ধর্ম্মোন্মত্ততা

দুষ্টাভিসন্ধির কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন,—"আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, কৃমিকণ্ঠ আপনার প্রাণ সংহার করিবার জন্য আপনাকে কাঞ্চীপুরে আহ্বান করিয়াছে। আপনার দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে চোলরাজ্যে শৈবমতের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে মনে করিয়া উক্ত অসদ্ ধর্ম্মোন্মত্ত রাজা এইরূপ নৃশংস ও ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। অতএব, আপনার তথায় যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে। আপনার জীবন-রক্ষা হইলে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল। অতএব, আপনার শ্রীপাদপদ্মে সকাতর নিবেদন করিতেছি,—আপনি কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি প্রদান করুন, আমি তথায় আপনার পরিবর্ত্তে গমন করি। আপনার কাষায়-বসন ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া আমি পাষণ্ড নৃপতিকে বঞ্চনা করিব এবং আপনি আমার শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অপর দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গম হইতে প্রস্থান করুন। কারণ, তথায় কেহ না গেলে আমাদের আর রক্ষা নাই।"

শৈবাভিমানীর বৈষ্ণব-নির্য্যাতনে সঙ্কল্প

কুরেশ শ্রীরামানুজাচার্য্যের কৃপা-সম্মতি লাভ করিয়া কাষায়-বসন ও ত্রিদণ্ডে সজ্জিত হইয়া কাঞ্চীপুরে গমন করিলেন। কৃমিকণ্ঠ কুরেশকেই রামানুজ মনে করিয়া প্রথমতঃ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কারণ, কৃমিকণ্ঠ জানিতেন, রামানুজ একজন মহাজ্ঞানী ও গুণী। বিশেষতঃ, কৃমিকণ্ঠের ভগ্নী একসময় পিশাচ-গ্রস্তা হইলে শ্রীরামানুজই তাহাকে আরোগ্য লাভ করান। কৃমিকণ্ঠ কুরেশকে রামানুজ-জ্ঞানে বলিতে লাগিল,—"আমার সভাস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলী আপনার সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বিশেষ

ছদ্ম-বেশে কুরেশের কাঞ্চীপুরে গমন

ব্যগ্র হইয়াছেন। আপনি মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ করুন।" কুরেশ বলিলেন,—"সর্ব্বলোক-পাবন শ্রীবিষ্ণুর সেবাই আব্রহ্ম-স্তম্ব জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। জগদ্‌গুরু শিব পার্ব্বতীর সহিত শ্রীসঙ্কর্ষণ রামের সেবা করিতেছেন ও শ্রীবিষ্ণু-চরণামৃতস্বরূপ গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বিষ্ণূপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতেছেন।" ইহা শুনিবামাত্র কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল,—"তুমি ভক্তনামধারী ভণ্ড। যিনি সর্ব্বলোক-সংহারকারী কালকেও সংহার করেন বলিয়া 'মহাকাল' নামে প্রসিদ্ধ, কালক্রমে বিষ্ণুকেও যাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইতে হইবে, তুমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শিবকে দুর্ব্বল বিষ্ণুর সেবক করিতে চাহিতেছ? এখনই তুমি এই পাষণ্ডতা পরিত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হও; নতুবা তোমার আর নিস্তার নাই।"

কুরেশ-কর্ত্তৃক জীবমাত্রের কর্ত্তব্যবর্ণন

বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা-শ্রবণে চোলরাজের ক্রোধ

কৃমিকণ্ঠ ইহা বলিবা মাত্র তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতগণ কুরেশের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। যখন কুরেশ কিছুতেই শ্রৌতসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত হইলেন না, তখন কৃমিকণ্ঠ আবার শ্রীকুরেশকে বলিল,—"তুমি যদি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে স্বীকার কর —'শিবাৎ পরতরো নাস্তি' অর্থাৎ শিব অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।" কিন্তু, কুরেশ হাস্য করিয়া নির্ভীকভাবে বলিলেন,—"দ্রোণমস্তি ততঃপরম্" অর্থাৎ শিব অপেক্ষা দ্রোণ বড়। এস্থলে শিব ও দ্রোণ-শব্দদ্বয় পরিমাণবাচক। প্রায় বত্রিশ সেরে এক 'দ্রোণ' হয়। কৃমিকণ্ঠ কুরেশের এই সিদ্ধান্তগর্ত্ত আপাত উপহাস-প্রতিম বাক্যে উত্তেজিত

দ্ব্যর্থক 'শিব' ও 'দ্রোণ' শব্দ

হইয়া রাজপুরুষদিগকে ডাকিয়া বলিল,—"এখনই এই ভণ্ডের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন কর। এই দুরাত্মা আমার ভগ্নীর উপকার করিয়াছিল বলিয়া ইহার প্রাণনাশ করিও না। কিন্তু, চিরজীবন ততোঽধিক দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এইরূপ ব্যবস্থা কর। শিববিদ্বেষীর ইহ জীবনেই ভবিষ্যৎ অনন্ত নরক-দুঃখ-ভোগের অনুভব হওয়া উচিত। রাজপুরুষগণ কুরেশকে নির্জ্জন-প্রদেশে লইয়া গিয়া নানা-প্রকার যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার দুইটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ জানাইতে লাগিলেন যে,—"তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রতি যে, পাষণ্ডগণ কোন অত্যাচার করিতে পারে নাই,—ইহাই তাঁহার পক্ষে পরমানন্দের বিষয়। গুরুসেবার জন্যই এই নশ্বর দেহ। তাহাতে যদি এ দেহপাত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা শ্লাঘ্য বস্তু আর কি আছে ?" কুরেশ তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণকারী ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যখন কুরেশকে নৃশংসগণ অন্ধ করিয়া ফেলিল, তখন তিনি সেই দুরাত্মাদিগকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া কহিলেন,—"তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু। যে নয়নদ্বয় বাহ্যরূপে আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তোমাদের কৃপায় অদ্য সেই দুই পরম শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলাম।" কুরেশের এইরূপ মহাপ্রাণতা দর্শন করিয়া রাজপুরুষগণের পাষাণতুল্য হৃদয়েও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তাহারা কুরেশের উপর আর অধিক অত্যাচার না করিয়া একজন ভিক্ষুককে ডাকিয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া তাহার

শৈবাভিমানীর গোঁড়ামি ও পাষণ্ডতা

শ্রীগুরুসেবার্থ কুরেশের অম্লানবদনে নির্য্যাতন-স্বীকার

সত্যনিষ্ঠ কুরেশের মহানুভবতা

সহিত কুরেশকে শ্রীরঙ্গমে পাঠাইয়া দিল। ইহার অল্পদিন পরেই কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী কঠিন রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কৃমিকণ্ঠের পরিণতি

এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততার উদাহরণ জগতে বিরল নহে। ধর্ম্মোন্মত্ততার অভিভূত হইয়া পৃথিবীতে যে, কত রক্তস্রোতঃ ও ধ্বংসলীলা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আধুনিক সমাজ-হিতৈষিগণের (?) এইরূপ বিচার হইয়াছে যে, "তুম্‌ভি চুপ্‌, হাম্‌ভি চুপ্‌" নীতিই ভাল; তাহাতে রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত হয় না। অথবা আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামির নীতি অবলম্বন না করিয়া আকবরের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সকল ধর্ম্মের প্রতি মৌখিক সমাদর প্রদর্শন করিবার নীতির অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু, নিরপেক্ষ সদ্বিচার এই উভয় নীতিকেই গর্হণ করিয়াছে। শুদ্ধ ঐকান্তিকতার অবৈধ অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মোন্মত্ততা প্রকাশ করা যেরূপ জগজ্জঞ্জালকর, মুখে সকল ধর্ম্মকেই সমাদর করিবার কপটতাপূর্ণ নির্ব্বিশেষ-নীতি প্রদর্শন করা তদপেক্ষা জগন্নাশকর। শেষোক্ত নীতিতে বহির্দৃষ্টিতে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত দেখিতে না পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে জীবহত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। অসি বা খড়্গের দ্বারা কাহারও প্রাণ সংহার করিলে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হয় বটে; কিন্তু, বিষ-প্রয়োগ করিয়া বা গলা টিপিয়া গুপ্তহত্যা করা অধিকতর বিপজ্জনক। কৃপাণধারীকে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া যায়; কিন্তু,

ধর্ম্মোন্মত্ততা ও সমন্বয়বাদ কোনটীই মঙ্গলকর নহে

সুস্বাদু ও বিচিত্র খাদ্যাদির সহিত বিষ-মিশ্রিত কিংবা চিকিৎসকের ঔষধ-প্রয়োগের মধ্যে যদি বিষাক্ত বীজাণু লুক্কায়িত থাকে, তবে উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। তথাকথিত সমন্বয়বাদ নির্ব্বিশেষবাদের বিষাক্ত বীজাণুকে ঔষধ-প্রয়োগের নামে অর্থাৎ ধর্ম্মানুশীলনের নামে—পরার্থিতা বা বিশ্বপ্রেমের নামে সমগ্র মনুষ্য-জগতের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। ইহার দ্বারা চেতন-রাজ্যে যে কিরূপ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক-বৃত্তি ভক্তির বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অতএব, সাধু সাবধান! অবৈধ ধর্ম্মোন্মত্ততা অথবা ভগবানে প্রীতিরহিত শুষ্ক নির্ব্বিশেষবাদের 'তুম্‌ভি চুপ্, হাম্‌ভি চুপ্' নীতি অথবা 'মুড়ি, মিশ্রি সকলই সমান' নীতি 'আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মকে সমান করিবার' নীতির কপটতা যেন কোনওরূপে আমাদিগকে আশ্রয় না করে। অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্ত ও অধোক্ষজ শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিই আমাদের একমাত্র নীতি হউক।

নির্ব্বিশেষ-বাদের বীজাণুর ব্যাপক ভয়াবহ কুফল

দশম প্রসঙ্গ

সম্প্রদায়ানুরোধ ও ভাষ্যকার

তথাকথিত উদার-পন্থী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীগীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীশ্রীধরস্বামী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, **সম্প্রদায়ের অনুরোধে** অর্থাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতবাদ রক্ষা করিতে গিয়া ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের উপরোধে পড়িয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যে বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, উহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত নহে। তিনি মাধব (বিষ্ণু) ও উমা-ধব (শিব) উভয়কেই সমান মনে করেন। একই জলকে যেরূপ কেহ 'জল' কেহ 'পানি', কেহ 'অপ্', কেহ 'ওয়াটার্', কেহ 'একোয়া' বলিয়া থাকে, সেইরূপ একই ভগবান্‌কে কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ কালী, কেহ গণেশ, কেহ সূর্য্য, কেহ ঘেঁটু, কেহ মা-কাল, কেহ সুবচনী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা শ্রীধরস্বামীর ব্যক্তিগত মত ; কিন্তু, অনুরোধে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণু ও বিষ্ণু-ভক্তির পক্ষে ওকালতি করিতে হইয়াছে।

স্বদলে টানিবার জন্য 'শ্রীধর'-সম্বন্ধে সমন্বয়-বাদীর কুযুক্তি

যাহাদের নিকট "'ক' অক্ষর নিবিদ্ধ মাংস-বিশেষ", তাহাদের মুখ হইতে যদি এই সকল উক্তি নির্গত হইত, তবে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না ; কিন্তু, শব্দ-

শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও ঐরূপ এক মামুলি যুক্তির দ্বারা শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদকে তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও নির্ব্বিশেষ-বাদিরূপে সজ্জিত করিতে চাহেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "ভাবার্থ-দীপিকা" টীকার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"ওঁ নমো ভগবতে পরমহংসাস্বাদিত-চরণকমল-চিন্মক-রন্দায় ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥
বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥
মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ॥
সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্যতে॥"

শ্রীভাগবতের মঙ্গলা-চরণে শ্রীধরস্বামীর স্বাভীষ্ট-বর্ণন

এই স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ সর্ব্বাগ্রেই ইষ্টদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। 'শ্রীনৃসিংহদেব'ই তাঁহার 'ইষ্টদেব'। শ্রীরুদ্র-দেব তাঁহার 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম'। তিনি বিষ্ণুস্বামি-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকে মূল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীরুদ্রদেব শ্রীধরস্বামিপাদের গুরুদেব। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীগুরু-দেব বিষয়তত্ত্ব ভগবানের প্রিয়তম বা প্রকাশবিগ্রহ। এই জন্যই শ্রীস্বামিপাদ "পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ" শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীরুদ্র-

দেব। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে এইরূপেই দর্শন করেন।

শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের অনুরোধে পূর্ব্ব এবং পর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ শ্রৌতপথের মধ্যে সঙ্গতি রাখিয়া শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকা রচনা করিতেছেন। এখানে 'অনুরোধ' শব্দটী লইয়াই মুস্কিল ঘটিয়াছে। যাঁহারা 'সম্প্রদায়' শব্দ শুনিলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কেই এই 'অনুরোধ' শব্দটী জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে। শব্দের তিন প্রকার রূঢ়ির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়,—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণ-রূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌-রূঢ়ি। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শব্দের যে অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হইয়া পড়ে, তাহাই শব্দ-বিশেষের অজ্ঞ ও সাধারণ রূঢ়ি। বেদে 'ইন্দ্র', 'প্রতিমা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা 'সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ পরাৎপরতত্ত্ব' ও 'উপমা' প্রভৃতি তাৎপর্য্য উদ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু, যেরূপ অতি অজ্ঞ লোক স্বপরিচিত বা স্ব-গ্রামবাসী 'ইন্দ্র'-নামক কোন ব্যক্তিকে অথবা সাধারণ ব্যক্তিগণ দেবরাজ 'ইন্দ্র'কেই 'ইন্দ্র' শব্দের লক্ষিত ব্যক্তি মনে করে, সেইরূপ 'সম্প্রদায়' ও 'অনুরোধ' শব্দদ্বয়ও অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে অতি বিকৃত ও গতানুগতিক অর্থই উদয় করাইয়া থাকে। কূপমণ্ডুকের ন্যায় তাহারা জলাশয় বলিতে কূপকেই মনে করে ; কারণ, সাগরের কোন অভিজ্ঞান তাহাদের নাই। 'সম্প্রদায়' বলিতে তাহারা কোন সঙ্কীর্ণমতবাদের প্রতিষ্ঠান-বিশেষকেই মনে করে।

'সম্প্রদায়ানুরোধ' শব্দ-সম্বন্ধে সমন্বয়বাদিগণের ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ ধারণা

পরমেশ্বরের কোন 'প্রতিমা' নাই—বেদে এইরূপ উক্তি আছে ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বিচার না করিয়া কতিপয় নির্ব্বিশেষবাদী পরমেশ্বরের অর্চ্চাবতার বা শ্রীবিগ্রহ নাই বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। ঐ স্থানে 'প্রতিমা' শব্দের অর্থ—'উপমা' বা 'সমকক্ষ'। যিনি পরব্রহ্ম বা পরাৎপরতত্ত্ব, তাঁহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বা তাঁহার উপমার স্থল আর কেহই নাই,—ইহাই শ্রুতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু, ইহা বুঝিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট শ্রীবিগ্রহ-বিরোধী দল জগতে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীধরস্বামিপাদের "সম্প্রদায়ানুরোধেন" শব্দটী লইয়াও সেইরূপ সৎসম্প্রদায়-বিরোধী স্বেচ্ছাচারী মনোধর্ম্মিদলের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ সম্প্রদায় বা শ্রৌতপথ স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে শয়তান বা মায়ার প্রবর্ত্তিত মনের খেয়ালের অনুরোধ স্বীকার করিয়া মনোধর্ম্মী বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকা প্রত্যেকে এক-একটী পৃথক্ পৃথক্ বা কোন সমষ্টিগত অসৎসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে! ইহাদের যুক্তি এই যে, শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ যখন সম্প্রদায়ানুরোধে তাঁহার টীকা রচনা করিয়া-ছেন, তখন সেই টীকার সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, উহা সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট মতবাদ-বিশেষ ; তাহা পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সু-প্রবীণ অধ্যাপক যখন অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধোপহার-স্বরূপ শ্রীধরস্বামীর টীকাসংযুক্ত একখানি গীতা উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন যে, তিনি শ্রীধর-

'প্রতিমা' শব্দের প্রকৃত অর্থবোধাভাবে শ্রীবিগ্রহ-বিদ্বেষ

শ্রীধর-টীকা সম্বন্ধে সমন্বয়বাদীর ভ্রান্ত ধারণা

স্বামীর টীকা পড়িয়া শেষ বয়সে সাম্প্রদায়িক হইতে ইচ্ছা করেন না। অমুক বাবুর গীতা তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন। সেই বাবুর পরিচয় এই যে, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আসক্ত হইয়া মায়ার বোঝা বলীবর্দ্দের ন্যায় বহন করিতেছেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, "সমশীলা ভজন্তি বৈ" এই ন্যায়ানুসারে উক্ত সুপ্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় সেইরূপ বদ্ধ-জীবকে পরমোদার মনে করিয়া জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীকে সাম্প্রদায়িক মতবাদী মনে করিয়াছেন। উক্ত অধ্যাপকের চিত্তবৃত্তি পৃথিবীর বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার চিত্তবৃত্তির প্রতীক-স্বরূপ।

মনোধর্ম্মী উদারাভিমানীর শ্রীলশ্রীধরস্বামী অপেক্ষা কুবিষয়ীকে বহুমানন

"সম্প্রদায়ানুরোধেন" শব্দের তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধারণ-রূঢ়িতে 'অনুরোধ' শব্দের অর্থ 'খাতির', 'উপরোধ' প্রভৃতি; কিন্তু, শ্রীধরস্বামিপাদ 'অনুরোধ' শব্দে 'অনুসরণ', 'অনুবর্ত্তন', 'মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ'—এই তাৎপর্য্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'জলাশয়' বলিলেই যাহাদের মনে বিষ্ঠাগর্ত্ত কিংবা কৃমিকীট-বহুল কূপের কথা মনে হয়, তাহারা কৃমিকীট জাতীয়। শ্রীধরস্বামিপাদের 'সম্প্রদায়'-সম্বন্ধে সেইরূপ বিচার নাই। তিনি 'সম্প্রদায়'-শব্দের অর্থ জানেন যে, যাহা সম্যগ্রূপে ভগবজ্‌জ্ঞান প্রদান করে, সেই 'শ্রৌত-পন্থা'ই সম্প্রদায়। তিনি পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া শ্রৌত-পন্থার অনুসরণ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিতেছেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যাহারা গুরুপাদপদ্ম, মহাজন, শ্রুতি, বেদ ও শাস্ত্রের অনুসরণ বা অনুবর্ত্তন না করে, তাহারা ত' স্বেচ্ছা-

'সম্প্রদায়ানুরোধ' শব্দের প্রয়োগে শ্রীল শ্রীধরের প্রকৃত উদ্দেশ্য

চারী, বারবনিতার ন্যায় ব্যভিচারী, তাহারা মায়ার তাড়নকে গুরু করিয়াছে, 'শ্রুতি-মাতা'কে গুরুরূপে বরণ করে নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—যে 'স্বামী'কে স্বীকার না করে, তাঁহার আনুগত্য ও অনুবর্ত্তন না করে, সে সহধর্ম্মিণী নয়, সে বেশ্যা—কেবল বেশের দ্বারা লোক রঞ্জন করিয়া থাকে।" অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়-রচনাকারিগণ উদারতার কপট-মোহন-বেশ ধারণ করিয়া লোককে সত্য ও মহাজনানুগমনরূপ শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে। ইহা চিজ্জড়সমন্বয়বাদের আর একটি ভীষণ কুফল। শ্রীল স্বামিপাদ শ্রীগীতার মঙ্গলাচরণেও লিখিয়াছেন,—

'অসাম্প্রদায়িক'-নামধারিগণের উদারতার স্বরূপ

"শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যন্ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং 'সুবোধিনীম্'॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতুর্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥"

শ্রীল শ্রীধরের শ্রৌত-পথানুসরণে ব্যাখ্যা-রচনা

যিনি অনন্তদেবের অশেষ মুখসম্ভূত ব্যাখ্যাচাতুর্য্যকে এক মুখে ধারণ করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত পরমানন্দ-মাধবকে প্রণাম করি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ও উমাকান্তকে সমাদরে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় ভক্তিবদ্ধ হইয়া 'সুবোধিনী'-নাম্নী গীতাব্যাখ্যা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ভাষ্যকারের মত ও তাহার ব্যাখ্যাকারীর বাক্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম।

এস্থানেও শ্রীধরস্বামিপাদ বিষয়বিগ্রহ শ্রীমাধব ও আশ্রয়-বিগ্রহ উমাধবকে প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীঅনন্তদেব শ্রীমহা-ভারতের ব্যাখ্যাতা; তাঁহার সেই অনন্ত শ্রীমুখের ব্যাখ্যা-চাতুর্য্যকে পরমানন্দ মাধব অর্থাৎ শ্রীধরস্বামিপাদের গুরু-পাদপদ্ম কর্ণপুটে শ্রবণ করিয়া শ্রীমুখে কীর্ত্তন করেন। তিনি ভাষ্যকার শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত ও তাঁহার ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা উত্তমরূপে অবগত হইয়া গীতার টীকা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গীতার উপসংহারেও শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

'মাধব' ও 'উমাধব' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য

"তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দ-শ্রীপাদরজঃ-শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামি-যতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী॥
স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতম্
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্ম্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা॥"

'সুবোধিনী'র উপসংহারে শ্রীল শ্রীধরের শুদ্ধ-ভক্তির পরিচয়-দান

তাঁহারই (শ্রীমাধবেরই) প্রদত্ত বুদ্ধি-দ্বারা তাঁহার কথিত গীতার ব্যাখ্যা করিলাম। অতএব, এই ব্যাখ্যা-দ্বারা সেই পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

যিনি পরমানন্দের পাদপদ্মরেণুর শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীধরস্বামি-নামক যতি এই গীতা-'সুবোধিনী'-নামিকা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।

নিজের প্রতিভাবলে শ্রীভগবদ্গীতা আলোড়নপূর্ব্বক তদন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক হইয়া কেহ কি গুরুকৃপারূপা

অমৃতদৃষ্টি ব্যতীত তাহা লাভ করিতে পারে ? আপন অঞ্জলি-দ্বারা জল নিরাস করিয়া সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে মণি-গ্রহণে অভিলাষী মানব উৎকৃষ্ট কর্ণধার না থাকিলে কি ঘূর্ণিজলে নিমগ্ন হয় না ?

শ্রীল শ্রীধরের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-নিষ্ঠা গোঁড়ামি নহে

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ এই সকল কথা সম্প্রদায়ানুরোধে গোঁড়ামি করিয়া বলেন নাই ; ইহা শুদ্ধভক্তির কথা, নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীর কথা নহে।

শ্রীবৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরার শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের 'দীপিকাদীপন' টীকা রচনা করিয়াছেন, তিনি 'সম্প্রদায়ানুরোধ'-শব্দের অন্যরূপ তাৎপর্য্য করেন—"শ্রীভাগবতে তু সর্ব্বত্র ভক্তেরেব বৈশিষ্ট্যং ক্বচিন্মুক্ত্যাদি-বর্ণনং তু **শঙ্করসম্প্রদায়ানুরোধাদেব** বস্তুতস্তু শেষনারায়ণীয়-সম্প্রদায়ানুকূল্যেন।"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বত্র ভক্তিরই বৈশিষ্ট্য শ্রীধরস্বামি-পাদের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যে মুক্তি প্রভৃতির বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রথানুসারেই। (অর্থাৎ শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামীর মতানুসারে শ্রীধরস্বামিপাদ পূর্ব্বে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে ছিলেন।) সেই সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রথানুসারে তিনি মুক্তির বর্ণনা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্ম-নারদাদির ও শেষ-সংজ্ঞক ভগবান্ হইতে সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদির ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক ভেদে যে দুইটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়-দ্বয়েরই আনুকূল্য করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্তির বর্ণনের দ্বারা তুলনামূলে মুকুন্দ-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই

শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন-কার্য্য মুমুক্ষা-প্রচার নহে

প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মুক্তিরূপ কপটতা-লক্ষণ-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের মুক্তি-সম্বন্ধে বিচার এইরূপ,—

'মুক্তি' ও 'ভক্তি' সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধরস্বামী

"শ্রুতিশ্চ **মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি।** যথাহ **যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি।** ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে' ইতি।"—(ভাঃ ১০।৮৭।২১)

শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির অধিক মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেন। শ্রুতিতে যথা—'যাঁহাকে দেবগণ, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ—সকলে নমস্কার করেন।' সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় 'মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন', বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীল শ্রীধরের চতুর্ব্বর্গের প্রতি তৃণ-জ্ঞান

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তঃ মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি **কৃতিনঃ** কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং **তৃণোপমম্**॥

হে ভগবন্! তোমার কথামৃতরূপ সমুদ্রে মহানন্দে বিহরণশীল সুদুর্ল্লভ কৃতিপুরুষগণ চতুর্ব্বর্গকে তৃণবৎ করিয়া থাকেন।

যাহারা 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বিচারের অধীন হইয়া কুতর্কপ্রিয় ও শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ বিচারসম্পন্ন, তাহাদের বিচার হইতে শ্রীধরস্বামিপাদের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্—

কাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ॥

কোথায় মনোবুদ্ধি, অহঙ্কারাদি-দ্বারা আচ্ছন্ন আমি ক্ষুদ্র জীব ; আর কোথায় তুমি বৃহৎ ও মহৎ! হে নৃহরে! হে দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো! আমাকে ভক্তি প্রদান কর।

মিথ্যাতর্ক-সুকর্কশেরিত-মহাবাদান্ধকারান্তরে
ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমংস্তজ্‌জ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্ ।
শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্ ॥

শিবকে নারায়ণাভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহরূপে দর্শন

হে অনন্তমহিম ! মিথ্যা-তর্কহেতু অতি কর্কশভাবে প্রণোদিত মহাবাদরূপ অন্ধকার-গহ্বরে ভ্রমণ-নিরত মন্দমতি আমার নিকট আপনার তত্ত্বজ্ঞানপথ অপ্রকাশিত। হে মধুপতে ! শ্রীমন্মাধব ! বামন ! ত্রিনয়ন ! শ্রীপতে ! গোবিন্দ ইত্যাদি নাম আনন্দভরে বলিতে বলিতে কখন আমি মুক্ত হইব ?

সকলবেদগণেরিত-সদ্‌গুণ-
স্ত্বমিতি সর্ব্বমনীষিজনা রতাঃ ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণ শ্রবণাদিভি-
স্তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ ॥
নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি
শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং
দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥

ঐকান্তিক শ্রীনৃসিংহ-বিষ্ণূপাসক শ্রীল শ্রীধর

অখিলবেদ আপনার সদ্‌গুণ প্রচার করেন ; এই হেতু সকল মনীষিজন আপনাতে আপনার পরমমঙ্গলময় গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা অনুরক্ত হইয়া আপনার পদদ্বয় স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বসন্তাপরহিত হইয়া থাকেন।

হে নৃসিংহদেব ! যদি মানবগণ নরদেহ লাভ করিয়া আপনার শ্রবণ-কীর্ত্তন-সংস্মরণাদি-দ্বারা ভজন না করে, তবে

সেই সকল মানবের এই শ্বাস-গ্রহণ বা জীবনধারণ ভস্ত্রার ন্যায় বিফল।

অতএব, শ্রীধরস্বামিপাদ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনুরোধে পড়িয়া প্রকৃত বাস্তব সত্য গোপন বা তাহা জলাঞ্জলি দিয়া একজন জগদ্বঞ্চকের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি লোকাচার্য্য, জগদ্‌গুরু, বাস্তবসত্যের প্রচারক ও রক্ষক। তিনি জগতের হিতের জন্যই শ্রৌতপথানুসরণে শুদ্ধভক্তি ও 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়া জীবকুলকে বিদ্ধভক্তি, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতান্ধকার হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীধরের শ্রৌতপথানুবর্ত্তন জগদ্বঞ্চনা নহে

অন্যান্য ভাষ্যকার অপেক্ষা শ্রীধরস্বামিপাদ যে, অধিক সাধারণ-লোকপ্রিয় হইয়াছেন, তাহার মূলেও সাধারণ ব্যক্তিগণের শ্রীধরস্বামিপাদের প্রকৃত সিদ্ধান্তের প্রতি অজ্ঞতা বা বিবর্ত্ত-বুদ্ধিই অনুস্যূত রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীধরস্বামিপাদ কোন কোন স্থানে নিরপেক্ষভাব প্রদর্শন এবং কোন কোন স্থানে কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রতিম শুদ্ধাদ্বৈতবাদপর ব্যাখ্যা করায় লোকে শুদ্ধনিরপেক্ষতাকে বিদ্ধনিরপেক্ষবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু, যে স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কথিত 'সম্প্রদায়ানুরোধেন' শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মনোধর্ম্মি লোকের চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শ্রুতি বা আচার্য্যকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, যতক্ষণ না শাস্ত্র বা আচার্য্য বহির্ম্মুখদের মনের মত করিয়া কথা বলিতে

নির্ব্বিশেষ-সমন্বয়বাদি-ভ্রমে শ্রীল শ্রীধরের প্রতি আপাত প্রীতি

পারেন। শিষ্যের অসংযত মনকে শাসন করিতে গেলেই গুরুদেব 'একঘেয়ে' বা 'সাম্প্রদায়িক' হইয়া পড়েন! ইহাই প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদের বিচার। শ্রীধরস্বামিপাদ কিন্তু, শুদ্ধ-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীউমাপতির প্রবর্ত্তিত সৎসম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের চিজ্জড়সমন্বয়-বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বাস্তব সত্যের প্রকৃত সেবার আদর্শ; ইহাই তাঁহার জগদ্‌গুরুত্ব বা আচার্য্যত্ব।

মনোধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা নহেন বলিয়া শ্রীল শ্রীধরকে 'গোঁড়া' বলিয়া বিচার!
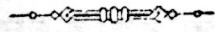
একাদশ প্রসঙ্গ

ধর্ম্ম-মহাসভা ও সমন্বয়বাদ

পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে যেরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ধুয়া এদেশে আমদানী হইয়াছে, সেইরূপ বিলাতী অনুকরণে কোন কোন অর্ব্বাচীন ধর্ম্ম-মতকে পাঙ্‌ক্তেয় করিবার অর্থাৎ পাঁচমিশালী মতের মহোৎসবে মনোধর্ম্মপ্রসূত নবীন মতবাদ-সমূহকে বিভিন্ন মতের অন্যতমরূপে আসন প্রদান করিবার গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে বিশ্ব-ধর্ম্ম-মহাসভা (?) প্রভৃতিতে যোগ-দানের চিত্তবৃত্তিও দেখা যাইতেছে। সামাজিকতা, লোক-প্রিয়তা, জড়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ-পরিতৃপ্তির অভিসন্ধি হইতেই এই সকল বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তি জগতে উদিত হইয়াছে।

লোকপ্রতিষ্ঠার জন্য বিলাতী ধরণে ধর্ম্মসৃষ্টি!

অশোক, কনিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধমতাবলম্বী নৃপতিগণের সময়ে অবৈদিক ধর্ম্মের যে সকল মহাসভার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহা হইতেও আধুনিক কালে বিশ্ব-ধর্ম্ম-মহাসভা প্রভৃতিতে পাঁচমিশালী মতের অধিক অভ্যুদয় ও কপট-মিলন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ম্লেচ্ছ, বৌদ্ধ—অবৈদিক নানাপ্রকার পাষণ্ড মতের ধুরন্ধরগণের ভোটে অর্ব্বাচীন মতসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, তাহা পরমেশ্বরের প্রিয় হইল কি না, তদ্বিষয়ে কাহারও অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি বিশেষ লক্ষিত হয় না। গণসাধারণ ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের মতামতের দ্বারা রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপার স্থিরীকৃত হইতে পারে ; কিন্তু, বাস্তবসত্য কি গণমতের ভোটের দ্বারা নিরূপিত হওয়া সম্ভব ? বাস্তবসত্য কি এতই দুর্ব্বল যে জগদ্বাসীর ভোটে তাহা নিরূপিত হইবে ? কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইতে একটী ধর্ম্ম মহাসভার (পার্লামেণ্টের) অধিবেশন হইয়াছিল। সেই মহাসভার সভাপতিমহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—

ধর্ম্মসম্মেনের নামে পাঁচমিশালী বা নবীন মতের অভ্যুদয়

"God had not given the monopoly of truth to any particular religion. The different religions were the different ways to approach one and the same God **who after all was undefinable.**" অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম-বিশেষকে ভগবান্ সত্যে একচেটিয়া অধিকার দেন নাই, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম—একই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। সেই পরমেশ্বর চরমে সংজ্ঞা বা অভিধান-রহিত।

পরমেশ্বর-সম্বন্ধে সমন্বয়বাদীর মত

উপরি-উক্ত কথাগুলি সকল মনোধর্ম্মের দোকানেই শুনিতে শুনিতে সকলেরই কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং, ইহা কিছু নূতন নহে। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বরূপ-নির্ণয়ের মধ্যেই ("God after all was **undefinable.**" এই বাক্যেই) সব গলদ ধরা পড়িয়া যায়। পরমেশ্বর সংজ্ঞা-রহিত বা নাম-রূপ-হীন—তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিবার একচেটিয়া অধিকারই বা পরমেশ্বর কোন্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-বিশেষকে দিয়াছেন ? যাঁহারা 'ধর্ম্মের গোঁড়ামি' পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিতে গিয়া এক নূতন 'গোঁড়ামির ধর্ম্ম' জাগতিক সুবিধাবাদ-পোষণের জন্য সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা বাস্তব সত্য-বিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ। ক্ষুদ্র মানব-মনীষা ত' দূরের কথা, মানবের আদি জনক ব্রহ্মাও পরমেশ্বরের স্বরূপ মাপিয়া ফেলিতে পারেন নাই, তিনিও বলিয়াছেন,—

উদারতার ছলে নূতন গোঁড়ামি

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৮)

কৃষ্ণ ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করিলে কৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, —হে দেব ! তোমার চরণযুগলের কৃপাকণায় অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত অন্য কেহই দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও জানিতে পারেন না।

ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার উক্তি

মানব-মনীষা যদি পরম (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্ম (বৃহৎ) বস্তুকে মাপিয়াই ফেলিলেন, 'নাম-রূপ-হীন' বলিয়া কল্পিত সংজ্ঞাবিশেষই প্রদান করিলেন, তাহা হইলে পরব্রহ্ম হইলেন,—ক্ষুদ্রের (জীবের) ক্ষুদ্র (পরিমিত) মস্তিষ্কের

একজন আসামী ! পরমেশ্বর প্রাকৃত নাম ও প্রাকৃত-রূপহীন একথা নিত্য সত্য। কিন্তু, 'তিনি অপ্রাকৃত নাম-রূপ-হীন বা অপ্রাকৃত সংজ্ঞা-হীন'—প্রাকৃত ব্যক্তিগণের এইরূপ (জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে) অনুমান করিবার কি অধিকার আছে ? অতএব, যাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদের পৃষ্ঠ-পোষক, তাঁহারা যে **মূলে নির্ব্বিশেষবাদী**, ইহাই প্রমাণিত হয়। ইঁহারা নির্ব্বিশেষবাদকেই একচেটিয়া সত্য বলিয়া স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যে সকল মনোধর্ম্মের সহিত একটা মৌখিক আপোষ করিতে চাহেন। সকল মনোধর্ম্মীর সকল কথায় সায় দিলে সকলেই 'খুসী' থাকে, কাজেই দলে সকলকেই পাওয়া যায় এবং সেইরূপ দলকে 'সার্ব্বজনীন (?) দল' বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাঁহারা কার্য্যতঃ মনে করেন, ঐরূপ এক সার্ব্বজনীন (?) দল-বিশেষকেই ভগবান্ তাঁহাকে '**চরমে** নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় করিবার একমাত্র সত্যে' (?) একচেটিয়া অধিকার দিয়াছেন ! ঐরূপ '**চরমে নির্ব্বিশেষের জন্য**' যে তাঁহাদের **অসদ্ গোঁড়ামি** রহিয়াছে, ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা বুঝিতে চায় না। প্রেমধর্ম্মের প্রচারক ভাগবতধর্ম্ম ঐরূপ অসদ্ গোঁড়ামির ধর্ম্মকে একমাত্র বাস্তবসত্যধর্ম্ম বা "নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ধর্ম্মাভিলাষী, অর্থাভিলাষী, কামাভিলাষী ও মোক্ষাভিলাষী মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল মনোধর্ম্ম বা যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া 'প্রেম' নহে, তাহা 'হিংসা'। এক অদ্বিতীয় বাস্তব-সত্যে একনিষ্ঠা ও তৎপ্রতি

সার্ব্বজনীন-দলসৃষ্টির মূলে নির্ব্বিশেষবাদই নিহিত

বিশ্বের সকলের চেতনকে উন্মুখী করাই প্রকৃষ্ট প্রেমের পরিচয়।

ধর্ম্মবিষয়ে ভোটপ্রথা ও মিঃ নটরাজন্

যে কথা আমরা বাস্তবসত্য-প্রচারের মূলমন্ত্ররূপে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট শুনিয়া আসিতেছি এবং যাহা আধুনিক চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদী সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করিতেছে না, সেইরূপ একটি প্রধান সত্যকথা কিছুদিন পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল্ রিফর্ম্মার" (Indian Social Reformer)-পত্রের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটরাজনের মুখে শ্রীসরস্বতী অকস্মাৎ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কথাটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে জগতের সংখ্যাধিক্যের ভোটবাজীর বলে যে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা মানিয়া লওয়া হয় বা বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের মনোধর্ম্মের "যত মত, তত পথ" মতবাদ বা গোঁড়ামির তৌলদণ্ডে শুদ্ধ সনাতন আত্মধর্ম্মকে যেরূপভাবে পরিমাপ করা হয়, সেইরূপ অর্ব্বাচীনতা একেবারেই অচল হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত নটরাজন্ লিখিয়াছেন,—

'মাথা'-গণনাদ্বারা ধর্ম্মমীমাংসা হয় কি ?

"The counting of heads without taking into account their contents is never a good method for deciding a question and it is the worst possible when applied in the sphere of religion."—অর্থাৎ লোকের আভ্যন্তরীণ স্বরূপের হিসাব নিকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের মাথা গণনা-দ্বারা কোন প্রশ্নের মীমাংসা করা কখনই একটি উত্তম প্রণালী নহে। বিশেষতঃ, যখন এই প্রণালীটি ধর্ম্মরাজ্যে

প্রয়োগ করা হয়, তখন ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রণালী হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে ধর্ম্মমহাসভার (?) নেতা কাহারা ?

বর্ত্তমানে প্রায়ই যেখানে সেখানে ধর্ম্মের মহাসভা (?) হইতেছে এবং সেই সভায় নেতৃত্ব করিতেছেন, জগতের নামজাদা বিষয়ী, ভোগী বা প্রচ্ছন্নভোগি-সম্প্রদায় ; আর, জগতের যত বহির্ম্মুখ লোকের মাথা গণনা করিয়া ধর্ম্মের প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইবার আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে ! যদি নোবেল সাহেবের পুরস্কারে ভূষিত বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোটা মাহিয়ানার লোক, কিংবা কোন রাষ্ট্রনায়ক বা পার্থিবলোকমান্য সাহিত্যিক বা কবি ধর্ম্মের কোন মীমাংসা প্রদান করেন, বা কোন লোকপ্রিয় মতবাদকে সমর্থন করেন, তাহাই হইয়া দাঁড়ায়—অবিসংবাদিত বাস্তব সত্য ! আর তাঁহারা—যুগোচিত মহাজন ! কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে না বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি অমল শাস্ত্রের বাণী সেই সংখ্যাধিক্যের ভোটবাজীতে "একঘেয়ে" বলিয়া বিচারিত হইয়াছেন ! বাস্তবসত্যকে তর্ক-পথের তৌলদণ্ডে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে ! "Vox populi is not Vox dei but Vox dei should be Vox-populi." অর্থাৎ গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে; কিন্তু, পরমেশ্বরের বাণী সজ্জনগণ-মত হওয়াই উচিত,—ইহাই আচার্য্যগণের যুক্তি-সম্পুটিত বাণী। কিন্তু, চিজ্জড়সমন্বয়-বাদিগণ ঠিক্ ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন,—'যত মত, তত পথ' ! গণমত হইবে কি-না, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বা পরমেশ্বরের মত ! যেখানে গণমত-প্রিয়তাই ধর্ম্ম, সেখানে পরমেশ্বরপ্রীতি

গণমত পরমেশ্বরের বাণী নহে

নির্ব্বাসিত ; আর, যেখানে জগতের বিষয়-ধুরন্ধরগণের সমর্থন বাস্তবসত্য-নির্দ্ধারণের কষ্টিপাথর, সেখানেও অকৃত্রিমসত্য অস্তমিত। বহির্ম্মুখ লোকরুচির অনুযায়ী ধর্ম্ম হইলে বাস্তব চিরদিন সত্য সুগুপ্ত থাকিবেন।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ
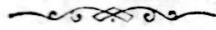
সাধারণ ভ্রম ও সৎসিদ্ধান্ত

সাধারণ ভ্রম দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা

শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণ সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ ভ্রমাবলীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের বা শব্দশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের পাঠ্য পুস্তকে আমরা সাধারণ ভুল বা 'Common errors' নামে কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই। ঐ সকল সাধারণ ভুল শিক্ষার্থিগণের ত' পদে পদে ঘটিয়া থাকেই, এমন কি, যে-সকল শিক্ষক-মহোদয় শব্দশাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারঙ্গত হন নাই বা অনভ্যস্ত তাঁহাদেরও অনেক সময় ঐ সকল সাধারণ ভ্রম অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। এই জন্য আজকাল শব্দশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, অভিজ্ঞগণ সাধারণকে এবং অনভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে ঐ সকল সাধারণ ভ্রম বা 'Common errors' এর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগের তালিকা ও তৎসঙ্গে শুদ্ধ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া অনেকের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। যে-সকল শব্দশাস্ত্র-পারঙ্গত অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের নিত্য সংঘটিত

ভ্রমসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরম হিতৈষী। শিক্ষার্থিগণ বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণ যদি ঐ সাধারণ ভ্রম-প্রদর্শনকারী অভিজ্ঞগণকে তাঁহাদের সাধারণ-ধারণার বিপর্য্যয়-সংঘটনকারী দেখিয়া উঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অভিজ্ঞগণের প্রদর্শিত ভ্রমসমূহ সংশোধন করিবার চেষ্টা না করেন এবং যদি ভাবেন,—'যখন ঐ ভুলগুলি বহুদিন হইতে আমাদের অভ্যাসগত হইয়াছে এবং সাধারণের মধ্যেও সেইগুলি ভুল বলিয়া গৃহীত না হইয়া চলিয়া যাইতেছে, সেইরূপ অবস্থায় অভিজ্ঞগণের প্রদর্শিত সাধারণ ভ্রম সংশোধন করিবার ক্লেশ, তথা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করার আবশ্যকতা কি ?' এইরূপ বিচার করিলে বঞ্চিত হইবেন কাহারা ? দুঃখের বিষয়, অনেক সময় অনভিজ্ঞ শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণ ঐসকল হিতৈষী অভিজ্ঞের সাধারণভ্রম-প্রদর্শন ব্যাপারটীকে 'নিন্দার কার্য্য' বা 'তাহাদিগের সহিত বিদ্বেষ' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

ভ্রম-প্রদর্শনকারী হিতৈষীকে 'নিন্দক' বলা সঙ্গত কি ?

বহির্ম্মুখ মানব-সমাজে, গণমতবাদে, ধার্ম্মিকম্মন্য ব্যক্তিগণে, এমন কি, ভক্তিরাজ্যের শিক্ষার্থী, তথা শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও বহু সাধারণভ্রম অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণের সাধারণ-ভ্রমসমূহ অসংখ্য; তাহা হইতে কতিপয় ভ্রম উদ্ধার করিয়া তৎসহ উহার সংশোধিত সৎসিদ্ধান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ সাধারণ ভ্রমসমূহের নিরপেক্ষ বিচার করিয়া সৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

পৃথিবীর শতকরা শতজনের মধ্যেও যদি কোন ভ্রান্ত মত বা ঐরূপ বহু মতবাদ প্রচলিত থাকে এবং যদি সকলেই সেই মত অবনত মস্তকে গ্রহণ করে, তথাপি উহাকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক শ্রৌত-বিচারের প্রতি আলস্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, শ্রৌত-বিচারমূলক সৎ-সিদ্ধান্ত হইতে কৃষ্ণে চিত্ত সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভ্রম-সকল ও তন্নিরসনার্থ সৎসিদ্ধান্তসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে,—

ভ্রম ১। "যত মত, তত পথ"—এই বিচারই সমস্ত ধর্ম্মবিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ্দর্শনকারীর কথা।

সৎ সিদ্ধান্ত ১। "যত মত, তত পথ"—এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সন্ধানহীন নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের লোকবঞ্চন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা।

ভ্রম ২। নির্ব্বিশেষ মোক্ষ-লাভই চরম প্রয়োজন।

সৎ ২। নির্ব্বিশেষ-মোক্ষও আত্মহত্যা; স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক একই শ্রেণীর।

ভ্রম ৩। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-কামনা হেয় হইলেও মুক্তিকামনা উপাদেয় ও বরণীয়।

সৎ ৩। ভোগ-কামনা ও মোক্ষ-কামনা উভয়েই পিশাচী।

ভ্রম ৪। কথায় চিড়ে ভিজে না, ধর্ম্ম-কথায় কাজ হয় না, কর্ম্ম কর।

সৎ ৪। অপ্রাকৃত-কথাই ভগবানের অপ্রকটলীলায় তাঁহার অবতার। অপ্রাকৃত শব্দই—ব্রহ্ম। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই চরম-সিদ্ধি লাভ হয়।

ভ্রম ৫। গণমতের ভোটে সাধু-মহাপুরুষ ও ধর্ম্ম নিরূপণ করা যায়।

সৎ ৫। গণমতের দ্বারা জাগতিক সদসৎ ব্যক্তি বা পার্থিব ধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে, অপার্থিব ধর্ম্ম নহে।

ভ্রম ৬। মানুষের সেবা বা জীবের দেহ-মনের সেবাই ঈশ্বর-সেবা।

সৎ ৬। বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবাকে ঈশ্বর-সেবা বলা চরম নাস্তিকতা। তাহা অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অধোক্ষজ-ভগবানের একান্ত সেবক বা মহাভাগবতের সেবা-দ্বারা পরমেশ্বরে সেবা-বুদ্ধির উদয় হয়; কিন্তু, বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবার দ্বারা হরি-বিস্মৃতি ঘটে।

ভ্রম ৭। 'জীবে দয়া' কথাটি দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক, 'জীব-সেবা' বা 'জীব-প্রেম' কথাটিই ঠিক্।

সৎ ৭। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা বা দয়া; আর, মুক্ত পুরুষের প্রতি সেবা ও পরমেশ্বরে প্রেম-শব্দ প্রযোজ্য। অতএব 'জীব-সেবা' ও 'জীব-প্রেম' কথাটি স্বকপোল-কল্পিত নাস্তিকতাগর্ভ অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে জীবকে বঞ্চিত করিবার জন্য মায়ার কুমন্ত্রণা।

ভ্রম ৮। দরিদ্র, দুঃস্থ প্রভৃতি নারায়ণমূর্ত্তিতে আমাদের সেবা-গ্রহণে সমাগত।

সৎ ৮। সর্ব্বসদ্গুণ-কল্যাণ-বারিধি, চিদৈশ্বর্য্যপতি ও লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনই দরিদ্র বা দুঃস্থ হইতে পারেন না। দরিদ্রতা প্রভৃতি নারায়ণ-বিমুখের কর্ম্মফলভোগ। কর্ম্মফলভোগীর সেবা করিলে কোনও দিন মঙ্গল হইতে পারে না। তাহাতে বদ্ধদশা উপস্থিত হয়। জড়-ভরত উহার দৃষ্টান্ত। জড়ভরত কোনদিনই হরিণত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তিনি নিত্যমুক্ত, তবে বদ্ধজীব বিষয়াসক্তিবশতঃ এইরূপ অবস্থা লাভ করে, ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহার হরিণদেহ ধারণ।

ভ্রম ৯। 'জীব ভগবানের দাসানুদাস'—এরূপ অভিমান জীবের অধোগতিকারক।

সৎ ৯। জীব ভগবদ্দাসানুদাস—ইহাই প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার বা পরমমুক্ত পুরুষের স্বরূপের অভিমান। আর, 'আমি প্রভু বা জগতের কর্ত্তা'—ইহা প্রকৃতিকবলিত, রিপুতাড়িত মায়াবদ্ধ-জীবের পতনের পতাকা। 'আমিই ব্রহ্ম', এরূপ অভিমানও আত্মহত্যার পথের যাত্রীর অভিমান।

ভ্রম ১০। নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রেম একই বস্তু, কেবল ভিন্ন নাম-মাত্র।

সৎ ১০। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান অভক্তি বা নাস্তিকতা; আর প্রেম ভক্তির পরিপক্কাবস্থা বা আস্তিকতার সর্ব্বোত্তমাবস্থা।

ভ্রম ১১। সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, শিব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পাতা, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, জিহোবা, জিয়ুস্, জুপিটর্, অহুর মজ্দা, আল্লা, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দদ্বারা সকলেই একই বস্তুকে নির্দ্দেশ করেন। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এক জলেরই ভিন্ন ভিন্ন নামের ন্যায়।

সৎ ১১। সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেবতা বিষ্ণুর আবৃতস্বরূপ ও আংশিক জড়শক্তির দ্যোতক বিশেষণজাতীয় শব্দবিশেষ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষ্ণুর অসম্যক্ প্রকাশ; পরমাত্মা আংশিক প্রকাশ; পাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিষ্ণুর বিরাট্ রূপের আংশিক পরিচয়ের বিশেষণ বিশেষ। জিহোবা, জিয়ুস্, জুপিটর্, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্ম্মের শব্দও বিশেষণ-বাচক এবং জড়া প্রকৃতির সম্বন্ধে ঈশ্বরের আংশিক পরিচয়-নির্দ্দেশক; কিন্তু, কৃষ্ণতত্ত্ব বিশেষ্যবাচক পূর্ণতম-তত্ত্ব। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—অধোক্ষজ অখিলরসবিগ্রহ।

ভ্রম ১২। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতার ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার তারতম্য নাই। কৃষ্ণভক্ত ও রামভক্ত একই শ্রেণীর।

সৎ ১২। কৃষ্ণ অংশী ; অন্যান্য সব অবতার—অংশ। অতএব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য অবতারের মধ্যে অংশী ও অংশ-বিচার আছে এবং তজ্জন্য লীলা-বিচিত্রতাও আছে। কৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। নিখিল ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ও যাবতীয় রসকে ক্রোড়ীভূত ও সমন্বিত করিয়া তিনি নিত্য মাধুর্য্যরসবিগ্রহ। নারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণ পুরুষোত্তম ; কিন্তু, কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। সকল রস ও সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়। কিন্তু, একাধারে সকল রস ও সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা অন্যান্য অবতারের সেবা হয় না ; এজন্য কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। 'প্রেম' কথাটি একমাত্র কৃষ্ণতেই সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

ভ্রম ১৩। নারায়ণ অজ বলিয়া কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ ও রাম জন্ম-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মানব বা অতিমানব।

সৎ ১৩। নারায়ণ বা কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। কিন্তু, ভগবান্ যেখানে তাঁহার অবিচিন্ত্য বিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিমত্তা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। নারায়ণের অজত্ব মানব-ধারণার অধিগম্য। কিন্তু, ভগবান্ অজত্ব ও জন্মিত্ব একাধারে প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণস্বরূপে অবিচিন্ত্য-বিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কৃষ্ণকে মানব বা অতিমানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র বিষ্ণুতত্ত্বেও আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তিমদ্‌বিগ্রহ পরাৎ-পরতত্ত্ব।

ভ্রম ১৪। রামলীলা নীতিপুষ্টা বলিয়া লোকের পক্ষে মঙ্গলকারক ; কিন্তু, কৃষ্ণলীলা ব্যাপারটী দুর্নৈতিক ও গর্হণীয়।

সৎ ১৪। রামলীলার দ্বারা জীবের বৈধ-লাম্পট্য ও কৃষ্ণলীলার অবতারের দ্বারা অবৈধ-লাম্পট্য নিরস্ত হইয়াছে। রামলীলা

জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৈধ-পত্নীর প্রতি আসক্তিও জীবের আত্মমঙ্গলের পরিপন্থী। বৈধভোক্তাও একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু। আর, কৃষ্ণের পারকীয় লাম্পট্য-লীলা-দ্বারা জীবকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব যোষিতের একমাত্র একচেটিয়া ভোক্তা। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই স্বরূপে প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যা। অতএব, জীবের কোনপ্রকার লাম্পট্য করিবার অধিকার নাই। কৃষ্ণলীলা জীবের দুর্নীতির মূলোৎপাটনকারিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বারাধ্যা।

ভ্রম ১৫। বৃন্দাবনীয় কৃষ্ণোপাসনা হইতে দ্বারকার বহুবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা একপত্নী-ব্রতধর প্রজারঞ্জক রামের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা অজ-লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা একল বাসুদেবের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ।

সৎ ১৫। অপ্রাকৃত ধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন এই জগৎ। সুতরাং, এ জগতে যাহা যতটা হেয়, অবিকৃত-জগতে তাহা ততটা উপাদেয় অর্থাৎ পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তোষণকারী। অতএব, অপ্রাকৃত রাজ্যের ক্রম প্রাকৃত-রাজ্যের ক্রমের বিপরীত। তাই, কৃষ্ণের লাম্পট্য-লীলা সর্ব্বপ্রকার ভগবল্লীলার মস্তকে নৃত্য করিয়া থাকে। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে মহিষীবল্লভ দ্বারকেশের লীলায় প্রবেশাধিকার হয়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে একপত্নীব্রতধর রামের লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। সীতা-রামের লীলা হইতে বঞ্চিত হইলে অজ-লক্ষ্মীনারায়ণের লীলায় রুচি হয়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে একল বাসুদেবের কথায় রুচি হয়; আবার নিঃশক্তিক ভগবদ্‌বিগ্রহে আদর প্রদর্শন করিতে গিয়া

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আদর হয়, নির্ব্বিশেষভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে আত্মহত্যা ঘটে, অর্থাৎ আত্মবৃত্তি স্তব্ধ হয়।

ভ্রম ১৬। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক অতিমানব-বিশেষ।

সৎ ১৬। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, তাঁহার কলা-বিকলা-স্বরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পিতা, সেই ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যেই ইতিহাসের কথা। সুতরাং, স্বয়ংরূপ বস্তুকে ব্রহ্মার রাজ্যের ইতিহাসের আসামী করিতে গেলে তাঁহার স্বয়ংরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টরাজ্যের কর্ম্মদণ্ডের আসামী, তাহারাই কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক অতিমানব প্রভৃতি মনে করে। তবে ইতিহাস কৃষ্ণের লীলানুকূলতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে ধন্য হয়। এইখানেই ইতিহাসের সার্থকতা।

ভ্রম ১৭। কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক বা রূপক।

সৎ ১৭। 'অধ্যাত্ম' জিনিষটি মনঃসম্বন্ধীয়। 'আত্মা'-অর্থে এখানে সূক্ষ্মদেহরূপ মনঃ। মনঃ—জড়বস্তু। অতএব, কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক নহে ; তাহা সর্ব্বতন্ত্র-স্বাতন্ত্র্যময়ী, অপ্রাকৃত-মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী। তাহা গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হন, লোকে সৃষ্টি বা কল্পনা-দ্বারা গড়িতে পারে না। অতএব, তাহা রূপক বা কাল্পনিক নহে ; তাহা বাস্তব নিত্য অবতার—ভোগময়ী ও ত্যাগময়ী দৃষ্টির দৃশ্যের অন্তর্গত নহে। অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ-লীলা কৃষ্ণশক্তির অবিচিন্ত্য প্রভাব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-মাত্রের অধীন জ্ঞেয়বিশেষ না হওয়ায় আধ্যাত্মিক ও রূপক শব্দান্তর্গত ভাবাধীন নহে।

ভ্রম ১৮। শ্রীচৈতন্যদেব 'জীবে প্রেম' শিক্ষা দিয়াছেন, এজন্যই তাঁহার নাম প্রেমাবতার।

সৎ ১৮। শ্রীচৈতন্যদেব জীবে প্রেম-শিক্ষাদাতা নহেন। 'জীবে প্রেম' কথাটীই বন্ধ্যার বা নপুংসকের পুত্রের ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রাকৃত পরমেশ্বরে প্রেমশিক্ষা দিয়াছেন, আর অচৈতন্যদেবগণের কুসিদ্ধান্তে 'জীবে প্রেম' কথাটি আধুনিক-কালে কল্পিত হইয়াছে।

ভ্রম ১৯। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না।

সৎ ১৯। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক-সমাজ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক নহেন, তিনি স্বয়ংরূপ ভগবান্ হইয়াও পরমার্থ-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী। অতএব, তিনি পরমার্থ-বস্তুতে লোকের প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ-প্রসাদে ও বৈষ্ণবে কখনও জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রাকৃতবস্তু-সামান্যে দর্শনের শিক্ষা প্রচার করেন নাই। এই কৃষ্ণসেবানুকূল ব্যবহার ব্যবহারিক-জাতি-ভেদ মানা বা না মানার সঙ্গে সমান নহে।

ভ্রম ২০। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ-সংরক্ষণের কথাই আচার, প্রচার করিয়াছেন।

সৎ ২০। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক জাতি, যাহার মূলে শুক্র-শোণিতের বদ্ধবিচার আছে, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। পরমার্থ-বিচারই তাঁহার সকল বিচারের মেরুদণ্ড। পরমার্থের প্রতিকূল স্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তের দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার শিক্ষাই তিনি আচার ও প্রচারে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই, তিনি 'অভোজ্যান্ন বিপ্রে'র হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই; অথচ ঠাকুর হরিদাসকে তিনি এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দ্বারা হরিদাসের সহিত এক পংক্তিতে শান্তিপুরে যথেচ্ছভাবে

ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহন-লীলা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন, তবে অবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দুঃসঙ্গের প্রতিষেধকরূপে অবশ্য সংরক্ষণ করিতে বলিয়াছেন।

ভ্রম ২১। Academic discussion বা আধ্যক্ষিক চর্চ্চাদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব বা ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায়।

সৎ ২১। Academic discussion দ্বারা খোসা লইয়া টানাটানি করা যায়। Academic discussion বা আধ্যক্ষিক আলোচনা জিনিষটা দশানন রাবণের ছায়া-সীতা হরণ করিয়া বগল বাজাইবার ন্যায়।

ভ্রম ২২। ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগই সাধ্য।

সৎ ২২। ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে গমনের চেষ্টা পাপীর বা ভোগীর ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে নির্ব্বিশেষবাদের যূপকাষ্ঠে গলদেশ স্থাপন বা একচেটিয়া ভোক্তা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যভোগ অপহরণের দুর্ব্বুদ্ধি।

ভ্রম ২৩। ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সৎ ২৩। ভোগ ও ত্যাগ অর্থাৎ অভক্তি উভয়ই পিশাচী। ভোগ—পাপ, ত্যাগ—অপরাধ। ভোগ হইতে ত্যাগ অর্থাৎ পাপ হইতে অপরাধ আরও ভয়াবহ। কারণ 'ত্যাগ' পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত বিলাস অর্থাৎ নিত্যসেবা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। অতএব, ভোগ ও ত্যাগ কোনটীই আত্ম-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। ভোগ ও ত্যাগ উভয়কে ত্যাগ করিলে আত্মার নিত্যসিদ্ধি-স্বভাব কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

ভ্রম ২৪। শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পৌত্তলিকতা এক।

সৎ ২৪। শ্রীবিগ্রহ ভগবানের নিতসিদ্ধ অপ্রাকৃত স্বরূপের প্রপঞ্চে

অবতার। আর, পুত্তল বদ্ধজীবের কল্পিত ও বদ্ধরুচির ছাঁচে গড়া কামনা-তৃপ্তির অনুকূল মানব-স্বষ্ট 'ভোগ্য জড়তা'। পুত্তলকে ভোগ করা যায় ; ঘুষ দিয়া বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির খাজাঞ্চি করা যায় ; আর, শ্রীবিগ্রহ বা অর্চ্চাবতারের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদা আত্ম-বৃত্তিকে নিয়োগ করিতে হয়। অতএব, শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভ্রম ২৫। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণূপাসনা ও শুদ্ধবৈষ্ণবের অর্থাৎ যাঁহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের বিষ্ণূপাসনা এক।

সৎ ২৫। পঞ্চোপাসক তাহার ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ মনের বা বদ্ধরুচির ছাঁচের বিষ্ণুকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার সুবিধা-বাদ আদায়ের খাজাঞ্চিরূপে বরণ করিয়া যে বিষ্ণুর সাময়িক রূপ কল্পনা করেন এবং সেই সুবিধাবাদ দোহনের জন্য খাজাঞ্চির প্রতি যে ঘুষদান-রূপ উপাসনার বাহ্যাকার প্রকাশ করেন, উহার সহিত অধোক্ষজ-বিষ্ণুর নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা কোনরূপেই এক নহে। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণূপাসনার ছলনা—ভোগ ; আর, অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের বিষ্ণূপাসনা —সেবা।

ভ্রম ২৬। শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ মাত্র। তাঁহার মূর্ত্তি হয় না।

সৎ ২৬। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ; রসই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক অপ্রাকৃত অঙ্গই রসদ্বারা গঠিত অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গই ভোক্তা। ভোক্তাকে নপুংসক বা নিরিন্দ্রিয় করিলে 'রসময়' কথার সার্থকতা থাকে না। তাই, রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ রাসে অসংখ্য গোপীর ভোক্তা। রস ভাবমাত্র নহে। অপ্রাকৃত-

রস প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই একমাত্র আস্বাদ্য। রসে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন এই তিনটি ব্যাপার যুগপৎ আছে। অতএব, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত রসময় নাম, রসময় গুণ, রসময় রূপ, রসময় পরিকর ও রসময়ী লীলা-বিশিষ্ট।

ভ্রম ২৭। ভগবান্ অনুভবের বিষয়—সেবার বিষয় নহে।

সৎ ২৭। সেবা-বিহীন অনুভব আত্মভোগ ও নাস্তিকতা-মাত্র। ইহা নির্ব্বিশেষ-কল্পনা-বিশেষ। অনুভবের মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টায় নিজের প্রচ্ছন্ন ভোগের স্পৃহা আছে; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবায় নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ পরমেশ্বরের পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা রহিয়াছে। অতএব, সেবা-বিহীন অনুভব—প্রচ্ছন্ন ভোগ। আর সেবা—সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ।

ভ্রম ২৮। নাম-রূপ-বিহীন বস্তুই পরতত্ত্ব; যেহেতু, নামরূপ-বিশিষ্ট বস্তু পার্থিব ও নশ্বর বলিয়াই প্রত্যক্ষীকৃত হয়।

সৎ ২৮। প্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট বস্তু পার্থিব ও নশ্বর বটে; কিন্তু, এই সকল প্রাকৃত-বস্তুর নাম-রূপ কোথা হইতে আসিল? ইহাদের আকর কোথায়? অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি-বিচিত্রতার বিকৃত প্রতি-বিম্বই জগতের নাম-রূপময়ী বিচিত্রতা। অতএব, অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি-বিচিত্রতা বৈকুণ্ঠ বস্তুতে নিত্যসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা এজগতের হেয়তা-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ করিলে অজ্ঞতা ও মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। বাস্তব নাম-রূপ-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ বস্তুর পরিবর্ত্তন হইবে না।

ভ্রম　২৯। ভোগীরই অর্থের প্রয়োজন, সাধুগণের নিকট অর্থ 'বিষ' বলিয়া পরিত্যাজ্য।

সৎ　২৯। ভোগীর নিকটই অর্থ বিষক্রিয়া করে, ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহার নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করায়। ভগবৎ-সেবক ভোগী ও ত্যাগী নহেন বলিয়া তিনি নারায়ণের অর্থ যাহা ভোগী আত্মসাৎ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিয়া ভোগীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মমঙ্গল করিয়া থাকেন। মালিকের অর্থ মালিকের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবৎ-সেবক কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুকে ত্যাগ করেন না, তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন।

ভ্রম　৩০। প্রাচীনকালের সাধু, সন্ন্যাসিগণকে জটা-বল্কলধারী ও বাতাহারী দেখা যাইত ; কিন্তু, কলিযুগের সাধু বিষয়িগণের ন্যায় সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন।

সৎ　৩০। প্রাচীনকাল বা কলিকাল, কিংবা যে-কোন কালের সাধুই হউন না কেন, যদি কেবল ফল্গুত্যাগের প্রতিষ্ঠাকেই কেহ বড় মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তি কনক-কামিনী ত্যাগ করিবার বাহ্য অভিনয় করিয়াও প্রতিষ্ঠাশাভোগী। প্রকৃত সাধু কখনও নিজের ভোগের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। ব্যক্তিগত ভজন ও গোষ্ঠীগত ভজনে ভেদ আছে। যেখানে গোষ্ঠীগত ভজনের দ্বারা লোকের উপকার করিবার চেষ্টা, সেখানে ভগবৎকথা-কীর্ত্তনের বাহনরূপে ধন, জন, এমন কি বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত নানাপ্রকার উপায়ন সকলই পরমার্থ-বিস্তারের অনুকূলরূপে নিযুক্ত করা হয়। যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্য—এক নহে।

ভ্রম ৩১। শঙ্করাচার্য্য বা শাক্যসিংহের বৈরাগ্যের আদর্শ ও শ্রীসনাতন-রূপের বৈরাগ্যের আদর্শ এক, অথবা পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের বৈরাগ্য শেষোক্তগণের অপেক্ষা অধিক লোকচমৎকারকারী।

সৎ ৩১। শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ বা পার্শ্বনাথাদি জিনগণের বৈরাগ্য চরমে নির্ব্বিশেষ নাস্তিকতা বা আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহা ভোগের প্রতিক্রিয়া বা প্রচ্ছন্ন-ভোগের দ্বিতীয়-মূর্ত্তি অর্থাৎ 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'র ন্যায় ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্যাগ-মাত্র। আর, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদির বৈরাগ্য ভোগের প্রতি বিরক্তিজনিত প্রতিক্রিয়া নহে। তাহা অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বোত্তম উৎকণ্ঠার পরিচায়ক। তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কখনও নির্ব্বিশেষভাব আসে না।

ভ্রম ৩২। বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ।

সৎ ৩২। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র সনাতন শ্রৌতধর্ম্ম বা স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। 'হিন্দু' শব্দটি অবৈদিক ও বৈদেশিক। সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম মুখে বেদ মানিয়া পঞ্চোপাসনারূপ পৌত্তলিকতা ও নির্ব্বিশেষবাদ-রূপ নাস্তিকতা বরণ করিয়াছে। ঐরূপ পৌত্তলিকতা প্রচ্ছন্ন অনার্য্য-ধর্ম্ম ; অতএব, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা—এরূপ উক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ভ্রম ৩৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম creedal religion বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। আর, হিন্দুধর্ম্ম cultural religion বা কৃষ্টিসাধনোন্মুখ উদার ধর্ম্ম।

সৎ ৩৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম যথেচ্ছাচারিতারূপ উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা বা মনোধর্ম্মের যাবতীয় দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে ভজন-প্রণালী অনুসরণের জন্য সৎসম্প্রদায়-প্রণালী স্বীকার করেন এবং "সম্প্রদায়-

বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ”—এই শাস্ত্রীয় বিচার অনুসরণ করেন। কিন্তু, তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্মের খোঁয়াড়ে যাবতীয় মনের খেয়াল, যথেচ্ছাচার ও বহুরূপিণী নাস্তিকতা ধর্ম্মের ধ্বজা-হস্তে প্রবেশ করিয়া সুবিধাবাদ ও সম্ভোগবাদকেই ‘ধর্ম্ম’ বলিয়া বরণ করে। তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কৈতব-রহিত আত্মধর্ম্মের অনুশীলনের কথা অপেক্ষা ব্যবহারিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিকতা, দলাত্মবোধ প্রভৃতি বহির্ম্মুখ-ভাবই প্রধান। তাই, হিন্দু ও অহিন্দুর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দৃষ্ট হয়। অতএব, তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় সঙ্কীর্ণ অসৎসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্মপর; আর, বৈষ্ণবধর্ম্ম দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনার্থ শ্রৌতপথ, সৎ-সম্প্রদায় অর্থাৎ অকৈতব আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ।

ভ্রম ৩৪। ভাগবতধর্ম্ম পৌরাণিক; আর, হিন্দুধর্ম্ম বৈদিক। অতএব, হিন্দুধর্ম্ম অধিকতর প্রাচীন ও প্রামাণিক।

সৎ ৩৪। ভাগবতধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম; বেদ সঙ্কলিত হওয়ার পূর্ব্বেও তাহা প্রকাশিত ছিল। পুরাণসমূহ প্রাগ্‌বৈদিক যুগেও বিরাজিত ছিল, তাই তাঁহাদের নাম ‘পুরাণ’ বা ‘সর্ব্বপ্রাচীন’। সেই সকল পুরাণ লুপ্ত হইলে পুনরায় ব্যাস বা শ্রৌত-শাস্ত্র-সঙ্কলনকর্ত্তা তাহা পরবর্ত্তিকালের ভাষায় সঙ্কলিত করেন। পুরাণ বেদতাৎপর্য্য পূরণ করিয়াছেন। পুরাণের অনুসরণ ব্যতীত বেদ-স্বীকারে ছলনা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও ‘অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়’। বেদ বা শ্রুতি পারমার্থিক রাজ্যের শিশু-পাঠ, আর শ্রীমদ্ভাগবত চরম-পাঠ। শ্রুতিতে মুখ্য-ভাবে শান্তরসের কথা, আর ভাগবতে মুখ্যভাবে সর্ব্বোচ শৃঙ্গার-রসের কথা আছে। ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশিত ধর্ম্ম—“ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্”; কিন্তু, মানব বা অতিমানব-

গণের সৃষ্টধর্ম্ম কথঞ্চিৎ সামাজিক বা নৈতিকধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও পরমেশ্বর-প্রকাশিত আত্মধর্ম্মের সমকক্ষ হইতে পারে না। মানবসৃষ্ট মনোধর্ম্মের যথেচ্ছাচারিতাই বর্ত্তমানে অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতার ধ্বজা লইয়া শ্রৌত-পথকে অস্বীকার করিতেছে। অতএব, তথা-কথিত আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম মানব-কল্পিত সুবিধাবাদ-সংগ্রহের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। তথা কথিত হিন্দুধর্ম্ম নামে, রূপে, গুণে ও পারিপার্শ্বিকতায়—সর্ব্ববিষয়ে শ্রৌতনিষ্ঠা পরিত্যাগ করায় ব্যভিচারী ; আর বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে সনাতন ও শ্রৌতপথানুসরণকারী

ভ্রম ৩৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বলিয়া সঙ্কীর্ণ ও হিন্দুধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সার্ব্বজনীন।

সৎ ৩৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষকামের দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণপর সৎসঙ্গ-গ্রহণের জন্য সৎসাম্প্রদায়িক। 'সৎসঙ্গ' অর্থে শ্রৌত-পথ। আত্মধর্ম্ম শ্রৌত-পথেই বিকশিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম ; উহা কেবল বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, য়ুরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের অনাবৃত নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্মমাত্র নহে ; পরন্তু, অনন্তকোটি বিশ্বের, বৈকুণ্ঠ ও গোলকের প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব। অতএব, বৈষ্ণবধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কারণ, তাহা আত্মনিষ্ঠ ; কিন্তু, তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম সকল দেশের ও সকল জীবের ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে সেই ধর্ম্ম খাটিবে না। কারণ, তাহা দেহ ও মনের রুচি অনুযায়ী ইষ্ট ও উপাসনা-প্রণালী সৃষ্টি করে।

ভ্রম ৩৬। মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম মাত্র চারি শতাব্দীর ধর্ম্ম ; কিন্তু, হিন্দুধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম অধিকতর প্রাচীন।

সৎ　৩৬। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার বা আচার্য্য-লীলার অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বয়ং কোন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার ধর্ম্ম কাল-বিশেষে সৃষ্ট তথা-কথিত হিন্দু বা অহিন্দুধর্ম্মের ন্যায় নহে, তাহা সনাতন ও জীবের নিত্যধর্ম্ম।

ভ্রম　৩৭। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত।

সৎ　৩৭। বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্ট হওয়ার অনন্তকোটি-যুগ পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আছে। ঋগ্বেদে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা পাওয়া যায়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম চিদ্বিলাসের পূর্ণতম অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন; কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্মের চরম আদর্শ চিদ্বিলাসরাহিত্য বা অচিৎপরিণতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে নির্ব্বাণ বা অচিন্মাত্রবাদ দূরে থাকুক, চিন্মাত্রবাদ ও সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বিশেষ-মুক্তির কামনা নিরাকৃত হইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম যথা—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজাদির ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাক্তেয় মতবাদের আস্তাকুঁড় হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। যাহারা প্রাকৃত-সাহজিক ধর্ম্মকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহারাই বৌদ্ধধর্ম্মকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জনক বলিয়া ভুল করে।

ভ্রম　৩৮। হিন্দু ও অহিন্দু ধর্ম্মের মিশ্রণে জাতিভেদ-রহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎপত্তি।

সৎ　৩৮। যাহারা সনাতন আত্মধর্ম্মের বিকারকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহারাই রামানন্দী, কবীরপন্থী, দরবেশ, সহজিয়া, সাঁই, পাগলিয়া, চরণপালী, চরণদাসী, বাবাঠাকুরী প্রভৃতি অসংখ্য

বিদ্ধ ও অবৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি ঐরূপ হিন্দু ও অহিন্দু ধর্ম্মের ন্যূনাধিক মিশ্রণে সাধিত হইয়াছে দেখিয়া বিদ্ধের আবর্জ্জনাকে শুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ভ্রম ৩৯। নাচা, কোঁদা, মুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলা, আর মালপোয়া-মহোৎসব করাই ত' বৈষ্ণবধর্ম্মের পুঁজিপাটা!

সৎ ৩৯। যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শের বিকৃতি দেখিতে পা'ন ও ঐরূপ বিকৃত আদর্শকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলিয়া ভুল করেন এবং যাহারা প্রকৃত আত্মমঙ্গল-কামী হইয়া সার্ব্বভৌম আত্মধর্ম্মরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের একান্ত ও বাস্তব অনুসন্ধানে বিমুখ, তাহাদেরই বঞ্চনার জন্য ঐরূপ বিকৃত আদর্শ জগতে প্রকাশিত আ[illegible] [illegible]তুতঃ, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মই সুদার্শনিক ও সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আত্মধর্ম্ম। 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণের অভিনয়—'হরে কৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ নহে। যাঁহারা মুক্তিকামনাকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন, সেইরূপ পরমমুক্ত-কুলের উপাস্য নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত শ্রীচৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-বস্তুই শ্রীহরিনামাবতার। বেদান্তের 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—এই চরম সূত্রে এই নামোপাসনার ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রম ৪০। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম স্ত্রীলোক ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তির ধর্ম্ম।

সৎ ৪০। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষাভিমানী কিংবা প্রাকৃত ভাবুকের ধর্ম্ম নহে। বাহ্য-দর্শনে পুরুষই হউন, বা স্ত্রীই হউন, যে জীবাত্মার প্রাকৃত পুরুষ ও স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, এইরূপ অনাবৃত, অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ স্বরূপসিদ্ধ নির্ম্মল আত্মাই

বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলনের উপযোগী। অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধা, অপ্রাকৃত সাধুর সঙ্গ, সদ্‌গুরু ও প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবার সহিত নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তনরূপ ভজন ; বিরূপের অভিমান, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অসদ্বিষয়ে তৃষ্ণা প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি, অধোক্ষজ-সেবায় নৈরন্তর্য্য, তাহাতে স্বাভাবিক রুচি, তজ্জন্য আসক্তি ও তৎপরে যে স্থায়ী ভাব রতির উদয় হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত-ভাবের ভাবুকগণই বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলনকারী। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। রুচিদ্বারা চিত্তের যে মসৃণতা, তাহা তটস্থ-লক্ষণ। সেইরূপ ভাবের ভাবুক-গণই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের যাজনকারী।

ভ্রম ৪১। ভক্তি—কাম, ক্রোধের ন্যায় উচ্ছ্বাসময়ী বৃত্তিবিশেষ।

সৎ ৪১। কাম, ক্রোধ প্রভৃতির উত্তেজনা বিমুখ ও বদ্ধ-জীবের দেহ ও মনের বৃত্তিবিশেষ বা রিপুর তাড়না ; কিন্তু, ভক্তি—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রত, যোগাদি-চেষ্টা কিংবা মুক্তিকামনারূপ সর্ব্ববিধ কাম বা অভক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী, অপ্রতি-হতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। ভক্তির ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান্ ; আর, কাম-ক্রোধাদি কিংবা মুক্তি-কামনার ভোক্তা বদ্ধজীবের দেহ-মন। অতএব কাম-ক্রোধ, এমন কি, মুক্তিকামনা হইতেও ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভ্রম ৪২। যে-কোন ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ফুল, তুলসী দেওয়া, ঘণ্টা বাজান, স্তবস্তুতি করা বা সম্মুখে বসিয়া জপ, ধ্যান করাই ভক্তি।

সৎ ৪২। ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিয়ামকত্ব ও স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ পরিচালনাকারী। সেইরূপ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের

পরিচালনা অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয়ে অনুভবের বিষয় হয়। অতএব, জীবের রুচি অনুযায়ী যে-কোন মূর্ত্তির কল্পনা বা ফুল-তুলসীদ্বারা পূজা বা ঘণ্টা বাজাইবার অভিনয় 'ভক্তি' নহে—উহা ভোগ। বহুরূপী প্রচ্ছন্ন ভোগই 'ভক্তি' বলিয়া বাজারে প্রচারিত।

ভ্রম ৪৩। হরিনামের অক্ষর উচ্চারণের অভিনয়ের নামই হরিনাম-গ্রহণ।

সৎ ৪৩। ভোগোন্মুখতা ও ত্যাগোন্মুখতার সহিত হরিনামাক্ষরের উচ্চারণ-মাত্র হরিনাম-গ্রহণ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণনামাদি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল সেবোন্মুখ-জিহ্বাদিতে তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হন—(ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১০৯)। 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন। মায়াবাদী বা কপট সাধুনামধারী ব্যক্তিকে 'সাধু' বলিয়া শ্রদ্ধা করা ও প্রকৃত সাধুর নিন্দা করা, শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর মনে করা, নামাচার্য্যের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা, বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদি-শাস্ত্রের নিন্দা করা, হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা, নামকে কাল্পনিক ব্যাপার মনে করা, নামের বলে পাপাচরণ করা, কর্ম্ম জ্ঞান, যোগ, ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদিকে অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণের সহিত সমান মনে করা, নামের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা, 'আমি ও আমার' বুদ্ধির সহিত নামগ্রহণের অভিনয় করা—নামা-পরাধ ; উহা হরিনাম-গ্রহণ নহে।

ভ্রম ৪৪। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, রাসপঞ্চা-ধ্যায়, ভ্রমরগীতা, জগন্নাথবল্লভ-নাটক, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণভাবনা-মৃত, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি কৃষ্ণকামলীলা-পূর্ণ গ্রন্থাদি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় সাহিত্যে প্রবেশ থাকিলেই উহা পাঠ ও

আলোচনা করা যায়; উহাতে যোগ্যতা বা সদ্‌গুরুর অপেক্ষা করে না।

সৎ ৪৪। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি গ্রন্থ মুক্ত পুরুষগণের ভজনের বিষয়। তাহা অনর্থযুক্ত মহামহোপাধ্যায় বা কাম-ক্রোধাদির কিঙ্কর প্রাকৃত-সাহিত্যের ডক্টরগণ রাবণের মায়া-সীতা-হরণের ন্যায় ভোগ করিবার চেষ্টা করিলেও এ সকলে আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। স্বচ্ছ কাচাধারে সংরক্ষিত মধুকে মক্ষিকা যেরূপ আস্বাদন করিতে ধাবিত হইয়া বিফল-মনোরথ হয়, তাহাদেরও গতি তদ্রূপ। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া ভজনানুশীলন করিতে করিতে অনর্থ-নির্ম্মুক্তির পর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ও অকপট-কৃপায় ঐ সকল গ্রন্থে বিশেষ সুকৃতিশালী ব্যক্তির প্রবেশ-লাভ ঘটে। অতএব, অপ্রাকৃত ভক্তিবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে গুরুমুখী। প্রাকৃত-রসে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে অপ্রাকৃত-রসে অধিকার-লাভ হয় না।

ভ্রম ৪৫। কৃষ্ণকর্ণামৃতাদি গ্রন্থকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষী বা 'ডক্টর' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ টীকা-টিপ্পনীর সহিত প্রচার ও আলোচনা করিতে পারেন।

সৎ ৪৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি-প্রাপ্ত, কিংবা 'নোবেল্' পুরস্কার-প্রাপ্ত, কিংবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক, যাহারা কাম-ক্রোধাদি-রিপুর ক্রীত-দাস, যাহারা সদ্‌গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করে নাই, অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন-দ্বারা অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হয় নাই, তাহারা কখনও কৃষ্ণকর্ণা-মৃত, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার রসগ্রন্থ স্পর্শও করিতে পারে না। তাহাদের টীকা-

টিপ্পনী-রচনা, কিংবা গ্রন্থের পাঠোদ্ধার-চেষ্টা গ্রন্থকীটের গ্রন্থে প্রবেশ বা গ্রন্থভোগের ন্যায় চেষ্টা-বিশেষ। তাহা নিজের ও পরের অমঙ্গলের সোপান। অথবা, তাহাদের ঐ সকল চেষ্টা রাবণের সীতা-হরণের ন্যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর প্রভু বঙ্গদেশীয় কবির মহাপ্রভুর সম্বন্ধে স্তুতিময় কাব্যকেও এইজন্যই আদর করেন নাই।

ভ্রম ৪৬। গুরু ও ইষ্ট-মন্ত্র শিষ্যের রুচি-অনুযায়ীই গ্রহণ করা উচিত।

সৎ ৪৬। প্রকৃত শিষ্যত্বাভিলাষী—সদ্‌গুরুপাদপদ্মের শাসনাধীন। এজন্যই তাঁহার 'শিষ্য' নাম। শিষ্য জন্ম-জন্মান্তরের ভবরোগের রোগী; আর, গুরুদেব—অপ্রাকৃত সদ্‌বৈদ্য। অতএব, রোগীর পরামর্শ অথবা রুচি-অনুসারে চিকিৎসা হইবে না। যেখানে বৈদ্য রোগীর রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী, সেখানে শিষ্যই গুরুর উপর গুরুগিরি করে। সে-ক্ষেত্রে গুরুত্ব এবং শিষ্যত্ব কেবল অভিনয় মাত্র। "ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষকৃতমঃ'। প্রকৃত সদ্‌গুরু একমাত্র পূর্ণবস্তু অধোক্ষজ বিষ্ণুকেই দান করেন, যাঁহার সেবা-দ্বারা ভব-রোগের মূল উৎপাটিত হয়। সদ্‌গুরু-পাদ-পদ্ম একমাত্র অধোক্ষজ বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত শিষ্যের বহির্ম্মুখ রুচির কাম-পূরণকারী অন্য-দেবতার মন্ত্র প্রদান করেন না। কারণ, 'মন্ত্র' মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করে। আর; দীক্ষা দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেবাময় জ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে।

ভ্রম ৪৭। 'যা'র যা'র গুরু তার' তা'র কাছে'। প্রত্যেকেই নিজের গুরুকে বড় করিয়া দেখে।

সৎ ৪৭। ভগবান্ এক—অদ্বিতীয়। তাঁহার প্রেরিত নিজ-জন বা তৎপ্রতিনিধি বা ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মও অদ্বিতীয়।

তিনিই জগদ্‌গুরু বা যুগাচার্য্য প্রভৃতিরূপে বৃত হন। তবে যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, কিংবা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতির এককালে আচার্য্যত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা স্বেচ্ছাচারী বহুগুরুবাদ নহে। সেখানে সকলেরই আচার্য্যত্ব ও গুরুত্ব অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই সজাতীয়াশয় ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ; অতএব, 'যা'র 'যা'র গুরু তা'র তা'র' নহে। অপ্রাকৃত ভগবানের অপ্রাকৃত প্রকাশ-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু-পাদপদ্মের অনুগত হইলে সকলেরই মঙ্গল। কল্পনা করিয়া কোন লঘু ব্যক্তিকে গুরু বা বড় করিয়া দেখিলে তাহাতে সে গুরু বা বড় হয় না। যাঁহার বাস্তবতায় অপ্রাকৃত-গুরুত্ব আছে, তিনিই গুরু। কপট ব্যক্তিগণ তাহাদের ভোগ্য গুরুব্রুবগণকে বড় করিয়া কল্পনা ও প্রচার করে। ঐ সকল গুরুব্রুব ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ নহে, তাহারা মায়ার বৈভব-মাত্র।

ভ্রম ৪৮। কোন ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সৎ ৪৮। যে-কোন পার্থিব ও নশ্বর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলেও গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের শিক্ষা-লাভের জন্য ইন্দ্রিয়াধীন পার্থিব ব্যক্তির পক্ষে নিয়ামক ও শিক্ষা দাতার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি 'স্কুল-পালান' বালকসম্প্রদায়ের ন্যায় বাস্তব পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির হইতে পলায়নেচ্ছু ব্যক্তিগণের কামের তাড়না-বিশেষ। কোন নিয়ামক না থাকিলেই যথেচ্ছা-চারিতার সহিত কাম চরিতার্থ করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করা যায়। এইরূপ প্রচ্ছন্ন-কাম-তাড়না হইতেই ঐরূপ যুক্তি ও বিচার উত্থিত হয়। তবে, অসদ্‌গুরু ও প্রাকৃত-গুরুকে গুরু (?) করা অপেক্ষা

গুরু না করা, বরং অনেক ভাল। কিন্তু, তাহাতেও নিস্তার নাই। মায়ার তাড়না সেখানে গুরু সাজিয়া নেপথ্য হইতে ঐরূপ ব্যক্তির উপর গুরুগিরি করিয়া থাকে।

ভ্রম ৪৯। গুরু একজন মানুষ বা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কিছু উন্নত শ্রেণীরই মনুষ্য-বিশেষ।

সৎ ৪৯। মানুষ গুরু, কর্ম্মী গুরু, জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, তপস্বী গুরু, পশু গুরু, স্ত্রী গুরু, পুরুষ গুরু, অন্ত্যজ গুরু, চণ্ডাল গুরু, শুঁড়ি গুরু, ব্রাহ্মণ গুরু, গৃহী গুরু, সন্ন্যাসী গুরু, বৃদ্ধ গুরু, যুবা গুরু, কর্ম্মফলবাধ্য গুরু, সাধক গুরু প্রভৃতি গুরুপদ-বাচ্য নহে। অপ্রাকৃত গুরু, ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরু, অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী দিব্যজ্ঞান-দাতা গুরু, সর্ব্বত্র গুরু-দর্শনকারী গুরু এবং কৃপা-পূর্ব্বক জীবের জন্ম-জন্মান্তরের আসক্তিছেদনকারী গুরুই প্রকৃত গুরু। তিনি সাধারণ মনুষ্য কেন, সাধারণ ভগবদ্ভক্ত-শ্রেণীরও অন্তর্গত নহেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের যিনি প্রিয়তম, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ভগবজ্জন। তিনি সাধক বা সাধনসিদ্ধ বদ্ধজীব বা পদস্খলিত জীব নহেন।

ভ্রম ৫০। গুরুই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ। এই বিশ্বাসানুসারে যে-কোন লোককে স্বয়ং ভগবান্ কল্পনা করিয়া গুরু করা যায়।

সৎ ৫০। গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ নহেন; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাসলীলা করেন; তিনি গোপীগণের ভোক্তা। কিন্তু, আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুদেব সেরূপ সম্ভোগ-লীলা প্রকাশ করেন না। তিনি সকল জীবকে কৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশাধিকার বা কৃষ্ণের সেবার উপকরণরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কারণ,

তিনি কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণরূপে লীলা করিয়া থাকেন। কি করিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের পাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় ; কিন্তু, আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় না। কল্পনা বা ভোগানুকূল অন্ধবিশ্বাস—বিশ্বাস নহে। আর মানুষকেও কেহ 'ভগবান্' করিতে পারে না। ভগবান্ বা গুরু মানুষ বা শিষ্যের সৃষ্ট বস্তু নহেন।

ভ্রম ৫১। অনেক শিষ্য গুরুকে সংশোধিত করেন।

সৎ ৫১। যে-সকল শিষ্যনামধারী ব্যক্তি তাহাদের গুরুব্রুব লঘুকে সংশোধিত বা নিয়মিত করে, তাহারা শিষ্য নহে। আর, সংশোধিত ব্যক্তিও গুরু নহে। ঐরূপ শিষ্য বা গুরুর অভিনয় কেবল ভণ্ডামি, গুণ্ডামি ও ষণ্ডামি। উহা গ্রাম্য ও গাঁজাখুরী গল্পের প্রমাণ ; শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নহে।

ভ্রম ৫২। গুরুর দোষ থাকিলেও তাহার দোষ কখনও বিচার করিতে নাই।

সৎ ৫২। যে 'গুরু'-নামধারী ব্যক্তির দোষ আছে, সে গুরুই নহে ; সে সামান্য মর্ত্ত্যজীব-মাত্র। গুরুর কতক দোষ আছে, কতক গুণ আছে—এরূপ বিচারও গুরুত্বের আদর্শ নহে,—উহা লঘুত্বেরই প্রকাশক। বাস্তব দোষযুক্ত লঘু ব্যক্তির দোষগুলিকে ধামাচাপা দিয়া কপটতা ও কল্পনার সহিত নামে-মাত্র ঐ ব্যক্তিকে গুরু করিলে উভয়েই অধিকতর অমঙ্গলের রাজ্যে পতিত হয়। দোষযুক্ত, অথচ গুরু—দুইটি কথা সোণার পাথরবাটীর ন্যায় নিরর্থক।

ভ্রম ৫৩। ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তির আচার্য্য বা মহাজনগণের টীকা-টিপ্পনী বা ভাষ্য দেখিয়া বেদ বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র

পাঠ অপেক্ষা নিজে নিজে উহার যে সহজার্থ বুঝা যায়, তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য-উপলব্ধির সহায়ক।

সৎ ৫৩। সাত্বত আচার্য্য বা মহাজনগণের টীকা বা ব্যাখ্যার অনুসরণ, তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদের মুখে ও সৎসঙ্গে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-শ্রবণ; আর, নিজের ভোগানুকূল বিচারকে বা মনোধর্ম্মের ছলনাগুলিকে কার্য্যতঃ গুরু করিয়া উহাদের কুপরামর্শকে 'সহজ অর্থ' মনে করিয়া প্রকৃত মহাজনগণকে সাম্প্রদায়িক বা কম বুঝ্‌দার বিচারে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত-পরিত্যাগ—মায়ার আনুগত্যে শাস্ত্র বুঝিবার ধৃষ্টতামাত্র। তবে অসুরমোহনকারী আচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে গেলে বিপদ্‌ হইবে। অসুরমোহনাবতার আচার্য্য-শঙ্করের ব্যাখ্যা এইজন্য মহাপ্রভু ও সাত্বত-আচার্য্যগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।"

ভ্রম ৫৪। নামজাদা মহাপুরুষ কত সোজা-ভাষায় ও সরল-যুক্তি দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; কিন্তু, যাঁহার কথা বুঝা যায় না, তাঁহার উপদেশের কোনই মূল্য নাই।

সৎ ৫৪। সোজা ভাষায় গ্রাম্য কথা ও গ্রাম্য যুক্তিতে প্রশ্নের উত্তর-প্রদান, কিংবা গণমতের ভোগ্য বিচারের অনুকূল করিয়া বিষয়-গুলিকে বুঝাইবার যোগ্যতা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করে না। উহা ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়ের পারদর্শিতারই সাক্ষ্য দেয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত ভাষা বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দুর্ব্বোধ্য, কিংবা বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখকগণের অনেক বিচার বঙ্গভাষার 'ডক্টরেট্‌' উপাধি-প্রাপ্ত শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিরই দুর্ব্বোধ্য

বলিয়া তাঁহারা মহাজন নহেন ; আর কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রক্ত-মাংসের পূজার কথা বা নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ অতি সহজগম্য বলিয়া তাহারা মহাপুরুষ—ইহা ভোগী প্রচ্ছন্ন কামুকগণের বিচার বা নির্ব্বিশেষবাদী বাউলগণের মত। সম্পূর্ণভাবে সমার্পিতাত্মা হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির দ্বারাই সাধুর মুখনির্গত বৈকুণ্ঠ-শব্দরাশির (বাহ্য-কর্ণে কঠিনই হউক, আর সরলই হউক, কর্কশই হউক, আর মধুরই হউক) সেবা করিতে হইবে। মনোধর্ম্মিগণের ভোগের অনুকূল কথা ও যুক্তির ব্যবসায় করিয়া যিনি বা যাঁহারা নামজাদা হইয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা ভোগি-গণমতের খিদ্‌মৎগার ; কিন্তু, জীবের প্রকৃত বান্ধব নহেন।

ভ্রম ৫৫। যিনি তত কঠিন শব্দ ও অজ্ঞেয় প্রহেলিকা ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি তত মহাপুরুষ।

সৎ ৫৫। আবার কতকগুলি ভোগি-মনোধর্ম্মী নানাপ্রকার প্রহেলিকা ও লোকের দুর্ব্বোধ্য আর্য্যা-তর্জ্জা প্রকাশ করিয়া, কিংবা তাহাদের উচ্চারিত শব্দের আকররূপে বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের দোহাই দিয়া থাকেন। ঐরূপ প্রহেলিকার দ্বারা কতকগুলি বিকৃত-মস্তিষ্ককে বিপথগামী করা যাইতে পারে। ঐরূপ বঞ্চনাকারী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ নহেন।

ভ্রম ৫৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism মাত্র।

সৎ ৫৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম তথা-কথিত mystic সম্প্রদায়ের মতবাদ, দুর্জ্ঞেয়তাবাদ বা নিগূঢ়তাবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষবাদ হইতেও পৃথক্। অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম সোপান। অপ্রাকৃত বা কেবল

সিদ্ধান্তেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ সিদ্ধান্ত নিগূঢ়তাবাদ নহে, তাহা পরমেশ্বরের অবিচিন্ত্য-শক্তি বা যোগমায়া-দ্বারা সাধিত। তাহা সেবাময় নির্ম্মল আত্মার পরম প্রত্যক্ষ। যাহা বিমুখতার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিকট দুর্জ্ঞেয় বা অবিচিন্ত্য, তাহাই সেবাময় নির্ম্মল আত্মার নিকট বাস্তব প্রত্যক্ষ।

ভ্রম ৫৭। জগতের নামজাদা মহাপুরুষগণ কি ভ্রান্ত ও বিপথগামী?

সৎ ৫৭। আচার্য্য শঙ্কর, অমুক মহাত্মা, অমুক মোহন, অমুক আনন্দ, অমুক সর্ব্বসাধনসিদ্ধ ব্যক্তি কি সকলেই ভ্রান্ত? ইহা একটি যুক্তিই নহে। উহাদিগকে 'নামজাদা' কাহারা করিয়াছে? জগতের মনোধর্ম্মী শতকরা শতজন ব্যক্তিই যদি উহাদিগকে সর্ব্বোত্তম, অভ্রান্ত সিদ্ধাদপি সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া একবাক্যে ভোট প্রদান করেন, তবেই যে তাঁহারা অভ্রান্ত মহাপুরুষ বা সিদ্ধ-মহাজন হইবেন, এইরূপ কোন তাম্রশাসন নাই। জগতের লোক বা ভ্রান্ত-সম্প্রদায় অভ্রান্ততত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। অসিদ্ধগণ সিদ্ধকে কোনরূপে বাছিয়া লইতে পারে না। অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ অকৃত্রিম সেবা-তৎপরতাই সিদ্ধি ও অভ্রান্তির লক্ষণ, ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্বরূপ-লক্ষণ নাই।

ভ্রম ৫৮। 'মহাপুরুষ' বলিয়া নামজাদা সকলেই একই শ্রেণীর। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানন্দ, লাউৎসে, জরথুশ্ত্র, কবীর এমন কি, আধুনিক কালের কতিপয় ব্যক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেব পরমার্থ-রাজ্যের একই পংক্তির লোক।

সৎ ৫৮। শ্রীচৈতন্য—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি আচার্য্য-লীলাভিনয়-কারী হইলেও আচার্য্য-শ্রেণীর নহেন। বিশেষতঃ তাঁহার আচার্য্য-লীলার মধ্যেও সাধারণ নৈতিকধর্ম্ম বা সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মাত্রের

উপদেশ নাই। অধিক কি, ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ-ভজন, যাহাতে আংশিক বৈষ্ণবতা প্রকাশিত, ততটুকু-মাত্রও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা নহে। নির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী সেবাবৃত্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থা যাহাতে সমস্ত অপ্রাকৃত রস ক্রোড়ীভূত ও সমন্বিত হইয়া মধুর রসে বিপ্রলম্ভ-রস-চমৎকারিতা উৎপাদন-পূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহকে অত্যন্ত সুখী করে, সেই কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীতে দৃষ্ট হয়। অতএব, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাধারণ ধর্ম্মনীতি, বর্ণাশ্রমনীতি, কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র ভক্তিনীতি কিংবা ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভক্তিনীতি-প্রচারকগণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবকে এক পংক্তিতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, কখনও বা অভিসন্ধিযুক্ত পাষণ্ডতা।

ভ্রম　৫৯। হাতে কাজ কর, মুখে হরি বল।

সৎ　৫৯। যাঁহারা 'হরিনাম'কে (?) হরিসেবানুশীলন হইতে পৃথক্ মনে করেন, অথবা যে-সকল কর্ম্মি-সম্প্রদায় কর্ম্মকেই সত্য এবং 'লাগে তাক্, না লাগে তুক্' এইরূপ নীতিপুষ্ট সন্দেহের চক্ষে 'হরিনাম'কে (?) দেখিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মকেই বাস্তব, আর হরি-নামকে অবাস্তব মনে করেন, তাঁহারা কোনও না কোন অন্যাভিলাষ-সিদ্ধির জন্য হরিনামকে মৌখিক স্বীকার করিয়া কর্ম্ম-চেষ্টায় ধাবিত হন। কিন্তু, অপ্রাকৃত গৌড়ীয়গণ হরিকার্য্য ও হরিনামকে পৃথক্ জ্ঞান করেন না। হরিকীর্ত্তন-দেবতার আরাধনার জন্য তাঁহাদের যে কীর্ত্তনময়ী সেবা-চেষ্টা, তাহা 'মুখে হরি বল ও হাতে কাজ কর' ভোগী কর্ম্মীর এই দ্বৈতজ্ঞানের ন্যায় বিচার নহে।

ভ্রম　৬০। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে' কাঁদে'।

সৎ ৬০। পাঞ্চভৌতিক দেহ মায়া-নির্ম্মিত। ব্রহ্ম—যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যিনি মায়াধীশ, যিনি প্রপঞ্চের অতীত, তিনি কখনও মায়ার কারাগারের কয়েদী হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত ও ক্লিষ্ট হইতে পারেন না। পরব্রহ্ম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্ম-রূপে অবস্থিত হইয়াও প্রপঞ্চের দ্বারা ক্লিষ্ট হন না, ইহাই পরমেশ্বরের ঈশিতা। ভগবদ্বিস্মৃত জীব কর্ম্মফলের দণ্ড ভোগ করিবার জন্য পঞ্চভূতের ফাঁদে পতিত হইয়া সুপ্ত জীবাত্মার চিদাভাস-স্বরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহেই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, মায়াধীশ পরমেশ্বরের কোন মতেই মায়াস্পর্শ ঘটে না। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"—এই শ্রুতিই ঐ অবৈদিক মতবাদ নিরাস করিয়াছেন।

ভ্রম ৬১। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"।

সৎ ৬১। ব্রহ্মের রূপ সাধক বা অসিদ্ধ-মনুষ্য, দেবতা, ঋষি কেহই কল্পনা করিতে পারে না। পরব্রহ্ম নিত্য নাম, রূপ, গুণ পরিকর ও লীলাবান্। মনুষ্য পরব্রহ্মের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মকে পুতুলে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার মত জীবের অহিতের কথা আর কিছুই নাই। যাহারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে, তাহারা পৌত্তলিক, পাষণ্ডী, অপরাধী, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অহিতকারী, নাস্তিক-শিরোমণি। অথচ, এই জড়ীয় নাস্তিকতাই জগতে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলকে ধর্ম্মের আবরণে আক্রমণ করিয়াছে।

ভ্রম ৬২। চিনি হ'তে চাই না, চিনি খে'তে চাই।

সৎ ৬২। চিনি হওয়া ও চিনি খাওয়া—দুইটাই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সম্ভোগবাদ। বৈষ্ণব চিনি হইতেও চাহেন না, চিনি খাইতেও

চাহেন না। ব্রহ্ম হইতে চাওয়া, বা ব্রহ্মকে খাওয়া, বা ভোগ করা ভোগেরই বিভিন্ন দিক্‌মাত্র। রাজার আসন গ্রহণ করা, আর রাজাকে ভোগ করা অর্থাৎ রাজা বা প্রভুর দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার নফরগিরি করাইয়া লওয়া একই কথা অর্থাৎ তুইটিই অভক্তি বা সম্ভোগবাদ।

ভ্রম ৬৩। "শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ভিজ্‌ল গাঁজা।"

সৎ ৬৩। এই সকল প্রলাপ গাঁজাখুরী ভক্তির দৃষ্টান্ত; কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় কামের আদর্শ। সানন্দমনে গাঁজার ধূমপানরত পাগল শান্তিরাম দেবর্ষি নারদকে "ভজন-পূজন-সাধন বিনা, আমার গাঁজা ভিজ্‌বে কি না?"—এই-রূপ প্রশ্ন করিয়াছিল বলিয়া যে গ্রাম্য কিংবদন্তি আছে, তন্মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-লালসা বা কৃষ্ণাসক্তির পরিবর্ত্তে গঞ্জিকা-সেবার আসক্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ সম্ভোগবাদের নেশাই রহিয়াছে। এইরূপ প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ সরলতা নহে। এই জাতীয় শত শত গাঁজাখুরী গল্পই জগতে ভক্তির আদর্শ ও স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে!

ভ্রম ৬৪। "ঢেঁকি ভজে' যদি এই ভবনদী পার হ'তে পার বঁধু; লোকের কথায় কিবা আসে যায়, পিবে সুখে প্রেম-মধু।"

সৎ ৬৪। ঢেঁকি জড়-পদার্থ অর্থাৎ উহার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম নাই এবং আমরা উহা দ্বারা যথেচ্ছভাবে আমাদের ভোগের ধান মাড়াইয়া লইতে পারি অর্থাৎ উহাকে ভোক্তাভিমানী আমাদের ভোগের যন্ত্র করিতে পারি। জগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনাদাত্রী যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তাহা ঐরূপ ভোগ্য ধারণার দেবতা

এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি বা সেবা পূজার অভিনয়ও ঐ ঢেঁকি ভজার তুল্যই। কিন্তু, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এমন জিনিষ যে তাঁহাকে কেহই ভোগ করিতে পারে না। ভোগ-জিনিষটা কৃষ্ণের একচেটিয়া এবং তিনি স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সেই অদ্বিতীয় ভোক্তা বা অদ্বিতীয় কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধন হওয়ার নামই—কৃষ্ণপ্রেম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তা'রে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" অতএব, কৃষ্ণভজন ছাড়া অপ্রাকৃত প্রেম পাওয়া যায় না।

ভ্রম ৬৫। "মন তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

সৎ ৬৫। ইহা ভক্তি নহে,—সম্ভোগবাদ অর্থাৎ কল্পিত ভোগের পুতুলের সহিত মানসিক ভোগ। এতৎ-প্রসঙ্গেই কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"সেই মোমের পুতুলের ন্যায় সুন্দর তোমার যে প্রিয়তম, তাহাকে লইয়া যেখানে জন-মানব নাই, এমন কোন লুকান স্থানে প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহার নিকট হইতে নব নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক।" নিভৃতে চুম্বন গ্রহণ করিবার সাধ ভক্তের বিচার নহে। ইহা সম্ভোগবাদ বা অভক্তি। এখানে আশ্রয়-বিগ্রহের কোন আনুগত্য নাই, নিজেই ভোক্তা সাজিয়া কল্পিত উপাস্যকে ভোগ করিবার লালসা! ইহার সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মহাজনের এই সেবা-লালসাময়ী গীতি কত পৃথক্!

শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধা-পদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী॥

(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, 'গীতমালা'—৯)

ভ্রম　৬৬। শূন্য-ঘড়ায় শব্দ বেশী ; অতএব, হরিকীর্ত্তনকারী সাধুগণ শূন্য-ঘড়া।

সৎ　৬৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। আবার সাধুগণের লক্ষণে ভাগবত বলেন,—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"। সাধুগণ সর্ব্বদাই উক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা মানবজগতের মনোধর্ম্মের গ্রন্থি ছেদন করেন। যাহারা নিজের অমঙ্গলকামী, তাহারা নিজেদের মনোধর্ম্মের বাঁদরামি চালাইবার জন্য সাধুগণকে বোবা বা মৌন করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু, যে সাধু সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিয়া আমাদের ঐ বাঁদরামিগুলি তাড়াইয়া দেন, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপালু সাধু আর নাই। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুগণকে 'ভূরিদ' অর্থাৎ প্রচুর দানকারী বলিয়াছেন। মনোধর্ম্মিগণের কলরব বা বাক্যবাগীশতা, আর শ্রৌত-মহাজনগণের হরিকথা-কীর্ত্তনানুশীলন, বিচার, আলোচনা সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভ্রম　৬৭। "যে স্ত্রীসুখ ছেড়েছে, সে সব ছেড়েছে।"

সৎ　৬৭। স্থূল স্ত্রী-সঙ্গ-ত্যাগ দ্বারাই সকল ত্যাগ হয় না। ফল্গুত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী নপুংসকগণ সূক্ষ্ম স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে, আবার অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তুকেই যোষিৎ বা ভোগ্যবিচারে দর্শন করে ; বাহ্য স্থূল স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িলেও, এমন কি, কনক পরিত্যাগ করিলেও তাহারা প্রতিষ্ঠাশা-কুলটা চণ্ডালিনীর সঙ্গ করিয়া থাকে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ করেন না। স্থূল স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার বাহাদুরিরূপ প্রতিষ্ঠাশাকেও তিনি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করেন। অনর্থ-থাকা কালে গৃহস্থ বৈধ-স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সাকেও অতিশয় গর্হণের সহিত স্বীকার করিয়া

প্রীতির সহিত হরিভজনের জন্য ব্যাকুল হন। ঐরূপ ভজনকারীর হৃদ্‌গত সকল কাম অচিরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে বিষয়বাসনা-গর্হণের নামে উহাকে ক্রমাগত চালাইবার কপটতা থাকিলে অমঙ্গল হয়। মঙ্গলেচ্ছু দুর্ব্বল ব্যক্তির জন্য ভাগবতের এই কয়টি অভয়বাণী শ্রুত হয়—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষোত্তম-জ্ঞানে তাঁহার মূল আশ্রয়বিগ্রহের গণে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুরুষাভিমান ও হৃদ্‌রোগ বিনষ্ট হয় না। কৃত্রিম-পন্থা দ্বারা আপাত প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়, নিত্যমঙ্গল-লাভ হয় না।

ভ্রম ৬৮। মাতৃচিন্তা কামদমনের পরমোপায়।

সৎ ৬৮। অপ্রাকৃত কামদেবকে একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কামের ইন্ধনরূপে আপনাকে ও সকলকে দর্শনের বিচার অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণভোগ্য গোপী বা গুরুদর্শন ব্যতীত কামদমন সম্ভব হইতে পারে না। অপ্রাকৃত কামদেবের রাসে গোপীগণের আনুগত্যে প্রবেশলাভ ও সেবা ব্যতীত হৃদ্‌রোগ-বিনাশের যাবতীয় প্রস্তাব নিরর্থক। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদকে

অঞ্চলে বন্ধন করিয়া স্ত্রী-মাত্রকেই মাতৃরূপে বা ব্রহ্মময়ী-রূপে দর্শন করিবার বিচার করেন, তাহারা 'মা', 'মা' করিতে করিতে অনেক সময় মাকে 'বামা' করিতে চাহেন অর্থাৎ 'শিবোঽহং' মন্ত্রের উপাসক হইয়া পড়েন। মা হইতে আমরা অনেক প্রকার কামনা দোহন করি। অতএব, তাহাকে এক প্রকার যোষিৎশ্রেণী হইতে বাদ দিলেও অন্য যোষিৎশ্রেণীর অর্থাৎ অন্যপ্রকার কামনা-প্রদাত্রীর অন্তর্গত করিয়া ফেলি। কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গলিপ্সার ন্যায় এক স্ত্রীর অন্য স্ত্রীর প্রতি কামজ সঙ্গলিপ্সার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সেখানে উহাই পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান। অতএব, অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্ধন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যরূপে কামদমন সম্ভব নহে অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ই স্থায়ী ও নিষ্কপট নহে।

ভ্রম　৬৯। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য।

সৎ　৬৯। ভাগবত-ধর্ম্মের বিচারে আচার্য্যসেবাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। কৃত্রিম-পন্থিগণ যে বীর্য্যমাত্র ধারণকেই 'ব্রহ্মচর্য্য' মনে করেন, তাহাতে দেহের পাশবিক বলের সমৃদ্ধি ও তন্মূলে প্রচ্ছন্ন ভোগের উদ্দেশ্যই প্রবল। উহা নাস্তিকতা-মাত্র, উহা পরব্রহ্মে বিচরণ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত মায়াবাদী, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মচর্য্য এবং অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী কিংবা জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের তথাকথিত ব্রহ্মচর্য্য নাস্তিকতা মাত্র। তাহা কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ নহে। ভগবদ্ভক্ত গুরু ও কৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে এত অভিনিবিষ্ট থাকেন যে, বীর্য্যধারণাদি অতি আনুষঙ্গিক-ভাবেই সাধিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্ত-

গণ আরোহবাদী বা কৃত্রিমপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহবাদী ও নির্ম্মল আত্মার সহজধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্।

ভ্রম ৭০। "মালা জপে শালা"

সৎ ৭০। যিনি মালা অর্থাৎ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন, তিনি সর্ব্বাধম ; যিনি মালিকায় সংখ্যা রাখিয়া লঘুস্বরে হরিনাম জপ করেন, তিনি তদপেক্ষা উত্তম ; আর, যিনি মনে মনে জপ করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম। এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ব্বিশেষবাদী অভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথিত আছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্য 'সতীর পতির নাম উচ্চারণ করা অসঙ্গত, সুতরাং জীবের পক্ষে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নাই'—এইরূপ সিদ্ধান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"পতিব্রতা নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করেন না, পতির আজ্ঞা পালন করাই তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পতি সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণেরই আজ্ঞা দিয়াছেন।" 'অতিবাড়ী' দলের কোন নায়ক মুখে বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম ভুলক্রমেও মুখ-দিয়া উচ্চারিত হইয়া পড়ে! ঠাকুর হরিদাস ঐ অতিবাড়ীকে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাষণ্ডী হিন্দুগণ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন যে,—'হিন্দুশাস্ত্রের মতে মহামন্ত্র হরিনাম সকল লোককে শুনাইলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়।' কিন্তু, নিমাই পণ্ডিত সেই পাষণ্ডি-হিন্দুমত নিরাস করিয়াছিলেন। অসাম্প্রদায়িক-নামধ্বক্ অসৎসাম্প্রদায়িকগণ নির্ব্বিশেষ বিচারকেই চরম মনে করিয়া ভক্তিসদাচারের প্রতি বিমুখ হন।

"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হইলে সাবধান!

না নিলে তিলক-মালা,　　ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান !!
ফোটা, দীক্ষা, মালা ধরি',　　ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ !
মহাজন পথে দোষ,　　দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ !!
(কল্যাণকল্পতরু ১৭)

ভ্রম　৭১। "হৃৎকমলে বামে হে'লে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।"

সৎ　৭১। এই পদের গায়ককে সকলেই পরম কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণব বলিবেন ; কিন্তু, মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগত শুদ্ধভক্ত এই গানের মধ্যে চরম অভক্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদের কথাই দেখিতে পা'ন। কৃষ্ণ আমার বাগানের মালী নহেন যে, আমি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য আমার নিকটে আসিবার হুকুম করিতে পারি, আর তিনি অমনি আসিয়া দাঁড়াইবেন ! এই বিচার হইতে মহাপ্রভুর বিচার কত পৃথক্, তাহা মহাপ্রভুর নিজমুখবাক্যে প্রমাণিত হয়,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"
(শ্রীশিক্ষাষ্টক, ৮ম শ্লোক)

"না গণি আপন দুঃখ,　　সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।

গণ আরোহবাদী বা কৃত্রিমপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহবাদী ও নির্ম্মল আত্মার সহজধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্।

ভ্রম ৭০। "মালা জপে শালা"

সৎ ৭০। যিনি মালা অর্থাৎ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন, তিনি সর্ব্বাধম; যিনি মালিকায় সংখ্যা রাখিয়া লঘুস্বরে হরিনাম জপ করেন, তিনি তদপেক্ষা উত্তম; আর, যিনি মনে মনে জপ করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম। এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ব্বিশেষবাদী অভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথিত আছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্য 'সতীর পতির নাম উচ্চারণ করা অসঙ্গত, সুতরাং জীবের পক্ষে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নাই'—এইরূপ সিদ্ধান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"পতিব্রতা নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করেন না, পতির আজ্ঞা পালন করাই তাঁহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পতি সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণেরই আজ্ঞা দিয়াছেন।" 'অতিবাড়ী' দলের কোন নায়ক মুখে বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম ভুলক্রমেও মুখ-দিয়া উচ্চারিত হইয়া পড়ে! ঠাকুর হরিদাস ঐ অতিবাড়ীকে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাষণ্ডী হিন্দুগণ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন যে,—'হিন্দুশাস্ত্রের মতে মহামন্ত্র হরিনাম সকল লোককে শুনাইলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়।' কিন্তু, নিমাই পণ্ডিত সেই পাষণ্ডি-হিন্দুমত নিরাস করিয়াছিলেন। অসাম্প্রদায়িক-নামধ্বক্ অসৎসাম্প্রদায়িকগণ নির্ব্বিশেষ বিচারকেই চরম মনে করিয়া ভক্তিসদাচারের প্রতি বিমুখ হন।

"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হইলে সাবধান!

না নিলে তিলক-মালা,　　ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান !!
ফোটা, দীক্ষা, মালা ধরি’,　　ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ !
মহাজন পথে দোষ,　　দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ !!
(কল্যাণকল্পতরু ১৭)

ভ্রম ৭১। “হৃৎকমলে বামে হে’লে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।”

সৎ ৭১। এই পদের গায়ককে সকলেই পরম কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণব বলিবেন ; কিন্তু, মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগত শুদ্ধভক্ত এই গানের মধ্যে চরম অভক্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদের কথাই দেখিতে পা’ন। কৃষ্ণ আমার বাগানের মালী নহেন যে, আমি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য আমার নিকটে আসিবার হুকুম করিতে পারি, আর তিনি অমনি আসিয়া দাঁড়াইবেন ! এই বিচার হইতে মহাপ্রভুর বিচার কত পৃথক্, তাহা মহাপ্রভুর নিজমুখবাক্যে প্রমাণিত হয়,—

“আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥”
(শ্রীশিক্ষাষ্টক, ৮ম শ্লোক)

“না গণি আপন দুঃখ,　　সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।

মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫২)

ভ্রম ৭২। "অসি ছে'ড়ে ধর মা ! বাঁশী"।

সৎ ৭২। কালীকে কৃষ্ণ সাজান, কৃষ্ণকে কালী সাজান এবং যখন আমাদের যাহা রুচি, সেই রুচির পুত্তলিরূপে আমাদের উপাস্য-নাম-ধারিগণকে মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়িয়া তোলা বা তাঁহাদিগকে আমাদের খাজাঞ্চি প্রস্তুত করাই ভক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। 'পরে ঐ সকল কল্পিত রূপ আর কিছুই থাকিবে না ; সবই নির্ব্বিশেষ হইয়া যাইবে।' যাহাদের ঐরূপ আন্তরিক বিচার তাহারাই ভোগোন্মুখ-রুচির অনুযায়ী উপাস্যের রূপ কল্পনা করে। উপাস্য যেন তাহাদের ভোগ্যজাতীয় যে, ঐরূপ হুকুম তামিল করিতে বাধ্য। অসিধারিণী মায়া—বংশীধারী কৃষ্ণের বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ; তিনি কখনও মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পারেন না। শক্তি কখনও শক্তিমান্ হইতে পারেন না, বিশেষতঃ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

ভ্রম ৭৩। "আহার কর, মনে কর—আহুতি দেই শ্যামা মাকে।"

সৎ ৭৩। কোন উপাসক নিজের ভোগকালে যদি মনে করেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার উপাস্যেরই ভোগ হইতেছে, তবে ঐরূপ মনে করা দ্বারাই কি উপাস্যের ভোগ হইয়া যাইবে ? ঐরূপ মনে করাটা বিপরীত হইলে অর্থাৎ উপাস্যকে খাওয়াইলেই উপাসকের আহার মনে মনে হইয়া যাইতেছে,—ঐরূপ বিচার করিলেও ত' চলিত ? কোন এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর কথা শুনা যায় যে তিনি ২৪ ঘণ্টা দেহের পূজা করিয়া মনে করিতেন,—"আত্মরূপী জনার্দ্দনের পূজা

করিতেছি।”—ইহাতে অনেক বঞ্চিত ব্যক্তি তাঁহাকে পরম সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! বস্তুতঃ, দেহাত্মবাদকে ধর্ম্মের মুখোসে সাজাইয়া এই সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও অভক্তিপূর্ণ মত জগতে প্রচারিত হইয়াছে। “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্”—এই গীতোক্ত বাণীর অপব্যবহার করিয়া আত্মভোগমূলে নির্ব্বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভ্রম ৭৪। জীব—শিব। শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।

সৎ ৭৪। জীব অনর্থযুক্ত থাকা-কালে বদ্ধজীব। জীব মুক্তাবস্থা লাভ করিলেও আশ্রয় বা বিষয়-জাতীয় উপাস্যে তিনি কখনই পরিণত হন না। শিব—জগদ্‌গুরু, তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্; আর, সঙ্কর্ষণ—বিষ্ণু; তিনি শিব ও পার্ব্বতীর উপাস্য ও বিষয়জাতীয় ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়,—প্রচেতোগণ আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শিবের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহারা কেহই শিব বা সঙ্কর্ষণ হইবার কুবুদ্ধি পোষণ করেন নাই। যাহারা জীবকে জগদ্‌গুরু শিব বলে, তাহারা শিবের চরণে অপরাধী ও পরম নাস্তিক। বদ্ধজীবকে জগদ্‌গুরু ‘শিব’ কল্পনা করিয়া জগদ্‌গুরুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার চেষ্টা জগজ্জঞ্জালকরী নাস্তিকতা। অথচ, উহাই কলিযুগে পরার্থিতা ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হইয়াছে।

ভ্রম ৭৫। “যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা”

সৎ ৭৫। ‘নিজ অভিরুচি-অনুসারে যে কোন বস্তুর ধ্যান করিলেই চিত্ত একাগ্র হয়।’ পতঞ্জলির এই উক্তি নির্ব্বিশেষবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণের আদরণীয় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে

যে, এক ব্যক্তি তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যান করিতে করিতে মহিষে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ চিত্তৈকাগ্রতা-দ্বারা তিনি অতি সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল চিন্তাস্রোতঃ আরোহবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে আদরণীয় ; বস্তুতঃ, যাহারা ভগবানের স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির প্রতি অবজ্ঞাযুক্ত, সেই-সকল নাস্তিকই মহিষ-ধ্যান, ছাগধ্যান, যথারুচি ধ্যানকে অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সেবাময় সহজ সমাধির সহিত সমান মনে করে বা ভগবৎ-সেবাকে ছাগধ্যান হইতেও নিম্নাধিকারের কথা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে।

ভ্রম ৭৬। 'তু' 'তু' কর্‌তে 'তু' হুয়া।

সৎ ৭৬। নির্ব্বিশেষবাদী এক সম্প্রদায় যেরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'সোঽহং' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' বা 'আমিই সেই' বলিতে বলিতে ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ নির্ব্বিশেষ-বাদী আর এক সম্প্রদায় (যথা—কবীরাদি) ভক্তিযাজনের অভি-নয়ে 'তু' 'তু' অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি' কর্‌তে 'তু' তুমি অর্থাৎ সেই উপাস্য বস্তুই হইয়া যাইতে চাহে ! 'আমি'কে 'তুমি'তে লয় করাই তাহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা। এই সকল নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা জগতে ভক্তি বা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে !

ভ্রম ৭৭। 'যা'র যা'র ইষ্ট তা'র তা'র কাছে মিষ্ট।'

সৎ ৭৭। প্রত্যেকেই কল্পনামূলে নিজ নিজ ভোগোন্মুখ রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী ইষ্টকে মিষ্ট অর্থাৎ ভোগের যোগানদার (প্রেয়োবস্তু) জানিয়া প্রীতি করে। ইহার নাম ইষ্টপ্রীতি নহে, ইহা ইন্দ্রিয়-প্রীতি মাত্র। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায় যে, নিজ

নিজ ভোগোন্মুখ-রুচির উপাস্যকে 'বড়' বা 'ভাল' মনে করে, তাহা তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতি রুচিমাত্র। যদি তাহাদের উপাস্য বস্তুর ব্যক্তিত্বের প্রতি রুচি হইত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-কামনা কিংবা আনুকরণিক শুদ্ধভক্তির কামনার ছলনা দেখাইয়া 'সকল উপাস্যই সমান' এইরূপ মতবাদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিত না। কল্পনা করিয়া প্রত্যেকেই তাহার নিজের ভোগের যোগানদারকে 'বড়' বা 'ভাল' মনে করিলে তাহা 'বড়' বা 'ভাল' হইয়া যাইবে না। যাহা বাস্তবতায় মিষ্ট তাহাই মিষ্ট ; সেই মিষ্টতা বা মধুরতা এক অদ্বিতীয় বিষয়বিগ্রহ ও অদ্বিতীয় আশ্রয়-শিরোমণির জন্য এক-চেটিয়া ; তাহা 'বে-ওয়ারিস' মাল নহে যে, সকলেই দাবী করিতে পারিবে।

ভ্রম ৭৮। যাহাকে সকল দেশের লোকে মানে, তিনি যুগাচার্য্য।

সৎ ৭৮। সকল দেশের লোক ভোগের যোগানদারকেই অধিক মানে এবং অধিক জানে। সেই ভোগ কখনও স্থূল আকারে, কখনও সূক্ষ্ম আকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃগণ স্থূল ও স্পষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হন বলিয়া তাঁহারা লোকমান্য ও দেশপ্রিয়। তাঁহাদিগকে সকলেই জানেন এবং তাঁহারা মহাত্মা বা যুগ-মহামানব বলিয়া পূজিত হন। আবার, যাঁহারা ধর্ম্মের মুখোসে সমাগত মানবরুচির প্রেয়ঃকে শ্রেয়ের নামে বিতরণ করিতে পারেন, তাঁহারাও বহুলোকমান্য হইয়া যুগাচার্য্য, মহামানব প্রভৃতি বলিয়া বৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু, মানুষ যাহাকে বাঁশের আগায় ধরিয়া উঁচু করিয়া দেয়, সেইরূপ বহুলোকমান্য বা সর্ব্বলোকমান্য ব্যক্তিকে ভাগবতধর্ম্ম-যাজিগণ প্রেয়ের খাজাঞ্চি বলিয়াই দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন।

ভ্রম ৭৯। মানব-সেবার মাধ্যম (medium) ছাড়া ভগবৎসান্নিধ্য-লাভের সহজ পথ নাই।

সৎ ৭৯। এই আধুনিক মতবাদের মত আর দ্বিতীয় নাস্তিকতা নাই। সেব্য একমাত্র অধোক্ষজ ভগবান্। তাঁহাতে অকপটভাবে সতত-যুক্ত সাধুগণই শুদ্ধ সেবক-সম্প্রদায়। নিষ্কিঞ্চন ভগবৎসেবকের সেবারূপ মাধ্যম ব্যতীত ভগবৎসান্নিধ্য বা সেবা-লাভের কোন সহজ পথ নাই সত্য ; কিন্তু, কর্ম্মফলভোগী কলেরারোগী বা নানা-প্রকার ত্রিতাপে জর্জ্জরিত ব্যক্তিগণের বিষয়-ভোগের সাহায্য করিয়া দিলে অধোক্ষজ ভগবানের সেবা লাভ হয়,—এইরূপ নাস্তিকতা বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সর্ব্বাধম প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা সমগ্র জগৎকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সাধারণ নৈতিক ধর্ম্ম—যাহা ভোগীর ধর্ম্ম, যাহা পশুপক্ষীতেও দেখা যায়, তাহা সার্ব্বজনীন আত্ম-মঙ্গলকর অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবালাভের উপায় বা সাধন হইতে পারে না।

ভ্রম ৮০। অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ মন্দির মানবদেহ অনাদরে—হতাদরে উপেক্ষিত ; অথচ আমরা পাল্লা দিয়া ইট, পাথরের মঠ-মন্দির করিতেছি।

সৎ ৮০। যে রক্ত, পূঁজ, বিষ্ঠা, ক্লেদ, কৃমিজাল-সঙ্কুল মানবদেহের জীবাত্মা সুপ্ত অর্থাৎ যাহা অন্তর্য্যামীর সেবায় উদাসীন, সেই মানব-দেহ যেরূপ কেবল কর্ম্মফলভোগের একটা পচা জেলখানা এবং সেখানে ভগবানের সেবাই লুপ্ত, তদ্রূপ যে ইট-পাথরের মঠ-মন্দিরে অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবকের আনুগত্যে অধোক্ষজ ভগবৎকথার কীর্ত্তনানুশীলনদ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ-বাদ, গঞ্জিকা-সেবন ও গ্রাম্য-কথার পূজা হইয়া থাকে, তাহাও

সমপর্য্যায়েরই বস্তু। অতএব, হরিকথা-কীর্ত্তনকারী অকৃত্রিম বৈষ্ণব, যাঁহার হৃদয়ে গোবিন্দ অনুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তাঁহারই সেবা করা উচিত। আর, যে মঠ-মন্দিরে একান্ত আত্মমঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তিতা হন, সেরূপ মঠ-মন্দির বা হরিকীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হওয়াই উচিত। কিন্তু, কর্ম্মফলবাধ্য ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবের রক্তমাংস-বিষ্ঠার ভাণ্ডারের পূজা-দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইবে; আর, আত্মমঙ্গলকর হরিকথা-কীর্ত্তনের সৌধের উচ্চ-চূড়া ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে—এইরূপ মৎসরতাময়ী নাস্তিক্যবুদ্ধি কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে! এইরূপ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা যে-ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া তথাকথিত সভ্য-সমাজে উড্ডীন হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিকীর্ত্তন-সৌধ।

ভ্রম ৮১। 'আমি'রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ-সাগরে গলিয়া এক হইয়া যায়।

সৎ ৮১। ইহা নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা। 'অপ্রাকৃত আমি'ই নিত্য কৃষ্ণদাস। যাহা 'কে আমি?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে জানাইয়াছেন; সেই নিত্য-সিদ্ধ সেবক 'আমি' নুনের পুতুলের ন্যায় সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত জিনিষ নহে। সেই 'আমি' অণুসচ্চিদানন্দ বস্তু; অতএব, তাহা নিত্য ও অপ্রাকৃত। জগতের ব্যবধান হইতে মুক্ত হইয়া যখন তাহা সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিত্যসঙ্গম লাভ করে, তখন সেই অণুসচ্চিদানন্দ 'আমি'র সেবানন্দ 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা' হইয়া অপ্রাকৃত নব নব নিত্যসিদ্ধ নাম, রূপ, বয়স, বেষ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবাপরাকাষ্ঠা, পাল্যসেবক ও নিবাসাদি অপ্রাকৃত মূর্ত্ত নিত্যবাস্তববিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়,—ইহাই প্রকৃত-সিদ্ধি।

ইহাই প্রেমে গলিয়া যাওয়া। নির্ব্বিশেষে গলিয়া যাওয়া আত্ম-হত্যারূপ নাস্তিকতা।

ভ্রম ৮২। "ব্রহ্ম—সত্য, জগন্মিথ্যা"

সৎ ৮২। ব্রহ্ম সত্য এবং সেই 'সত্য' হইতে প্রকাশিত ('জন্মাদ্যস্য যতঃ') জগৎও সত্য। কিন্তু, তাহা বহিরঙ্গা শক্তি-প্রসূত বলিয়া অনিত্য। মিথ্যা ও অনিত্য দুইটি পৃথক্ কথা। যাঁহারা কার্য্যতঃ ব্রহ্মকে মিথ্যা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-শ্রেণীর অন্তর্গত কল্পনা করেন, তাঁহা-রাই এই জগৎকে 'মিথ্যা' বলেন। 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম'—এই ন্যায়ে রজ্জু ও সর্প উভয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যদি রজ্জু ও সর্প—ইহাদের দুইটীর একটিও মিথ্যা হইত, তাহা হইলে একটিতে আর একটির ভ্রম হইত না। ঐ বিবর্ত্তের উদাহরণ দেহেতে আত্মবুদ্ধি-নিরাসের জন্য। পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া এই অনিত্য জগদ্-রূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্ম—নিত্য, জগৎ—অনিত্য।

ভ্রম ৮৩। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের কুল-কিনারা নাই; ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে বরফ-আকারে জমাট বাঁধে; জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্লে বরফ গ'লে যায়।

সৎ ৮৩। ইহা নির্ব্বিশষবাদিগণের নাস্তিকতার একটি প্রলাপ। সচ্চিদা-নন্দ-সমুদ্রই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাময় বিগ্রহ। তিনি রসসমুদ্র—রসামৃতসিন্ধু; তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহবান্। ইহাই পূর্ণসচ্চিদা-নন্দের বৈশিষ্ট্য বা অবিচিন্ত্যশক্তি। যে জ্ঞানসূর্য্য যে ভক্তিহিমকে বিনষ্ট করে, তাহা শুদ্ধজ্ঞানও নয়, শুদ্ধভক্তিও নয়। ঐরূপ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক্য-জ্ঞান; আর, ঐরূপ কপট-ভক্তি প্রচ্ছন্ন ভোগ-বাদ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই

ভক্তি। অতএব, তাহা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সহিত নিত্য অনুস্যূত। উহা কল্পিত বা ধারকরা প্রচ্ছন্ন ভোগময় ভক্তিহিমের দ্বারা আগমাপায়ী ধর্ম্ম-প্রকাশের জন্য আগত হয় না। যাহারা ভক্তির চতুঃসীমানায় কোনদিন যায় নাই বা যাইতে পারিবে না, যাহারা শুদ্ধজ্ঞান হইতে চিরতরে বঞ্চিত, সেই সকল অপরাধী নাস্তিক ব্যক্তিগণের নিকটই এইরূপ গ্রাম্য উপমা আদৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম এইরূপ নাস্তিকতার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছেন।

ভ্রম ৮৪। 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে, আমার মন।'

সৎ ৮৪। ইহা নির্ব্বিশেষ চিন্তা-প্রসূত প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ। বদ্ধ মন কখনও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অপ্রাকৃত রূপসাগরে ডুবিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বাগ্রেই রূপের কথা নহে। সর্ব্বাগ্রে নামাচার্য্যের আনুগত্যে অপ্রাকৃত শ্রীনামের সেবা করিতে হয়। নিরপরাধে নাম-প্রভুর সেবা করিতে করিতে শ্রীনামই নিজরূপ প্রকাশ করেন। নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের পরিকর, নামের লীলার সেবা নামাচার্য্যের আনুগত্যে সাধন করিতে হয়,—ইহারই নাম ভক্তি। আর পূর্ব্বোক্ত বিচার সম্পূর্ণ অভক্তি।

ভ্রম ৮৫। 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বল হরি বল।'

সৎ ৮৫। ভোগী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এই সকল গ্রাম্য উক্তিকে কতকগুলি ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শনকারী নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তি গৌর-নিত্যানন্দের উক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। তাহারা মনে করে—"মাগুর মাছের ঝোল' ও 'যুবতী মেয়ে'র কোলে'র লোভ দেখাইয়া বিষয়ী লোকদিগকে গৌর-নিতাই 'হরি' বলাইয়াছেন। ঐরূপ ভোগ-বুদ্ধির সহিত হরি বলিলেও প্রেমাশ্রু প্রভৃতি শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব-বিকারের উদয় হয়।" এই প্রাকৃত সহজিয়া মত প্রচারের জন্য

মাগুর মাছের ঝোলের অর্থ 'প্রেমাশ্রু' ও যুবতী মেয়ের কোলের অর্থ 'হরিপ্রেমে ধূলায় গড়াগড়ি'—এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে! বস্তুতঃ, মাগুর মাছের ঝোলের আস্বাদন ও যুবতীর সঙ্গাস্বাদনের লোভে নেড়ানেড়ি ও প্রাকৃত সহজিয়াদের দলে যে হরিনাম উচ্চারণের অভিনয় বা নাচা, কোঁদা ও দশায় পড়া প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগবাদ ও সম্পূর্ণ অভক্তি। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শিক্ষা এই ভোগবাদ হইতে সম্পূর্ণ দূরে।

ভ্রম ৮৬। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

সৎ ৮৬। নিত্যসিদ্ধ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু বা আচার্য্যদেব শুঁড়ি বা পতিতের গৃহে পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াও নিজে পতিত হইয়া পড়েন না; তিনি পতিতকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস পতিতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু, পতিতার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া নিজে পতিত হন নাই। যে সকল কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস বা ইন্দ্রিয়ের দাস শ্রীনিত্যানন্দের দোহাই দিয়া পতিতার পাতিত্য ও তৎসংসর্গে নিজ পাতিত্যকে অর্থাৎ তাহাদের কাম-ক্রোধাদির দাসত্বকে সমর্থন করিতে চাহে, তাহারা নিত্যানন্দ-ভৃত্য নহে, জড়ানন্দভৃত্য মাত্র। অতএব, তাহারা লঘু হইতেও লঘু; তাহারা আদৌ গুরুপদবাচ্য নহে।

ভ্রম ৮৭। টাকা মাটি, মাটি টাকা!

সৎ ৮৭। ইহা ফল্গুত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদীদের কথা। টাকা ভোগীর নিকটেই মাটি ও কাঁটা। সাধারণ অজ্ঞলোকের ধারণা—টাকা হয় ভোগীর ইন্ধন যোগাইবে, না হয়, ত্যাগিগণের দ্বারা কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু, ঐ উভয় পক্ষেই টাকার দ্বারা কোন মঙ্গল-

কর কার্য্য হইল না। ইহা যদি অদ্বিতীয় বা একচেটিয়া ভোগী কৃষ্ণের ভুবনমঙ্গলময়ী কথার বিস্তারে নিযুক্ত করা যায়, তবেই তদ্দ্বারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও প্রকৃত নিত্য লোকমঙ্গল হইল। এজন্য ঐ ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়ের অসৎ মতকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচার এইরূপ—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

ভ্রম ৮৮। কৃষ্ণ-চরিত্রে লাম্পট্য-কল্পনায় ভারতবর্ষে পাপস্রোতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সৎ ৮৮। কৃষ্ণচরিত্র বা কৃষ্ণ কল্পনার কারাগারের আসামী নহেন, তাহা বাস্তব সত্য। অচিদ্‌রাজ্যের জড়রসে যাহা অত্যন্ত হেয়, চিদ্‌রাজ্যের চিদ্‌রসে তাহা অত্যন্ত উপাদেয়। একমাত্র কৃষ্ণেই সর্ব্বরসের সমন্বয় হয়। তিনি একচেটিয়া ভোক্তা ও একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার লাম্পট্য-লীলায় অবিশ্বাসী জীবেরই অবৈধ-লাম্পট্য অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব অনিবার্য্য। জীবকে অবৈধ রিপুর তাড়না হইতে উদ্ধারের জন্যই কৃষ্ণের কৃপাময়ী লাম্পট্য-লীলা অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ অতিমর্ত্ত্য শুদ্ধসত্ত্ব-চরিত্র আচার্য্যগণ কৃষ্ণের লাম্পট্যলীলার ইন্ধন সংগ্রহ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বোত্তমা নীতি স্থাপন করিয়াছেন।

ভ্রম ৮৯। অবতারবাদ Anthropomorphism, Zoomorphism কিংবা Phytomorphism মাত্র।

সৎ ৮৯। ঈশ্বরে মানবীয় প্রবৃত্তির আরোপের নাম Anthropomorphism, পশু-প্রবৃত্তির আরোপের নাম Zoomorphism ও উদ্ভিৎপ্রবৃত্তির আরোপের নাম Phytomorphism. শ্রীকৃষ্ণ, রামাদি ভগবদবতার, কূর্ম্ম-বরাহাদি ভগবদবতার বা তুলসী প্রভৃতি ভক্তাবতার সেইরূপ চিন্তাস্রোতঃ হইতে উদ্ভূত বলিয়া যে পাশ্চাত্য আধ্যক্ষিকগণ মনে করেন, তাহা তাহাদের অবতারতত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। অবিচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর জীবের মানবীয় ও পাশব বিমুখপ্রবৃত্তি এবং বৃক্ষাদিবৎ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তিকে সেবোন্মুখিনী করিয়া ক্রম-বিকশিত করিবার জন্য এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতা প্রকাশের জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত নিত্যরূপসমূহ প্রকট করেন, তাহা মানবের কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপার নহে।

ভ্রম ৯০। বামন, পরশুরাম, কিংবা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ অবতারের দ্বারা জগতের কোন হিত হয় নাই। উহা ঔপন্যাসিক গল্প মাত্র।

সৎ ৯০। বামন-লীলায় বলির আদর্শ দ্বারা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরে শরণাগতি শিক্ষা, শুক্রাচার্য্যের অপস্বার্থপর কপট ধর্ম্মাচার্য্যত্বের কবল হইতে বলিকে উদ্ধার, জীবের আত্মসমর্পণে বৈমুখ্যকে বঞ্চনা করিয়া পরমমঙ্গল-সাধনের আদর্শ-প্রদর্শন; পরশুরাম-লীলায় আস্তিকতা-বিরোধী ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতির ধ্বংসসাধন; মৎস্যাবতার-লীলায় আধ্যক্ষিকতা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া শ্রৌত-প্রণালীর উদ্ধার-সাধন; কূর্ম্মাবতারেও নির্ব্বিশেষবাদিগণের প্রতীক অসুরগণকে মোহিত করিয়া শরণাপন্ন সুরগণকে অমৃত-প্রদান; বরাহাবতারে সর্ব্বত্র হিরণ্য বা ভোগদর্শনকারী কনকদাসের মদমত্ততার বিনাশ; নৃসিংহাবতারে হিরণ্য (কাঞ্চন) ও কশিপু (শয্যা, কামিনী) অর্থাৎ কনককামিনী-সর্ব্বস্ব শুদ্ধভক্তদ্বেষীর প্রতীক হিরণ্য-

কশিপুর কল্পনার অতীত মৃত্যুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অসুর-বিনাশ ও ভক্তরক্ষার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা জীবমঙ্গলের আর উচ্চশিক্ষা কি হইতে পারে ?

ভ্রম ৯১। রামচন্দ্র বীর রাবণের হাত হইতে সীতাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। আর * * * (জনৈক আধুনিক বীর) পত্নীর প্রতি প্রণয়বশতঃ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন।

সৎ ৯১। বদ্ধজীবের ভোগ্যা বৈধ-স্ত্রী-প্রীতি ও কাম-কৈঙ্কর্য্যের অনর্থ-প্রচারের জন্যই সীতারাম-লীলা। কামের তাড়নার প্রবল-উত্তেজনা কামুক সম্প্রদায়ের নিকট বীরত্ব বলিয়া মনে হইলেও উহার আয়ুঃ বেশী দিন নহে, ইহাই শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে যুদ্ধে পাতিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, অসুর রাবণ সীতাদেবীকে দর্শন করিতে পারে নাই, সে কেবল ছায়া-সীতা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। কামুকগণ মায়া-মরীচিকাকেই 'সত্য' মনে করে। রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত বীরত্ব ও পুরুষোত্তমত্ব নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু, রাবণের কামোত্তেজনা তাহার সাময়িক পুরুষত্বাভিমানকে চরমে নপুংসকতায় পর্য্যবসিত করিয়াছে।

ভ্রম ৯২। মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী হন।

সৎ ৯২। মাটি বা জড় কখনও চিন্ময় বা চেতন হইতে পারে না। জড়ই চিৎ হইয়া যায়—এরূপ কল্পনা অবৈদিক মতবাদ। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের কথিত চিন্ময়তা জড়মনের ভোগ্যবস্তু। তাহা জড়, চেতন নহে। মৃন্ময়ভাব বা জড়ত্বে চিন্ময়তা নাই। ভূমিতে পূজ্য-বুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, রক্তমাংসের খোলসে আত্মবুদ্ধি—ভারবাহিগণের ধর্ম্ম। সার-গ্রাহিগণ শুদ্ধসত্ত্ব এবং তাঁহাদের আরাধ্যবস্তুও পূর্ণচেতন ও শুদ্ধসত্ত্ব।

ভ্রম ৯৩। ভক্তগণের সগুণ ব্রহ্ম।

সৎ ৯৩। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ মনে করে,—তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, আর ভক্তগণ তন্নিম্ন-স্তরের সগুণ-ব্রহ্মের পূজক! নির্ব্বিশেষ ভাবকেই নির্গুণতা মনে করায় চিদ্বিচিত্রতা বা চিদ্‌বিলাসকে সগুণতা বা গুণের অন্তর্গত বলিয়া ভ্রান্তি হয়! বস্তুতঃ; শুদ্ধসত্ত্বই নির্গুণ। সেখানে মিশ্র সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নিরস্ত হইয়াছে। বিরজার নির্গুণতা অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা নহে। বিরজার উপরে ব্রহ্মলোক ; তাহাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা। বৈকুণ্ঠের উপরে যে গোলোক-বিচিত্রতা তাহা অসমোর্দ্ধ। অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সেই গোলোকের চিদ্‌বিলাসী অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত সেবক। অতএব, নির্গুণতার সর্ব্বোত্তম অবস্থা বৈষ্ণবগণেরই করতলগত ; নির্ব্বিশেষবাদী নির্গুণতার নামে জড়গুণ-ব্যতিরেক ভাবমাত্রকে কল্পনা করে। তদুপরি তাহাদের দর্শনের গতি নাই।

ভ্রম ৯৪। শক্তিরই অবতার। রাম ও কৃষ্ণ যেন চিদানন্দ-সাগরের দুইটী ঢেউ।

সৎ ৯৪। ইহা নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতবাদ। কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি পূর্ণশক্তিমান্ সর্ব্বাংশী। তাঁহারই শক্তির চিচ্ছক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিভেদে দ্বিবিধ প্রকার। শক্তি হইতে শক্তিমানের আবির্ভাব হয় না, শক্তিমান্ হইতেই শক্তি প্রকটিতা। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", ইহাই শ্রুতির মন্ত্র। রাম ও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-রসামৃতসিন্ধু। তাঁহারা বুদ্ বুদ্ বা তরঙ্গজাতীয় অনিত্য পদার্থ নহেন।

ভ্রম ৯৫। খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

সৎ ৯৫। ভক্তগণ সতত শরণাগত ; তাঁহাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ প্রত্যেক আচার-বিচার, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল। নিজের যে দ্রব্যটি ভাল লাগে, সেই দ্রব্যটি গ্রহণ করিব এবং ভোগ করিয়া উহা 'ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি' কল্পনা করিব—এরূপ অভক্তিপর নির্ব্বিশেষ বিচার ভক্তগণের নহে। মায়াবাদিগণের উপাস্য—ঠুঁটোরাম। কাজেই ইন্দ্রিয়বান্-রূপে অধোক্ষজ ভগবান্ কোন বস্তু গ্রহণ করিতে না পারায় (?) ভোগের হেয়তা ব্যক্ত ও গুপ্তভাবে জীবেরই ঘাড়ে পতিত হয়, জীবকে বদ্ধদশায় কবলিত করে, কিন্তু ভগবান্ যে-সকল প্রিয়দ্রব্য শাস্ত্রদ্বারে তাঁহার ভোগ্য নৈবেদ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই-সকল বস্তুর কৃষ্ণভুক্তাবশেষ যোগ্যতানুসারে সম্মান করিয়া ভগবদ্ভক্ত-গণ কৃষ্ণভজনানুকূল জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। 'তাম্বূলাদি দ্রব্য ভগবানের ভোগ্য হইলেও তাহাতে অনর্থযুক্ত আমার যোগ্যতা নাই'—এই বিচারে অনেকে তাহা নমস্কার করিয়া রাখিয়া দেন। কৃষ্ণের উত্তম ভক্তগণের উচ্ছিষ্টই সেবকগণ শরণাগত কুক্কুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া হরিভজনানুকূল জীবন ধারণ করেন।

ভ্রম ৯৬। বৈষ্ণবেরা লাউর ডগা খায়, তা'তেও ত' জীবহিংসা হয়।

সৎ ৯৬। বৈষ্ণবগণ নিরামিষ বা আমিষভোজী নহেন, বৈষ্ণবগণ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন না ; কারণ, হবিষ্যান্ন প্রাকৃত ও উহার ভোক্তা জীব। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট, যাহা বিষ্ণুর প্রিয় সেবকগণ ভোজন করিয়া অবশিষ্ট রাখেন, তাহাই নিত্যসেব্যজ্ঞানে সম্মান করেন। বৈষ্ণবের বিচার—'প্রসাদ আমাকে ভোজন করেন, আমি প্রসাদকে ভোজন করিতে পারি না। প্রসাদ সেব্য, আমি ভোগ্য।' কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার নিকট মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের

প্রিয় ও শাস্ত্রের ব্যবস্থিত বস্তুসমূহ নিবেদন করিয়া প্রসাদজ্ঞানে সেবা করেন। মধ্যমাধিকারী অর্চ্চার নিকট নৈবেদ্য না দিয়াও নিজে নিজে মন্ত্রের দ্বারা নিবেদন করিয়া ভগবৎপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করেন, আর উত্তমাধিকারীর সর্ব্বদা দর্শন ও বিচার এই যে,—কৃষ্ণ নিজে গ্রহণ করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব, বৈষ্ণবগণকে নিরামিষ বা বাতাহারীর ন্যায় বৃক্ষলতার প্রাণ বধ করিয়া বা বায়ুগত পোকা, মাকড়ের প্রতি হিংসা করিয়া নিজের তহবিলে কিছু ভোগ আহরণ করিতে হয় না।

ভ্রম ৯৭। চা'-পানে কুলকুণ্ডলিনী জাগে।

সৎ ৯৭। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—তাশ, পাসা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া, যাবতীয় নেশা—পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ, বৈধ-স্ত্রীতে আসক্তি, পশুবধ এই সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ কলি বাস করে। অতএব, যাহারা চ-পান, গঞ্জিকা-সেবন কিংবা তাম্রকূটের ধূমোদ্গীরণের প্রতিযোগিতা দ্বারা সাধুত্ব নির্ণয় করিতে চাহে, তাহাদের বিচার ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী কলির বিচার মাত্র। যাঁহার কৃষ্ণসেবায় নেশা হইয়াছে, তাঁহার কখনও কলির স্থানে নেশা নাই। অভক্ত হঠযোগী ও রাজযোগী পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টায় বিমুখ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে ঐরূপ নানা কথার আবরণে চালাইবার চেষ্টা করে।

ভ্রম ৯৮। (বহির্ম্মুখ) সমাজের অস্পৃশ্য ও নির্য্যাতিত জাতিগণ হরিজন।

সৎ ৯৮। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত হরির জন অর্থাৎ ভগবানের নিত্যদাস। কিন্তু, যাহারা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার কার্য্যে লিপ্ত, তাহাদের ভগবানের 'দাসানুদাস' অভিমান নাই,—নাই বলিয়াই তাহারা ভগবানের সেবকগণের সেবা ছাড়িয়া মায়ার বহুরূপিণী

সেবায় ব্যস্ত এবং মায়ার উচ্চতা ও নীচতা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এজন্য যাহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই হরিজন পদবাচ্য তাহারাই হরির নিজজন। আর, মায়ার সেবায় তন্ময় হরিসেবাবিমুখ ব্যক্তি হরিসেবা হইতে বহুদূরে। মেথর, মুদ্দাফরাসকে 'হরিজন' বলা নাস্তিকতার চরম; ইহা অপ্রাকৃত হরিজনগণের চরণে অপরাধ। যিনি জন্মদাতা, তাঁহাকেই জনক বলিতে পারি; কিন্তু, যাহাতে জনকত্ব নাই, তাহাকে বা তাহাদিগকে জনক বলা, 'জনক' শব্দের অপব্যবহার। অতএব, 'হরি' শব্দ যেমন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের জন্য একচেটিয়া, তদ্রূপ 'হরিজন' শব্দও শ্রীহরির সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ভক্তগণের জন্যই একচেটিয়া। ঝড়ু ঠাকুর, ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট—ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত হরিজন বটে। কিন্তু, হরিবিমুখ ভূঁইমালী, ম্লেচ্ছ বা হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ নামধারী কেহই 'হরিজন' নহে—তাহারা মায়াজন।

ভ্রম ৯৯। ইনি চণ্ডাল বৈষ্ণব; ইনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব।

সৎ ৯৯। বৈষ্ণব চণ্ডাল বা তথাকথিত ব্রাহ্মণ নহেন। তবে বৈষ্ণব যে কোন কুলেই আবির্ভূত হইতে পারেন। যখন কাহারও সেবোন্মুখতা প্রকাশিত হয়, তখন আর তাঁহাকে কর্ম্মফল-বাধ্য সামাজিক জাতির মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। কাজেই 'চণ্ডাল বৈষ্ণব' ও 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব' কথাটি মাটির সোণার বাটির ন্যায় নিরর্থক মাত্র।

ভ্রম ১০০। গ্রাম্য কবীন্দ্র-জয়ন্তী, গ্রাম্য সাহিত্যিকের জয়ন্তী, কংগ্রেস-জয়ন্তী, কৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীচৈতন্য-জয়ন্তী—সকলই বীরপূজার আদর্শ।

সৎ ১০০। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে 'জয়ন্তী' তিথি বলে। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে

রোহিণী নক্ষত্র-সংযুক্তা অষ্টমী তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাকেই 'জয়ন্তী' বলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিই 'জয়ন্তী' এই নামটি সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে। ভোগী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, দেশনেতা, সমাজনেতা বা জাগতিক ভোগবর্দ্ধনকারী প্রতিষ্ঠানাদির জন্মদিনকে কিংবা যে-সকল রক্ত-মাংসের কল্পিত জীব বদ্ধ জীবের দ্বারা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মফল-ভোগের জন্য ত্রিতাপে প্রবেশের প্রথম দিন বা তিথিকে 'জয়ন্তী' বলা একাধারে অজ্ঞতা ও অত্যন্ত হরিবিমুখতা। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথির চরণে অপরাধ ; তৎফলে ঐরূপ বক্তাকে কোটি কোটি জন্ম হরিবিমুখ থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। আর, অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনের আনুগত্যে 'কৃষ্ণজয়ন্তীর' সেবা করিলে চরমমঙ্গল লাভ হইবে।

ভ্রম ১০১। মাতা-পিতার, কল্পিত সাধুগুরুর, কল্পিত অবতারের, পার্থিব বীরের, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ব্রতীর, দেশনেতা বা রাষ্ট্রনেতার ছবি-পূজা ও নিত্যমুক্ত ভগবজ্জনগণের ও ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যা-বতারের অপ্রাকৃত আলেখ্য-পূজা এক, অথবা সাধক ও নিত্যসিদ্ধের আলেখ্য একজাতীয়।

সৎ ১০১। তথাকথিত মাতা-পিতা বদ্ধজীবের বদ্ধদশায় গুরুজন ; তাহারা অপ্রাকৃত হরিসেবা অর্থাৎ আত্মানুশীলনের গুরুজন নহেন। সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ যদি কোন মাতা-পিতা পারমার্থিক গুরু হন, তখন আর তাঁহাদিগের প্রতি 'মাতা-পিতা' বুদ্ধি অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ লইয়া কোন প্রকার আসক্তি বা মোহ থাকে না। কিন্তু, হরিবিমুখ মাতা-পিতা, অথবা উন্মুখতার ছলপ্রদর্শন-পূর্ব্বক মোহ-বিস্তারকারী মাতা-পিতা, কিংবা জাগতিক কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি

সকলেই বদ্ধজীব। তাহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে। ইহাদের ছবি পূজা—বদ্ধজীবের 'কুণপ' বা 'খোলস'-পূজা অর্থাৎ পৌত্তলিকতা। উহার সহিত নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য বা গুরুবর্গের আলেখ্যাবতারের পূজা এক নহে। একটিতে ভক্তি-বৃদ্ধি হয়, আর একটিতে অভক্তি অর্থাৎ জড়াসক্তির বর্দ্ধন হয়। অধিক কি, অনর্থযুক্ত সাধক জীব, যাহার দেহ দেহীতে-ভেদ আছে, তাহার আলেখ্য ও নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদপদ্মের আলেখ্য এক নহে।

ভ্রম ১০২। ভোগীর প্রতিযোগী ত্যাগীই সাধু।

সৎ ১০২। প্রকৃত সাধু ভোগী ও ত্যাগীর প্রতিযোগী নহেন। ভোগ ও ত্যাগ পিশাচীকে যে মহাপুরুষ পৃথিবীর লোকের ঘাড় হইতে শ্রৌত উপদেশ-মন্ত্রে বিতাড়িত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাধুপদবাচ্য। লোকের ধারণা,—সাধুর আচরণ ভোগীর আচরণের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ ভোগী যখন অট্টালিকায় বাস করেন, গাড়ী-ঘোড়ায় চড়েন, কাপড় পরেন, অর্থাদি স্পর্শ করেন, কথাবার্ত্তা বলেন, তখন সাধুর ঐ সকল কিছুই থাকিবে না। কিন্তু, ঐগুলি না থাকিলেই সাধুত্বের পরিচয় হয় না। ঐগুলিকে যিনি জগন্মঙ্গল কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাহন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।

ভ্রম ১০৩। যিনি ভাবী শত সহস্র বা ততোঽধিক বৎসরের চিন্তাধারার অগ্রগতি বিধান করিতে পারেন, তিনিই জগৎপূজ্য যুগাচার্য্য হইতে পারেন।

সৎ ১০৩। 'ভাবী জগতের চিন্তাস্রোতের অগ্রগতি' শাস্ত্র হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কলি বা তর্কযুগের জগন্নাশকর চিন্তাস্রোতঃ মাত্র। সহস্র বৎসর পরে কলিতে যে-

সকল রজোগুণোত্থ আচার ও মনোধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবর্ত্তিত ও প্রবাহিত হইবে, তাহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যদি কেহ মানবজাতির মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দেন, তাহা হইলে সেইরূপ রজোগুণোদ্দীপ্ত চিন্তাধারার উত্তেজনা আসুরিকতার অগ্রগতি মাত্র। এইরূপ আসুরিকতার প্রবর্ত্তনকারী যুগাচার্য্য বটে, অর্থাৎ কলিযুগেরই অধিনায়ক বা স্বয়ং কলি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাত্বত আচার্য্যগণ সকলেই গুপ্ত সনাতন শ্রৌত-চিন্তাধারাই সেবা-বৈশিষ্ট্যের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। কলির ভবিষ্য আচারের অগ্রগতি সাধন করিয়া কেহ যুগবিশেষকে সহস্র বৎসর অগ্রগামী করিয়া দেন নাই।

ভ্রম ১০৪। ফল্গুত্যাগই—আচরণ, কর্ম্মবীরত্বই—বাস্তবতা, ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন Intellectualism (বোধশক্তির ব্যায়ামবিশেষ) বা Idealism (আদর্শ-ভাববাদ)।

সৎ ১০৪। ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন ব্যাপারটী Intellectualism বা Idealism নহে। তাহা বাস্তব আচরণেরই সহগামী বন্ধু। যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্তের চর্চ্চা (?)-রূপ পাণ্ডিত্যবিলাস আছে; অথচ, আচরণ নাই, সেখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হইবেই হইবে। তবে, কোন কোন সময় ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারকারীতে ভক্তিসিদ্ধান্তানুযায়ী আচরণ যে পূর্ণভাবে দেখা যায় না, তাহাও অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলনের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে, এমন কি অনেক কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে যে আচরণের অভিনয় দেখা যায়, তাহা কর্ম্মবীরত্ব মাত্র।

ভ্রম ১০৫। বাক্যবাগীশতাই হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন।

সৎ　১০৫। ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন হইতে পৃথক্ নহে। তাহা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-বিলাস বা বাক্যবাগীশতা নহে। যেখানে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিহীন বাক্যবাগীশতা, সেখানেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার উদয়। সেই বাক্যবাগীশতায় সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবেই ঘটিবে।

ভ্রম　১০৬। ভক্তিমঠ-মন্দির-নির্ম্মাণকারী অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থ-লেখক বা বক্তা শ্রেষ্ঠ ; অথবা লেখক বা বক্তা হইতে মঠনির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ।

সৎ　১০৬। এই সকল বিচার স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। যেখানে হরি-সেবায় ভোক্তৃত্বাভিমানরূপ বিবর্ত্ত, সেখানেই ভোক্তাভিমানীর দলাত্মবোধ ও অদ্বয়জ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি। ইট-পাথরের ভারবাহী অপেক্ষা কাগজের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ,—অথবা কাগজের ভারবাহী অপেক্ষা ইটপাথরের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ, এই উভয় বিচারই ভারবাহিতার পরিচায়ক। সারগ্রাহী ঐরূপ দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া যাহাতে সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হন, সেইরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী সেবাই আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিয়া থাকেন।

ভ্রম　১০৭। ভক্তিগ্রন্থ-লেখক অপেক্ষা মুখে ভক্তির কথা-প্রচারকারীর অধিক মহত্ত্ব অথবা কথক অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থলেখক জগতের অধিক উপকারক।

সৎ　১০৭। যাহাদের অদ্বয়জ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি তাহারা কেহ কেহ বলেন,—যাহারা দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করেন, তাহারা সাক্ষাদ্ভাবে অনেক বিরোধি-লোকের সম্মুখীন হইয়া, তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া, তাহাদের নানা-প্রকার প্রশ্নের সমাধান করিয়া, সত্যকথা প্রচার বা ভিক্ষাদি সংগ্রহ

করেন বলিয়া তাহাদের অধিকতর বীরত্ব। আর, যাঁহারা নিজের দুর্গের মধ্যে বসিয়া লোকের নিকট হরিকথা বলেন কিংবা গ্রন্থ ও পত্রিকাদি লিখেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর নহেন। অথবা তাঁহাদের ততটা বাধা-বিপত্তি সহ্য করিতে হয় না। বস্তুতঃ, এই উভয়-প্রকার প্রচারক যদি নিষ্কপট, গুরুসেবৈকনিষ্ঠ, আচরণশীল নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বক্তা হন, তবেই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেনাপতিত্ব করিতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাস যেরূপ প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিয়া মহাপ্রভুর সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ-সনাতন একান্তে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া তদপেক্ষা কম জীবে দয়া করেন নাই, বা তাঁহাদের সেনাপতিত্ব বা সেবাবীরত্ব কিছু কম ছিল, তাহা নহে। প্রকৃতিকবলিত কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই গুরুদাস্যের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি ও মৎসরতার উদয় হয়।

ভ্রম ১০৮। লিঙ্গই (বাহ্যচিহ্নই) বর্ণ ও আশ্রম।

সৎ ১০৮। লিঙ্গই বর্ণ ও আশ্রমের পরিচায়ক নহে, 'বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ'। কেবল দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, সূত্র ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, সাদা কাপড় পরিলেই গৃহস্থ বা পরমহংস হয় না। নিষ্কিঞ্চন ভাগবত পরমহংসের একান্ত সেবাময় আনুগত্যই দৈববর্ণাশ্রমীর পরিচয়। পরমহংস গুরুপাদপদ্মের সেবাই দৈববর্ণাশ্রমীর একমাত্র ধর্ম্ম। দৈববর্ণাশ্রমী সকলেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ গুরুপাদ-পদ্মের সেবা, মুকুন্দসেবানিষ্ঠারূপ স্বরূপ-লক্ষণযুক্ত।

ভ্রম ১০৯। বিষ্ঠা ও চন্দনে যাহার সমজ্ঞান, মাটি ও টাকায় যাহার সমজ্ঞান, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে যাহার সমজ্ঞান, বেশ্যা ও সতীতে

যাহার সমজ্ঞান, জীবে ও ব্রহ্মে যাহার সমজ্ঞান, চেতন ও অচেতনে যাহার সমজ্ঞান—তিনিই পরমহংস।

সৎ ১০৯। যিনি চেতনাচেতন সর্ব্বজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে পরমাত্মা ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, চেতনাচেতন সর্ব্বভূতকেই ভগবৎ-পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। ব্রজদেবীগণের "বনলতাস্তরব আত্মনি" (ভাঃ ১০।৩৫।৯), "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য" (ভাঃ ১০।২১।১৫) ও "কুররি বিলপসি" (ভাঃ ১০।৯০।১৫) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই পরমহংস মহাভাগবতের লক্ষণ। যিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রণয়রসনদ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। সনক, সনন্দন, শুকাদি পরমহংস-শিরোমণিগণ ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা আত্মারামতাকেও বর্জ্জন করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকেই সম্বল করিয়াছিলেন। অতএব পরমহংসের সকল বস্তুতেই সেব্যজ্ঞান থাকায়, তিনি সকলকেই গুরুবস্তুরূপে দর্শন করেন। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী বা কৃত্রিম-পন্থীর (যোগী, জ্ঞানীর) বিষ্ঠা ও চন্দনে, বেশ্যা ও সতীতে সমজ্ঞানের আদর্শ নহে।

ভ্রম ১১০। এক ঘেয়ে গোঁড়ামির ন্যায় অনর্থ আর কিছুই নাই।

সৎ ১১০। এক—এক—এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এক অদ্বিতীয় পরাৎপরতত্ত্ব। তিনিই অসমোর্দ্ধ, তিনিই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার সহিত জীবের একমাত্র সম্বন্ধ—নিত্যদাস্য। একমাত্র অভিধেয়—শুদ্ধভক্তি, আর একমাত্র প্রয়োজন—প্রেম। এক নিত্যদাস্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধজ্ঞান-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। এক শুদ্ধভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন,

স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনাদি অভিধেয়-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। এক প্রেমা—স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবাদি প্রয়োজন-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। পরমাত্মজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাদি সম্বন্ধজ্ঞান নহে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির চেষ্টা ভক্তির বিচিত্রতা নহে। নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ, কৈবল্য, চিন্মাত্রানুভূতি, অচিন্মাত্রানুভূতি প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্রতা নহে। পাতিব্রত্য অনর্থ বা সঙ্কীর্ণতা নহে। স্বৈরিণীর বহু-রঞ্জনেচ্ছাতেই অনর্থ ও সঙ্কীর্ণতা।

গ্রন্থ সমাপ্ত